* শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—)-ঃ{ঃ-*-ঃ}ঃ-(—

শ্রীশুকউবাচ

১। ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শন-লালসাঃ গোপ্যঃ ইতি (উক্তপ্রকারেণ) চিত্রধা (অনেকধা) প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ সুস্বরং রুরুদুঃ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! এইরূপে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণদর্শন-লালসায় চমৎকার তান-তালাদিতে গাইতে গাইতে ও প্রলাপ করতে করতে সুস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ইতি-শব্দঃ প্রকারবচনস্তস্মাদেবং প্রভৃতীত্যেবার্থঃ। প্রকর্ষেণ প্রেমোদ্রেকাদুচ্চৈর্গায়ন্ত্যঃ, কদাচিৎ প্রকর্ষেণ লপন্ত্যশ্চ; কিংবা বিরহব্যাকুলতয়া কিঞ্চিদনর্থকং জল্পন্ত্যঃ, চিত্রধেত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ। সুস্বরং করুণদীর্ঘস্বরেণেত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি তদ্দর্শনে লালসয়া তদ্‌যুক্তমেবেত্যার্ত্তি-সম্বোধনম্। জী° ১।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **ইতি**—'ইতি' শব্দের অর্থ—পূর্বোক্ত প্রকার বচনে, এইরূপে, প্রভৃতিভাবে। **প্রগায়ন্ত্যঃ**—'প্র' প্রকর্ষে অর্থাৎ প্রেমোদ্রেক হেতু উচ্চস্বরে গাইতে গাইতে। **প্রলপন্ত্যশ্চ**—কখনও আবার নানারূপ প্রলাপ করতে করতে। কিম্বা, বিরহ-ব্যকুলতায় কিঞ্চিৎ অনর্থক কথা বলতে বলতে—**চিত্রধা**--এইসব নানাপ্রকার করতে করতে। **সুস্বরং**—করুণদীর্ঘ স্বরে **রুরুদুঃ**—রোদন করতে লাগলেন। **হে রাজন্**—কৃষ্ণদর্শন লালসায় এ যুক্তিযুক্তই বটে—এইরূপ মনোভাবে রাজা পরীক্ষিৎকে আর্তি সম্বোধন। জী° ১॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** দ্বাত্রিংশে হরিরায়াতঃ স্বাঙ্গভাবাং শুকোক্তিভিঃ। পূজিতঃ প্রতিপূজ্যৈতাঃ প্রেমোক্ত্যা ঋণিতামধাৎ॥ চিত্রধা আশ্চর্য্যতানতালাদিপ্রকারেণ প্রগায়ন্ত্যঃ অতিবৈবশ্যোদ্রেকাৎ প্রলপন্ত্যশ্চ, সুস্বরং রুরুদুঃ। বি° ১।

১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** এই ৩২ অধ্যায়ে শ্রীশুকোক্তিতে এরূপ বলা হয়েছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। গোপীদের দ্বারা পূজিত হলেন। প্রতিদানে কৃষ্ণও প্রেম-সম্ভাষণে তাঁদের নিকট নিজের ঋণিত্ব স্বীকার করলেন।

চিত্রধা--চমৎকার তান-তালাদি রীতিতে **প্রগায়ন্ত্যঃ**—গাইতে গাইতে এবং **প্রলপন্ত্যঃ**—অতিশয় প্রেমবৈবশ্য উদ্রেক হেতু প্রলাপ করতে করতে সুস্বরে কাঁদতে লাগলেন। বি° ১॥

২। তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ॥

২। **অন্বয়** ঃ তাসাং (গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ পীতাম্বরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথঃ-মন্মথঃ শৌরিঃ (কৃষ্ণঃ) আবিরভূৎ।

২। **মূলানুবাদ** ঃ সেই রোদনপরায়ণা গোপীদের মধ্যে সহাস্য মুখপঙ্কজ, পীতাম্বরধর, বনমালা-বিভূষিত সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শূরবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন।

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তাসাং তথা রুদতীনামমধুনা মদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমানানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষেণ তৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতম্। শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোহপি তাসামেবাবিরভূৎ, সর্ব্বতোহপ্যপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ' (শ্রীভা ১০।৩২।১৪) ইতি, 'তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৬) ইতি, 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৫) ইত্যাদৌ চ, তথৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ 'এতাঃ পরম্' ইত্যাদৌ, 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইতি শ্রীমদুদ্ধব-সিদ্ধান্তনুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বম্। 'প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ' (শ্রীভা ১১।২।৪২) ইত্যাদি-ন্যায়েন তথৈব দর্শয়তি—'সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ' ইতি। নানাবাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ, ন তু তদীয়শক্ত্যংশাবেশি-প্রাকৃত-মন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ, তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। যেষাং রূপগুণবিশেষাণামংশেন তৎপ্রকাশকোহসৌ তানখিলান্ এব প্রকাশয়নিত্যর্থঃ। অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদিমন্ত্রা ধ্যানানি চ সন্তি; কিন্তু, তস্মিন্ ধ্যানেহন্যাকারত্বং মন্মথত্ব-ব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ং, মন্মথ-পদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষামপি ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতম্; এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমালম্বনতা ভক্তান্তরাগম্যতা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্যাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেশয়োরপ্যাহ—স্ময়েত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ব-বিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্য-প্রতীতেঃ, তথা পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে, ধারণপ্রয়োগোহতিরিক্ত এবেতি, তেন তদানীমন্যবিশিষ্ট ধারণবোধনাৎ। তথা স্রগ্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ। কিঞ্চ, স্মিতেনাত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং, ত্যাগস্য চ পরিহাসময়ত্বম্। পীতাম্বরধারণেন মূর্দ্ধপর্য্যন্তাবৃততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ সঙ্কুচিত-চিত্তত্বম্। স্রগ্বিত্বেন কেবল তৎসঙ্গিতয়া তা বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্, অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিক-শোভাবর্ণনমিদমিতি।" জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **তাসাম্**—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ক্রন্দনরত তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন এই ভেবে যে, এখন এই গভীর বনে আমার অঙ্গে ব্যথা লাগার সম্ভাবনায় অত্যন্ত সন্তাপিত হয়ে গোপীরা কাঁদছে, এতে তাদের প্রাণ গতপ্রায় হয়েছে। গোপীদের সম্বন্ধে এরূপ সংশয়াকুল হয়ে তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণ। এইরূপে এখানে দেখান হল, কৃষ্ণ বিরহদুঃখ-আকুলতা থেকেও কৃষ্ণের দুঃখভাবনা জনিত আকুলতাবিশেষেই শীঘ্র কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। শৌরিঃ—শূরবংশে অর্থাৎ বসুদেবের ঘরে আবির্ভূত বলে প্রসিদ্ধ থাকলেও এই গোপীদের মধ্যে

নূতনের মতো আবির্ভূত হলেন, সকল মাধুর্য-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে—কৃষ্ণ সর্বত্র থাকলেও যেমন বসুদেব ঘরে আবির্ভূত হন, তেমনই গোপীমধ্যে আবির্ভূত হলেন। পরে রাসপঞ্চাধ্যায়ে ও অন্যত্রও দেখা যায়, যথা—"ত্রিলোকের যাবতীয় সৌন্দর্যে মাধুর্যে পরিপূর্ণ দেহ ধারণ করত গোপী-মধ্যে পূজিত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন কৃষ্ণ।" —(শ্রীভা° ১০।৩২।১৪)। —"হেমময়মণিমধ্যে মহামরকত মণির মতো দেবকীসুত সেই গোপীগণ মধ্যে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন।" —(শ্রীভা ১০।৩৩।৬)। —শ্রীশুকদেব বলেছেন, "গোপীগণ কি অনির্বচনীয় তপস্যাই-না করেছিল, যেহেতু তাঁরা স্বনয়নে শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্ধ্ব স্বভাবসিদ্ধ যশ-শ্রী-ঐশ্বর্যের নিকেতন দুর্লভ নিত্যনূতন সৌন্দর্য দর্শন করেন।' —(শ্রীভা ১০।৪৪।১৫)। শ্রীউদ্ধব শ্রীগোপীগণের প্রেমবিকার দর্শনে এরূপ বিশেষ উক্তি করেছেন, যথা—"এই গোপীগণের চিত্তে গোবিন্দের প্রতি চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেম থাকায় তাঁরাই ধন্য। মুমুক্ষু মুণিগণ ও মাদৃশ ভক্তজন এতাদৃশ প্রেম প্রার্থনা করে থাকেন।" —(শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮)। —শ্রীউদ্ধবের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বাধিক প্রেমবতী এই গোপীদের মধ্যে তাদৃশ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যময়রূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব যুক্তিযুক্তই বটে। —এ বিষয়ে (শ্রীভা ১১।২।৪২) 'প্রপদ্যমানস্য' ইত্যাদি শ্লোকটি দ্রষ্টব্য, যথা—"ভজনকারী জনের যতটা যতটা কৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদি হতে থাকে ততটা ততটাই কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন হতে থাকে—বহুভজনকারীর মাধুর্য-আস্বাদন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" তাই এখানে কৃষ্ণের আবির্ভাব সাক্ষাৎ কামদেবেরও মন-মথনকারী ত্রিভুবন-ভোলানো রূপে। **সাক্ষাণ্মণ্মথ-মন্মথঃ**— [মন্মথ = কামদেব] বাসুদেবাদি নানাবিধ চতুর্ব্যূহের মধ্যে যে স্বয়ং কামদেব, তারও মন-মথনকারী। এখানে তদীয় শক্তির অংশাবেশ প্রাকৃত অসাক্ষাৎরূপ মদনের কথা বলা হয় নি [অপ্রাকৃত জগতে যে মদনাদি দেবতা আছেন, তাদেরই ছায়ামূর্তি এ জগতে বিরাজমান]। কৃষ্ণের এই রূপটি সাক্ষাৎ কামদেবেরও মন-মথনকারী শক্তি প্রকাশক—'চক্ষুরও চক্ষু' ইত্যাদির মতো। অর্থাৎ যে রূপগুণবিশেষের অংশে প্রাকৃত কামদেবের প্রকাশ সেই পরিপূর্ণ রূপগুণাদি প্রকাশ করেই আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণ ; অতএব এই কৃষ্ণের মহামন্মথরূপে একাক্ষরাদি মন্ত্র ও ধ্যান সমূহ বিদ্যমান দেখা দেখা যায়। কিন্তু সেই ধ্যান সকলে যে অন্যস্বরূপ দেখা যায়, তা মন্মথভাবের প্রকাশের জন্যই, এরূপ বুঝতে হবে। যৌগিক বৃত্তি দ্বারা এই শ্লোকস্থ 'মন্মথ' পদের সেই সকল স্বরূপেরও ক্ষোভকাদি গুণ ধ্বনিত হচ্ছে। এবং তাদৃশ রূপই যে আদিরসে পরম আলম্বন ও অন্য ভক্তিতে যে এই রূপের কাছে যাওয়া যায় না, তা দেখান হল। এইরূপে স্বরূপ আবির্ভাবের অপূর্বতা বলে নিয়ে অতঃপর রাসরসিকের বিলাস বেশেরও অপূর্বতা তিনটি বিশেষণে বলা হচ্ছে, যথা—**স্ময়মান মুখাম্বুজঃ ইত্যাদি**—মৃদু মধুর হাসি মাখা মুখে শোভমান, পীতাম্বরধারী ও মালাধারী। 'স্ময়মান' হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়ালেন, এই বর্তমান প্রয়োগের দ্বারা বক্তা শ্রীশুকের এইরূপ বলবার ইচ্ছা বুঝাচ্ছে, যথা—এই হাসি

তৎকালিক, এ কৃষ্ণের স্বাভাবিক হাসি থেকে পৃথক্। তথা 'পীতাম্বর' পদের দ্বারাই যা বলার ইচ্ছা সেই পীতবস্ত্র-ধারণ সিদ্ধ হলেও এখানে এই 'ধরঃ' 'ধারণ' শব্দের প্রয়োগ অতিরিক্তই হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই অতিরিক্ত প্রয়োগ মাথা পর্যন্ত আবৃত করে অন্য কোনও বিশেষ ধারণকেই বুঝাচ্ছে। তথা 'স্রগ্বী' এখানেও প্রশংসায় বলা হল প্রলম্বিত মালাধারী। আরও 'স্মিত' মৃদু মধুর হাসিতে নিজের সুপ্রসন্নতা ও গোপীদের ত্যাগের পরিহাসময়তা প্রকাশিত হচ্ছে। আর মাথা পর্যন্ত আবৃত করে পীতাম্বর ধারণে গোপীদের পরিত্যাগ হেতু নিজের চিত্তের সঙ্কুচিত ভাব প্রকাশিত হল। 'স্রগ্বী' এই মালা প্রেয়সীদের কণ্ঠসঙ্গে ধন্যা বলেই আদরে গলায় ধারণ করত তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন—আরও তাঁদের বিনা অন্য সঙ্গে নিজের যে অরোচকতা, তাই এরূপে জানান হল। এই যে এখানে কৃষ্ণের শোভা বর্ণন হল, তা এর শ্রোতাগণের হৃদয়ে প্রবেশ করাবার জন্যই। জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** শৌরিরিতি। শ্রীগোপীজনপক্ষস্য শ্রীশুকদেবস্য কৃষ্ণং প্রত্যসূয়োক্তিঃ। কুটিলান্তঃকরণক্ষত্রিয়জাত্যুদ্ভবত্বাদেব কৃষ্ণঃ প্রেমবতীভ্য আভ্য এতাবদ্দুঃখং দত্ত্বা স্বশৌর্য্যং প্রকটীচকার। যদি সরলান্তঃকরণগোপজাতিতোঽভবিষ্যত্তদা নৈবমভবিষ্যদিত্যর্থব্যঞ্জিকা অতএব তাসাং দুঃখেঽপি প্রফুল্লমুখঃ। বস্তুতস্তু স্ময়মানং তাসামানন্দনার্থমেব প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজমেব, হৃদম্বুজন্তু সন্তপ্তমেব যস্য সঃ। পীতাম্বরঃ স্কন্ধাভ্যাং পুরো লম্বিতীকৃত্য হস্তাভ্যাং ধরতীতি সঃ। অপরাধং ক্ষময়িতুমিতি ভাবঃ। স্রগ্বীতি প্রেয়স্যৈব পরিধাপিতাং স্রজং তাং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিঃ কামস্তস্যাপি মনোমথ্নাতীতি সঃ। জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়ান্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য তথা মোহয়ামাস যথা সোঽপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্পশরপীড়িতো মুমোহেত্যর্থঃ। তেন কৃষ্ণস্তৎপ্রেয়স্যশ্চ স্বরূপভূতকন্দর্পস্যৈব শরপীড়িতা রমন্তে, নতু প্রাকৃতস্য জগন্মোহনকন্দর্পস্য তস্য তত্রানধিকারাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। তদানীং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বেন মনোমোহন স্বীয় মাধুর্য্যাবিষ্করণং তাসাং তাদৃশস্যাপি বিরহদুঃখস্য বিস্মরণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। বি ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ শৌরিঃ**—এই যে এখানে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণকে 'শৌরি' অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শূর বংশে আবির্ভূত বললেন, তা শ্রীগোপীজন পক্ষপাতী তাঁর কৃষ্ণ প্রতি অসূয়া উক্তি—কুটিলান্তকরণ ক্ষত্রিয় জাতিতে জাত বলেই কৃষ্ণ প্রেমবতী গোপীদের এতখানি দুঃখ দিয়েও নিজের শৌর্য প্রকাশ করতে গেলেন। যদি সরল অন্তঃকরণ গোপজাতির মধ্যে জন্ম হত, তা হলে এমনটি হত না—এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে এই 'শৌরি' শব্দে। এই কারণেই গোপীদের দুঃখেও **স্ময়মান মুখাম্বুজঃ**—তাঁর মুখ প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছে—বস্তুতস্তু তাঁদিকে আনন্দ দানের জন্য মুখেই প্রফুল্লতা, আসলে তো গোপী দুঃখ তাপে তাঁর হৃদ্কমল সন্তপ্তই হয়ে পড়েছিল। **পীতাম্বরধরঃ**—পীতাম্বরধারী, পীতবস্ত্র কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সম্মুখে দু দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে হাতের অঞ্জলিতে ধরে আছে অপরাধ-ক্ষমা ভিক্ষার ভাবে। **স্রগ্বী ইতি**—মালাধারী, প্রেয়সীরই পরানো মালা তাঁকে দেখাবার জন্য গলে শোভমান। **সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ** যিনি সমষ্টি কন্দর্প, সেই তাঁরও মন-ক্ষোভণকারী। জগন্মোহন হলেও কন্দর্প কৃষ্ণকে মোহিত করতে এলে

৩। তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্॥

৩। **অন্বয় ঃ** অবলাঃ [গোপ্যঃ] প্রেষ্ঠং তং (কৃষ্ণং) আগতং বিলোক্য প্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (প্রীত্যুৎফুল্ল নেত্রানি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) তন্বঃ (করচরণাদয়ঃ) আগতং প্রাণং [প্রাপ্য] ইব সর্বাঃ [গোপ্যঃ] যুগপৎ উত্তস্থুঃ।

৩। **মূলানুবাদ ঃ** প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণকে আগত দেখে অবলাগণের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মূর্চ্ছিত দেহে প্রাণ ফিরে এলে যেমন করণচরণাদি চেতে উঠে সেইরূপ তাঁরা সকলে যুগপৎ উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁকে স্ত্রীভাব পাইয়ে কৃষ্ণ এরূপ মোহিত করলেন যাতে, কৃষ্ণসৌন্দর্য দেখে সে নিজেই কন্দর্পশর-পীড়িত হয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলো, এরূপ অর্থ। সুতরাং কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেয়সীগণ স্বরূপভূত কন্দর্পেরই শরপীড়িতা হয়ে বিহার করতে লাগলেন—প্রাকৃত জগন্মোহন কন্দর্পের শরপীড়ায় মোহিত হয়ে নয়—তাঁর সেখানে অধিকার না থাকা হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। সেই গোপীদের সম্মুখে আবির্ভাব সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপে স্বীয় মনোমোহন মাধুর্য-আবিষ্কার করণ গোপীদের তাদৃশ বিরহদুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই, এরূপ বুঝতে হবে। বি০২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** আগতম্—আদৌ সমুৎকণ্ঠয়া সদ্য এব দূরে প্রাদুর্ভূয়াগমনক্রমেণ নিজান্তিকং প্রাপ্তং সন্তম্ ; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজম্' ইতি। অতএব বিশেষেণ লোকয়িত্বা দৃষ্ট্বেতি রোদনবৈবশ্যেন ঈষদ্দর্শনেঽপ্যনিশ্চয়াৎ, কিংবা দৃষ্টেঽপি পরমার্ত্ত্যা বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যঙ্নিরীক্ষ্যেবেত্যর্থঃ। অবলা বিরহক্ষামতয়োত্থাতুমসমর্থা অপি সর্ব্বা যুগপদুত্থিতাঃ। তত্র হেতুঃ প্রেষ্ঠমিতি। তদেকপ্রেষ্ঠত্বেন মরণে জীবনে চ তদেকহেতুত্বাৎ। এতদেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—তন্ব ইতি, আগতমিতি পুনরুক্তিঃ উত্থানে আগমনৈকহেতুতা স্পষ্টার্থং কৃতা। বিলাসাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্ ; যথোক্তম্—'গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ॥' ইতি। জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০তো০ টীকানুবাদ ঃ** 'তং আগতং বিলোক্য' কৃষ্ণকে আগত দেখে—গোপীদের জন্য সমুৎকণ্ঠায় প্রথমে সহসাই দূরে আবির্ভূত হলেন, তৎপর হেঁটে হেঁটে গোপীদের নিকটে আগত। বিষ্ণুপুরাণেও এরূপই আছে, যথা—"অনন্তর প্রফুল্ল মুখকমল শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসছেন, এরূপ দেখলেন গোপীগণ।" অতএব 'বিলোক্য' বিশেষ ভাবে দেখে অর্থাৎ রোদন-বিহ্বলতায় অল্প দর্শনে নিশ্চয় না হওয়ায়, কিম্বা দেখলেও পরম আর্তি হেতু বিশ্বাস না হওয়ায় ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখে। **অবলা**—বিরহ-ক্ষীণতায় উঠে দাঁড়াতে অসমর্থ থাকলেও **উত্তস্থুর্যুগপৎ**—সকলেই যুগপৎ উঠে দাঁড়ালেন। এই উঠে দাঁড়ানোর হেতু **প্রেষ্ঠম্**—ইনি-যে তাঁদের প্রাণপ্রিয়তম, ইনিই তাঁদের অদ্বিতীয় প্রিয়তম হওয়া হেতু জীবনে-মরণে ইনিই একমাত্র হেতু। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হচ্ছে, **তন্ব ইতি**—করচরণাদি যেরূপ চেতে উঠে প্রাণ ফিরে এলে

৪। কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজ'গৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্ ॥

৪। **অন্বয় ঃ** কাচিৎ [গোপী] মুদা অঞ্জলিনা শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) করাম্বুজং জগৃহে (ধৃতবতী) কাচিৎ চন্দনরূষিতং তদ্ (কৃষ্ণস্য) বাহুং [স্বস্য] অংসে (স্কন্ধে) দধার (স্থাপিতবতী)।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** (গোপী সকলের মধ্যে কোন কোন মুখ্যার নিজ নিজ ভাবোচিত প্রেম চেষ্টা বলা হচ্ছে, কাচিৎ ইতি পাঁচটি শ্লোকে—)

কোন গোপী আনন্দে অঞ্জলি দ্বারা শৌরি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ করলেন। অন্য কোন গোপী তাঁর চন্দনভূষিত বামবাহু নিজ স্কন্ধদেশে ধারণ করলেন।

সেইরূপ। **আগতম্**—এই পদটি এখানে পুনরুক্তি করে গোপীদের এই উঠে দাঁড়ানোতে যে কৃষ্ণের আগমনই একমাত্র হেতু, তাই স্পষ্ট করে তুললেন। এ হল বিলাসাখ্য অনুভাব, যা শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে—"প্রিয়সঙ্গ-জাত তৎকালিক গমন, অবস্থান, উপবেশনাদির ও মুখ নেত্রাদি-ভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্য তাকে বলে বিলাস।" জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** তন্বঃ করচরণাদয়ঃ। আগতমিতি পুনরুক্তিঃ তাসাং মূর্চ্ছিতানামুত্থানং তদাগমনৈকহেতুকমিতি স্পষ্টীকর্ত্তুম্। বি ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ তন্বঃ**– করচরণাদি। **আগতম্**—সেই মূর্চ্ছিত গোপীদের উত্থান যে কৃষ্ণ-আগমন কারণেই, তা স্পষ্ট করার জন্যই এই পরের 'আগত' পদটির পুনরুক্তি। বি০৩

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** পূর্ব্বং বিরহদৈন্যেন তুল্যবচনৈঃ সর্ব্বাসামেব তুল্যতাপ্রাপ্তির্দর্শিতা, অধুনা প্রাপ্তনিজালম্বনত্বেন স্বস্বভাবমনুসরন্তীনাং মুখ্যানাঞ্চেষ্টিতভেদৈর্ভাবভেদানাহ—কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণং জগৃহে, বনভ্রমণশ্রান্ততয়া মত্তস্য তস্য করাবলম্বনায় তথা ব্যবহারস্যৌচিত্যাৎ স্পর্শোৎসুক্যাচ্চ। করস্য দক্ষিণত্বঞ্চ নিজস্কন্ধে তদ্বাহুধারিণ্যা দ্বিতীয়ায়াঃ কান্তসমানস্থিতত্বেন বামভাগাবস্থানৌচিত্যাৎ দক্ষিণস্যৈব, তথা গ্রহণৌচিত্যাচ্চ। এবমুত্তরোত্তরং জ্ঞেয়ম্। অঞ্জলিনেতি নির্দ্দেশাদিয়ং মৃদুঃ সখ্যপ্রায়দাস্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ। চন্দনেন রূষিতং ভক্তিচ্ছেদলিপ্তমিতি ইয়মাকৃষ্য ধারণাৎ প্রখরা ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎপরাধীনকান্তা দক্ষিণা চ। জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে ১ শ্লোকে বিরহদৈন্যে বিপক্ষ-স্বপক্ষ সকল গোপীর সম্বন্ধে একই প্রকার বচনে প্রলাপাদির কথা বলে সেই লক্ষণে তাঁদের তুল্যতা প্রাপ্তি দেখান হয়েছে। এখন নিজ আলম্বন কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে নিজনিজ ভাব অনুসরণকারিণী ঐ গোপীদের চেষ্টা ভেদে ভাব ভেদ সমূহ বলা হচ্ছে—কাচিৎ ইতি পাচটি শ্লোকে। কোন গোপী কৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল **জগৃহে**—ধারণ করলেন—বনভ্রমণ-অবসাদে বিবশ প্রিয়তমকে হস্ত-অবলন দেওয়ার জন্য সেরূপ ব্যবহার উচিত হওয়া হেতু ও নিজে স্পর্শ-উৎসুকতার বশীভূত হওয়া হেতু। এই করকমলটি দক্ষিণই হবে, কারণ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে গোপীর নিজ স্কন্ধে যে কৃষ্ণবাহু ধারণের কথা বলা হয়েছে, তা বামবাহু। কারণ তাঁর কান্তের পাশে সমানভাবে স্থিতির দরুণ কান্তের বাম ভাগে অবস্থান।

৫। কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বুলচর্ব্বিতম্ ।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥

৫। **অন্বয় ঃ** কাচিৎ তন্বী অঞ্জলিনা [কৃষ্ণস্য] তাম্বুলচর্বিতং অগৃহ্ণাৎ। একা [গোপী] সন্তপ্তা [সতী] তদ (কৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রি কমলং স্তনয়োঃ ন্যধাৎ (ধৃতবতী)।

৫। **মূলানুবাদ ঃ** বিরহ-তাপিতা অতি কৃশাঙ্গী কোন গোপী অঞ্জলিতে শৌরি শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করলেন। অপর এক বিরহ-সন্তপ্তা গোপী শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণকমল স্তনোপরি ধারণ করলেন।

দক্ষিণার পক্ষেই এরূপ হস্তধারণ উচিত। পরপর এভাবেই বুঝে নিতে হবে। গ্রহণ 'অঞ্জলিতে' করলেন, এই 'অঞ্জলি' পদটির নির্দেশ থাকায় বুঝা যাচ্ছে, এই গোপী মৃদু সখ্যপ্রায় দাসীত্ব লক্ষণে কান্তপরাধীনা ও দক্ষিণা নায়িকা।

কোনও গোপী কৃষ্ণের চন্দনভূষিত বাহু তাঁর স্কন্ধে ধারণ করলেন—'চন্দনভূষিতম্' চন্দনের তিলক অলকাদি দ্বারা মণ্ডিত। 'দধার' এই পদে টেনে এনে ধারণ করা বুঝাচ্ছে—এই লক্ষণে ইনি যে প্রখরা, ব্যক্তসখ্যা, কিঞ্চিৎপরাধীনা কান্তা ও দক্ষিণা, তা বুঝা যাচ্ছে। জী° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** সর্ব্বগোপীষু মুখ্যানাং কাসাঞ্চিৎ স্বস্বভাবোচিতপ্রেমচেষ্টিতান্যাহ,—কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণমেবেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যায়াং ব্যক্তীভাবিত্বাৎ। জগৃহে বিনয়ময়মৈত্র্যাৎ স্পর্শোৎসুক্যাচ্চেতি ভাবঃ। ইয়মাদরময়সংস্পর্শাত্তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবতী কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। চন্দনেন রূষিতং ভক্তিচ্ছেদেন লিপ্তং বাহু বামমেব স্বকান্তবামভাগ এব স্থিতৌচিত্যাৎ। ইয়মাদরগন্ধিনা স্বকর্ত্তৃকালিঙ্গনেন কিঞ্চিদ্‌ঘৃতস্নেহমিশ্রমধুস্নহবতীব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎ স্বাধীনকান্তা দক্ষিণা চ। বি° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গোপীসকলের মধ্যে কোন কোন মুখ্যাদের নিজ নিজ ভাবোচিত প্রেমচেষ্টা বলা হচ্ছে, কাচিৎ ইতি পাচটি শ্লোকে। **করাম্বুজং**—এখানে 'করপদ্ম' পদে দক্ষিণ হস্তই বুঝতে হবে, কারণ দ্বিতীয় ছত্রের চন্দনভূষিত বাহুটি, যা অন্য কোনও গোপীদ্বারা কাঁধে ধারণের কথা বলা হয়েছে তা বামবাহুই হতে হবে, কারণ গোপীদের স্থিতি স্বকান্ত কৃষ্ণের বামদিকে হওয়াই সমীচীন। **জগৃহে**—ধারণ করলেন—বিনয়ময়-মৈত্রী ও স্পর্শ-ঔৎসুক্য হেতু, এরূপ ভাব। আদরময় সংস্পর্শ হেতু ইনি তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহবতী কান্তপরাধীনা দক্ষিণা নায়িকা এবং প্রথমে এঁর কথা উল্লেখ করায় বুঝা যাচ্ছে, ইনি সর্বজ্যেষ্ঠা শ্রীচন্দ্রাবলী। **চন্দনভূষিতম্**—চন্দনের তিলক-চিত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত **বাহুম্**—বাহু, এ বামবাহুই হবে, কারণ স্বকান্তের বামভাগে স্থিতিই সমীচীন। **কাচিৎদধার**—এই 'কাচিৎ' পদে যাঁকে ইঙ্গিত করা হল, তিনি আদরগন্ধী স্বকর্তৃক আলিঙ্গন লক্ষণে কিঞ্চিৎ ঘৃতস্নেহমিশ্র-মধুস্নেহবতী, ব্যক্তসখ্যলক্ষণা, কিঞ্চিৎ স্বাধীন কান্তা ও দক্ষিণা (শ্যামা—শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষা সখী)। বি° ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তাম্বূলমত্র প্রতিকুঞ্জং মালাদিসাহিত্যেন শ্রীবৃন্দাদেব্যা স্থাপিতম্ ; যোগমায়য়ৈব বা সিদ্ধম্। শৌরেরিতি প্রকরণলব্ধম্ ; অঞ্জলিনাঽগৃহ্লাদিতি পূর্ব্ববৎ। অ ত্রৌৎ-সুক্যং ত্বধরামৃতার্থম্। ইয়ং মৃদুর্দাস্যপ্রায়সখ্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ, অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্তনয়োন্যধ্যাৎ, বামভুজেন প্রিয়াবলম্বনেন বামচরণন্যস্তাঙ্গভারতাপ্রাপ্তেঃ। সম্প্রতি স্থিত এব চায়ং উপবেশস্যাগ্রতো বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত উপবিষ্টয়ৈব তয়া চরণধারণম্। তস্য তয়োর্নিধানে হেতুঃ—সন্তপ্তেতি। বিরহময়-রত্যাখ্যেন ভাবেনেতি শেষঃ। হৃদয় ইতি পাঠে স এবার্থঃ। ইয়ং প্রখরা দাস্যপ্রায়সখ্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ। জী° ৫॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** কোনও গোপী অঞ্জলিতে কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করলেন। এখানে 'তাম্বুল' প্রতি কুঞ্জে মালাদির সহিত শ্রীবৃন্দাদেবী রেখে দেন। বা যোগমায়া দ্বারা এ কার্যটি নির্বাহ হয় এই তাম্বুল-চর্বিত যে শৌরির অর্থাৎ বলশালীর তা প্রকরণ বলেই পাওয়া যায়, 'শৌরি' পদটি শ্লোকে না থাকলেও। পূর্বের মতোই 'অঞ্জলিতে' গ্রহণ করলেন– এখানে কিন্তু উৎসুকতা অধরামৃতের জন্য। এই গোপী মৃদু দাস্যপ্রায় সখ্যা, কান্তপরাধীনা ও দক্ষিণা। কোনও এক গোপী চরণকমল 'স্তনে' স্থাপন করলেন। এই চরণকমলটি দক্ষিণই হবে, কারণ বামভুজে ঐ প্রিয়াকে অবলম্বন করত বামচরণের উপর শরীরের ভার রেখে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালে। এইটি ঐ গোপীর বসে পড়ার আগের দাঁড়ানো অবস্থার ভঙ্গী– অতঃপর বসে পড়ে তাঁর স্তনোপরি চরণকমল ধারণ—এ বিষয়ে হেতু **সন্তপ্তা**—বিরহময় রতি নামক ভাবে স্তন সন্তপ্ত। 'স্তন' স্থানে 'হৃদয়' পাঠে অর্থ একই। এই গোপী প্রখরা দাস্যপ্রায়সখ্যা, কান্তাধীনা ও দক্ষিণা। জী° ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অঞ্জলিনাগৃহ্লাদিতীয়ং দাস্যপ্রায়মৈত্র্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ। অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্বহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ভূমাবুপবিষ্টা স্তনয়োন্যধাৎ। ততশ্চ বামভুজেন কান্তায়াঃ স্কন্ধমালম্ব্য বামচরণেন ভুবমবষ্টভ্য কৃষ্ণস্তস্থাবিতি জ্ঞেয়ম্। ইদং মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চেত্যত ইমে তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবত্যাঃ প্রথমায়াঃ সখ্যৌ। বি° ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ**—কেউ অঞ্জলিতে চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করলেন—ইনি দাস্যপ্রায় মৈত্রী-লক্ষণে কান্তাধীনা ও দক্ষিণা। 'একা তদঙ্ঘ্রি কমলং' ইত্যাদি—অন্য এক গোপী তাঁর স্তনের উপর কৃষ্ণের চরণকমল ধারণ করলেন—এ দক্ষিণ চরণই হবে—ভূমিতে বসে নিজ হাতে গ্রহণ করত ধারণ করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ বামবাহুতে এই কান্তার স্কন্ধদেশ অবলম্বন করত বাম চরণে ভূমি আশ্রয় করে দাঁড়ালেন, এরূপ বুঝতে হবে। এঁরা দুজন মৈত্রীপ্রায়দাস্য লক্ষণা, কান্তাধীনা ও দক্ষিণা—অতএব এঁরা তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবতী চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা ও শৈব্যা। বি° ৫॥

৬। একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ নিদ্দর্ষ্টদশনচ্ছদা ॥

৬। **অন্বয়** ঃ একা ভ্রুকুটিং আবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রণয়কোপেন বিহ্বলা) সন্দষ্টদশনচ্ছদা (সন্দষ্টঃ অধরোষ্ঠঃ যয়া সা তথাভূতা সতী) কটাক্ষেপৈঃ ঘ্নন্ত ইব (তাড়য়ন্তী ইব) ঐক্ষৎ (দদর্শ)।

৬। **মূলানুবাদ ঃ** প্রণয়কোপে বিবশা হয়ে অধরোষ্ঠ দংশন পরায়ণা কোন এক গোপী ভ্রুকুটি বিস্তার পূর্বক কটাক্ষনিক্ষেপে যেন তাড়না করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি বিন্যাস করলেন।

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা সতী ভ্রুকুটিমাবধ্য নির্দ্দিষ্টদশনচ্ছদা ভূত্বা কটাক্ষৈপৈর্ঘ্ন-ন্তীবৈক্ষতেত্যন্বয়ঃ। কটাক্ষেপৈঃ, কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ, সন্দষ্টেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। শৌরিমিতি প্রকরণাৎ। ঘ্নন্তীবেতি তস্যাপি ক্ষোভং ব্যজ্য তাভির্গৃহীতত্বেনৈব দাক্ষিণ্যমাত্রেণৈব চ স তত্র স্থিত ইতি ব্যজ্যতে। তথা বাম্যেন দূরস্থিতায়া অপি তস্যাঃ প্রেমসংরম্ভেত্যনেন তদীক্ষণে পরমসুখং দর্শিতম্। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্। বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥' ইতি অত্র বিব্বোকাখ্যানুভাবো দর্শিতঃ ; যথোক্তম্—'ইষ্টেহপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ' ইতি ; তথা ললিতাখ্যোহপি যথোক্তম্—'বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গাণাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদীরিতম্ ॥' ইয়ং প্রখরা সুসখ্যাত্যন্তস্বাধীনকান্তা বামা চ। জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** **একা ইত্যাদি**— এক গোপী প্রণয়কোপে বিহ্বল হয়ে ভ্রুকুটি ধারণ করে ওষ্ঠে দন্তাঘাত করতে করতে কটাক্ষ নিক্ষেপে যেন তাড়না করতে লাগলেন দয়িতকে। **কটাক্ষেপৈ**—কটাক্ষ নিক্ষেপের দ্বারা। পাঠ কোথাও কোথাও 'সন্দষ্ট' দেখা যায়। **শৌরি**—শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-প্রকাশক রাসলীলা-প্রকরণ এটি, কাজেই প্রকরণ থেকেই 'শৌরি' পদটির উদ্ভব হয়েছে। **ঘ্নন্তি ইব**— যেন তাড়না করতে করতে, এই 'তাড়না' পদে এই গোপীর ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। — অন্যান্য গোপীরা দক্ষিণা নায়িকার ভাব প্রকাশ করত আগ-বাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণের অধরামৃত গ্রহণ ও অঙ্গ স্পর্শাদি করলেন—কৃষ্ণ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর এই গোপী বাম্যভাব প্রকাশ করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁর প্রেমকোপ-কটাক্ষ-নিক্ষেপে কৃষ্ণের পরম সুখ হচ্ছিল, ইহাই দেখান হল। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"কোনও এক গোপী ভুরু বাঁকিয়ে ললাটফলকে কোপনভাব ফুটিয়ে তুলে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ পূর্বক নয়নমধুপে তাঁর মুখকমল পান করতে লাগলেন।" এখানে 'বিব্বোক' ও 'ললিত' নামক অনুভাব দেখান হয়েছে। শাস্ত্রোক্তি "গর্ব ও মান বশত ইষ্টে যে অনাদর তাকে বলে 'বিব্বোক'। আর যে অবস্থায় অঙ্গ সকলের বিন্যাসভঙ্গী ও ভ্রূবিলাস মনোহরা হয়ে উঠে তাকে 'ললিত' নামক অনুভাব বলা হয়।" এই গোপী সুসখ্যা, অত্যন্ত স্বাধীনকান্তা ও বামা (ইনি শ্রীরাধা)। জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রূবং কুটিলীকৃত্য সজ্যং ধনুঃ শরসংসক্তং প্রতান্যেবেত্যর্থঃ। প্রেমসংরম্ভেন প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা কটাঃ কটাক্ষাঃ শরাস্তেষাং ক্ষেপৈর্নিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং লক্ষ্যভূতং ঘ্নন্তীব ভোঃ কুহক-

৭। অপরাঽনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥

৭। **অন্বয় ঃ** সন্তঃ তচ্চরণং যথা [তচ্চরণং পুনঃ পুনঃ সেবমানা অপি ন তৃপ্যন্তি তদ্বৎ] অপরা [গোপী] অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং আপীতমপি (পরমপ্রীত্যা সম্যগ্ দৃষ্টমপি) তন্মখাম্বুজং জুষাণা (পুনঃ পুনঃ সেবমানা) নাতৃপ্যৎ (ন তৃপ্তা বভূব)।

৭। **মূলানুবাদ ঃ** অপর কোন গোপী পলকহীন দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলমাধুর্য বার বার প্রাণভরে আস্বাদন করেও তৃপ্তিলাভ করতে পারলেন না— যেমন না-কি ভক্তিনিষ্ঠ সাধুগণ কৃষ্ণের চরণ পুনঃ পুনঃ সেবা করেও তৃপ্তি লাভ করেন না।

শিরোমণে, স্বপ্রেমহালাহলং ত্বয়া ময়ি প্রযুজ্য সম্যক্তয়া সফলীকৃতং দেহান্নিঃসৃতপ্রায়ান্ দগ্ধুং কিং পুনরপি প্রত্যাসীদসি ? ত্বং সাধ্বেব পরিচিতোঽভূরিতি ব্যঞ্জয়ন্তী ঐক্ষ্যত। নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদেত্যঞ্জলিনা ধৃতস্য স্বাধরস্য দংশঃ কোপানুভাবঃ। ইয়ং মদীয়তাময়মধুস্নেহোত্থমান কোটিল্যবতী। বি^{0} ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ ভ্রুকুটিমাবধ্য**—ভ্রূযুগল কুটিল করত অর্থাৎ ভ্রূযুগল শরযোজিত ধনুর ছিলার মতো করত। **প্রেমসংরম্ভ**—প্রণয়কোপ বশে **বিহ্বলা**—বিবশা। **কটাক্ষেপৈঃ**— কটাক্ষরূপ শর নিক্ষেপে, **ঘ্নন্তীইব**—লক্ষ্যভূত কৃষ্ণকে যেন তাড়না করতে করতে—ওহে কুহক-শিরোমণে ! তুমি স্বপ্রেম হলাহল আমাতে প্রয়োগ করে, উহাকে সম্যক্ প্রকারে সফল করেছ— দেহ থেকে নিঃসৃতপ্রায় প্রাণ দগ্ধাবার জন্য পুনরায় কেন আর নিকটে এসেছ ? তোমাকে ভাল করেই চিনেছি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে 'ঐক্ষৎ' কটাক্ষ হানলেন। **সন্দষ্টদশনচ্ছদা**—নীচের ও উপরের ঠোটে দন্তাঘাত করতে করতে— অঞ্জলিদ্বারা আবৃত নিজ অধরের দংশন হল, কোপানুভাব। এই গোপী মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থ-মানকৌটিল্যবতী (শ্রীমতীরাধা)। বি^{0} ৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ^{0} তো^{0} টীকা ঃ** জুষাণা আস্বাদয়ন্তী, আপীতং সম্যগাস্বাদিতং, মাধুর্যমপীতি দৃশো রসনাত্বং মুখস্যাম্বুজতারূপকেণ তৎসৌন্দর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ রূপিতম্। দৃশো রসনাত্বরূপকেণ তু তন্মাধুর্য্যাসক্তির্দর্শিতা। শান্তাঃ— দাস্যভক্তিনিষ্ঠা ইতি সাক্ষাদ্দর্শনেঽপি তৃপ্ত্যভাবমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। বৈশিষ্ট্যন্তু তত্তদ্ভাব মাধুরীব্যঞ্জক-শ্রীমুখালম্বনতয়া বিজ্ঞেয় এব। ইয়ং সন্মুখদত্তদৃষ্টিত্বাৎ প্রখরা, স্বয়মেবাসৌ মাং মিলিষ্যতীতি স্বস্থান এব স্থিতত্বাৎ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ। জী^{0} ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ^{0} তো^{0} টীকানুবাদ ঃ** 'অপর কোন গোপী কৃষ্ণমুখকমলের মাধুর্য **জুষাণা**— বারংবার আস্বাদন করেও **নাতৃপ্যৎ**—তৃপ্তি লাভ করতে পারলেন না। — এখানে মুখের তুলনা কমলের সঙ্গে দেওয়ায় কৃষ্ণসৌন্দর্যের মাধুর্য প্রকাশ করা হল। আর নয়নের তুলনা জিহ্বার সহিত দেওয়ায় ঐ মাধুর্যে আসক্তি দর্শিত হল। শান্তদাস্যভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণচরণ বার বার সেবা করেও তৃপ্তি লাভ করেন না, তথা এই গোপী বারবার আস্বাদন করেও তৃপ্তি লাভ করলেন না। —সাক্ষাৎ দর্শনেও যে তৃপ্তির অভাব, এই অংশেই মাত্র এখানে শান্তদাস্য

ভক্তের দৃষ্টান্ত, সর্বতো ভাবে নয়—এই অংশেই মিল, আর বৈশিষ্ট্য তো কৃষ্ণের সেই সেই ভাবমাধুরী-প্রকাশক শ্রীমুখ-আলম্বনতা হেতু অবশ্য বিদ্যমান। সামনা-সামনি চেয়ে থাকা হেতু এই গোপী প্রখরা, আমার প্রিয়তম নিজেই এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে, এরূপ মনে করে স্বস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকা হেতু ইনি সুসখ্যা স্বাধীন-কান্তা ও বামা। ইনি শ্রীরাধাপক্ষপাতিনী শ্রীললিতা সখী। জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অনিমিষন্তীভ্যামানন্দজাড্যবশাদনিমীলন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং ভ্রমরীভ্যামিব তস্য মুখাম্বুজম্। যদ্বা, তৎ প্রসিদ্ধং পূর্ব্বস্যাঃ কটাক্ষশরজর্জরিতত্বাৎ সভয়চকিতব্যাকুলমনুতপ্তম্। আপীতং সম্যগাস্বাদিতমাধুর্য্যমপি পুনঃ পুনর্জ্জুষাণা আস্বাদয়ন্তীতি মুখাম্বুজস্য স্বভাবেনৈব মাধুর্য্যমপারং, তত্রাপি স্বাভীষ্টেন স্বযুথেশ্বরী কটাক্ষশরপ্রহারেণ সঙ্কোচত্রপাবিষাদদৈন্যাদিসঞ্চারিমিশ্রণাদ্বহুবিধমতি বর্দ্ধমানং তদানীমভূদতস্তত্র তৃষ্ণাধিক্যান্নাতৃপ্যৎ। সম্পূর্ণাংশেন দৃষ্টান্তাদর্শনাদেকাংশেন দৃষ্টান্তমাহ,—সন্ত ইতি। অত্র কটাক্ষশরপ্রহারিণ্যামেব কৃষ্ণস্য তদানীং সম্পূর্ণা দৃষ্টিঃ সম্পূর্ণং মনশ্চনত্বন্যস্যাং কস্যামপ্যেকাংশেনাপি। যত এব স্বস্মিংস্তস্যানবধান-মালক্ষ্য লজ্জানুদগমাৎ দৃগ্‌ভ্যামিতি সম্পূর্ণাভ্যামেব নেত্রাভ্যাং স্বচ্ছন্দেনৈব মুখমপশ্যদতঃ সর্ব্বতঃ সৌভাগ্যবতী কটাক্ষশরবর্ষিণ্যেব জ্ঞেয়। বি০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ অনিমিষৎ দৃগ্‌ভ্যাং**—আনন্দ জাড্যদশা হেতু পলকরহিত নয়নযুগলের দ্বারা। এই নয়নযুগল কমলমধু-আস্বাদন-মত্ত ভ্রমরীর মতো—এরূপ নয়নযুগলে কৃষ্ণমুখকমল আস্বাদন করেও তৃপ্তি লাভ করলেন না। অথবা, **তন্মুখাম্বুজম্**—পূর্বে ৬ শ্লোকে যার কথা বলা হয়েছে সেই শ্রীরাধার কটাক্ষশর-জর্জরিত হওয়া হেতু যা তৎকালে সভয়-চকিত, ব্যাকুল, অনুতপ্ত ও আস্বাদিত-মাধুর্য সেই মুখপদ্ম **জুষাণা**—বারবার আস্বাদন করেও তৃপ্তি লাভ করতে পারলেন না এই গোপী। শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম স্বভাবতঃই মাধুর্যসিন্ধু, এর মধ্যেও আবার স্বযূথেশ্বরীর স্বাভীষ্ট কটাক্ষশরপ্রহারে সঙ্কোচ-লজ্জা-বিষাদ-দৈন্যাদি সঞ্চারীভাবের মিশ্রণে তৎকালে ঐ সিন্ধু বহুবিধরূপে অতি বর্ধমান হল ; অতএব ঐ মুখপদ্ম-আস্বাদনে তৃষ্ণাধিক্য হেতু তৃপ্তি হল না। সম্পূর্ণ অংশে এর দৃষ্টান্ত না দেখা হেতু একাংশে দৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—**সন্ত ইতি**—দাস্যসখ্যভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণচরণ বার বার সেবা করেও তৃপ্তিলাভ করেন না, সেইরূপ এই গোপীও করলেন না।

এখানে বক্তব্য হচ্ছে, ৬ শ্লোকের কটাক্ষশরপ্রহারকারিণীতেই তখন কৃষ্ণের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও সম্পূর্ণ মন ছিল, অন্য কারুর প্রতিই কিন্তু একাংশেও ছিল না—সেই জন্যই এই ৭ শ্লোকের গোপীর নিজেতে কৃষ্ণের অনবধান লক্ষ্য করে লজ্জার উদয় না হওয়া হেতু 'দৃগ্‌ভ্যাম্' সম্পূর্ণ নেত্রযুগলে স্বচ্ছন্দেই কৃষ্ণমুখ দেখতে পারলেন। অতএব কটাক্ষ-শরবর্ষিণী শ্রীরাধাই সর্বতোভাবে সৌভাগ্যবতী, এরূপ বুঝতে হবে। বি০ ৭॥

৮। তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসম্প্লুতা॥

৮। **অন্বয়ঃ** কাচিৎ (গোপী) নেত্ররন্ধ্রেণ তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদি কৃত্য (হৃদয়ং নিত্বা) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য চ পশ্চাৎ) যোগীব নিমীল্য (নেত্রে মুদ্রিতে কৃত্বা পুলকাঙ্গী আনন্দসংপ্লুতা আস্তে।

৮। **মূলানুবাদঃ** কোন গোপী নেত্রদ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে নিয়ে এসে নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করত ভাবের পরবশতায় পুলকাঙ্গী হয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ যেন আছেন, এ অবস্থায় বিরাজমান হলেন যোগীর মতো আনন্দ নিমগ্না হয়ে।

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তং নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্যেতি তস্যা হৃদয়েতস্য স্বচ্ছোপাধৌ বিম্বস্যেব পরমাসক্তিঃ সূচিতা। ততঃ সাক্ষাদ্ভাবাল্লব্ধলজ্জয়া নেত্রে নিমীল্য ভাবপারবশ্যেন পুলকাঙ্গী সতী উপগুহ্যালিঙ্গনমনুকৃত্যাস্তে চিরং তথৈবাসীদিত্যর্থঃ। যোগীবেতি অন্তঃস্ফুর্ত্তৌ দৃষ্টান্তঃ; যদ্বা, যোগীতি ক্রিয়াবিশেষণং, যোগে যথা স্যাত্তদিবেত্যর্থঃ। ইয়ং লজ্জয়া মৃদ্বী, পূর্ব্বস্মাদ্ধেতোঃ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ; এবং সপ্তোক্তাঃ; অষ্টমী তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ॥' ইতি। প্রখরা সরলা চেয়ম্। অত্রেদং বিবেচনীয়ম্—রতাখ্যো ভাবস্তাবদুভয়বিধঃ; একঃ—আত্মনি তদীয়তা-ভাবনাময়ত্বেন কান্তপরাধীন্যদাক্ষিণ্যাদিময়, অন্যঃ—কান্তে মদীয়তাভাবনাময়ত্বেন পরাধীনকান্তত্ব-বামত্বাদিময়ঃ। তদেবং ভাবদ্বয়মিশ্রিততা-তারতম্যেনান্যেঽপি বিবিধভাবা বিভাব্যন্তে। তদেতন্নানাভাববতীনাং মধ্যে সজাতীয়-ভাবানাং সখ্যং স্যাৎ, রোচকত্বাৎ, বিজাতীয়-ভাবানাং প্রতিপক্ষতা স্যাৎ, অরোচকত্বাদেব; সজাতীয়ভাবানাং সৌহৃদ্যং স্যাৎ, যৎকিঞ্চিদ্রোচকত্বেন, হিতাশংসনমাত্রাৎ অতিমিশ্রত্বেনাতিসূক্ষ্মত্বেন বা, নাতিস্ফুটসজাতীয়াদিভেদভাবানাং তাটস্থ্যং স্যাৎ, অবধানহেতুত্বাভাবাৎ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়-কনিজনিজভাবমাত্রাভিরুচিমতীনাং তাসাং সখ্যাদ্যুদয়স্য তদেকমূলত্বমেবোচিতমিতি। তত্র তদীয়তামদীয়তাময়য়োর্মুখ্যয়োর্ভাবয়োরুত্তরঃ শ্রেয়ান্। মমতাধিক্যেন হি গম্ভীরপ্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি। তত এব তদ্বিবর্ত্তরূপবাম্যাপর-পর্য্যায়কৌটিল্যাভাসো জায়তে; 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ' ইতি ভরতন্যায়াৎ। অতএব কান্তোঽপি তদ্বশঃ স্যাৎ। তথা চ রুদ্রঃ—'বামতাদুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥' ইতি। যথা শ্রীহরিবংশে সত্যভামায়াং দৃশ্যতে—'রূপযৌবনসম্পন্না সৌভাগ্যেন চ গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশং গতা॥' ইতি। 'কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা। সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ॥' ইতি চ। অতএবার্দ্ধেনার্দ্ধেন প্রথমচতস্ৃণাং বর্ণনমুত্তরতিসৃণাং তু একৈনৈকেনেতি কবেরাদরোঽপি দৃশ্যতে। আসু তিসৃষু চৈকা ভ্রুকুটিমাবধ্যেত্যনেনে যা বর্ণিতা, সৈব শ্রেষ্ঠা ভাববৈশিষ্ট্যেন প্রথমত্বেন চোপন্যাসাৎ। তাদৃশ-সর্ব্ববিলক্ষণভাবশ্চ তস্যা এব স্বপরিত্যাগে স্যাৎ, যস্যাঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন স্বসঙ্গনীতায়াঃ সৌভাগ্যদানেন সর্ব্ব-বৈলক্ষণ্যং শ্রীভগবান্ স্বয়মাবিষ্কৃতবান্। তস্মাৎ সৈব সা ভবেৎ। অথ প্রথম চতসৃণাং প্রথমৈব জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ, অগ্রে স্থিতত্বাৎ, সর্ব্বা অতিক্রম্য প্রথমত এব কান্তস্পর্শাৎ দক্ষিণাসু সুমধুরেষ্টত্বাৎ। এষা চোত্তরবর্গ-প্রবরায়া বিজাতীয়ভাবেতি প্রাতিপক্ষিকী জ্ঞেয়া। অথানয়োর্বর্গবিচারঃ—তত্রোত্তরপ্রথমায়াঃ সখ্যৌ তদনন্তরে দ্বে, প্রথমপ্রথমায়াস্ত্বেকব্যবহিত-তৃতীয়াদিকে দ্বে, ভাবসাম্যাৎ ন তত্তদনুগততয়া বামদক্ষিণয়োঃ স্থিতেশ্চ, যা তু প্রথম-দ্বিতীয়া, সা খলু প্রথমগণান্তঃ প্রবিশ্য স্থিতাপি কিঞ্চিদ্ব্যবহিতত্বাত্তদতিক্রমি-চরিতত্বাচ্চ ন প্রথমায়াঃ সখী, 'পরাধীন-

কান্তম্মন্যতয়া কিঞ্চিৎসাদৃশ্যেনোত্তরায়াস্ত সুহৃৎ' ইতি জ্ঞেয়ম্। অথ যা বিষ্ণুপুরাণোক্তা, সা তু নাতিবিস্পষ্টভাবত্বা-দ্বর্গদ্বয়াপ্রবেশাচ্ছ্রীশুকেনাবর্ণনাচ্চ তটস্থৈব জ্ঞেয়া। অথ তাসাং নামবিচারঃ—তত্র ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশীপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে তন্নামানি, যথা—'গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥' ইতি। 'বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ। দশমীত্যপি নামৈকং তচ্চান্বর্থমিতি সর্ব্বান্তে পঠিতম্। যদ্বা, তথেতি দশম্যপি তারকানাম্ন্যেবেত্যর্থঃ। গোপালী চেয়ং নূনং পাদ্মোক্তগায়ত্রীচরী ভবেৎ, তথা স্কান্দ-প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরঃপ্রস্তাবে পুনরুদ্ধবাগমনে প্রিয়প্রাপ্তিবৎ প্রিয়দূতপ্রাপ্তাবপি স্বস্বভাবাভিব্যক্তেস্তত্তদ্ভাবোক্তিসহিতান্যেবাষ্টৌ নামানি নির্দ্দিষ্টানি। কিন্ত্বত্যন্ত-দুঃখ-ময়োক্তিত্বান্নৈতাদৃশ-রসাবসরে দৃশ্যানি কদাচিদ্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যাণীত্যনন্যগতিকত্বেনৈব লিক্ষ্যন্তে। যথা—'তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ললিতা ক্রোধ-মূর্চ্ছিতা। উদ্ধবং সাশ্রুনয়না সোবাচ রুদতী তদা॥ শ্রীললিতোবাচ—অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ শঠঃ ক্রূরজনপ্রিয়। মা কথাঃ পুরতোঽস্মাকং কথাস্তস্যাকৃতাত্মনঃ॥ ধিক্ ধিক্ পাপসমাচারো ধিগসৌ নিষ্ঠুরাশয়ঃ। হিত্বা যঃস্ত্রিজনান্ মূঢ়ো গতো দ্বারবতীং প্রতি॥ শ্রীশ্যামলোবাচ—কিন্তস্য মন্দভাগ্যস্য হ্যল্পপুণ্যস্য দুঃখদাঃ। মা কুরুধ্বং কথাঃ সখ্যঃ কথাঃ কথয়তা পরাঃ॥ শ্রীধন্যোবাচ—কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্য চ। যাতু তেন পথা পাপো যেন নয়াতি বৈ পুনঃ॥ শ্রীবিশাখোবাচ—ন শীলং ন কুলং যস্য জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ। হীনস্য পুরুষার্থেষু তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ॥ শ্রীরাধোবাচ—'পূতনাঘাতনে যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রী-হননে সাধ্ব্যঃ শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে॥ শ্রীশৈব্যোবাচ—সত্যং ব্রূহি মহাভাগ কিং করোতি যদূত্তমঃ। সংবৃতো নাগরস্ত্রীভিঃ কথাস্মাকং করোতি কিম্॥ শ্রীপদ্মোবাচ—কদোদ্ধব মহাবাহুর্নাগরী-জনবল্লভঃ। সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ॥ শ্রীভদ্রোবাচ—হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হা গোপীজনবল্লভ। সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ॥' ইতি। একে তু চন্দ্রাবলীমেবাষ্টানাং মধ্যে মন্যন্তে, ন তু ধন্যাং, তস্যা লোকেঽতিপ্রসিদ্ধেঃ। তত্র দশসংখ্যাকং মতং, নাত্রৈকার্থ্যং সমর্থয়তি, সংখ্যা-বৈষম্যাৎ। অষ্টসংখ্যাকয়োরপি মতয়োর্ধন্যাপক্ষো ন সংঘটয়িতুং শক্যতে, তত্র তৎসহিতত্বেন শ্রীললিতাদীনাং পঞ্চানাং বামপ্রখরপ্রায়ত্বাৎ। অত্র ত্বেকা ভ্রূকুটিমাবধ্যেতি তিসৃণামেবেতি চন্দ্রাবলীপক্ষস্তু সঙ্গম্যেত। তস্যা দক্ষিণাবর্গাগ্রিমত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাদ্বাম-দক্ষিণয়োর্দ্বয়োরপি বর্গয়োস্ত্রিসংখ্যকত্বেন ষট্‌ত্বে দ্বাভ্যাং শ্যামল-ভদ্রাভ্যাং চান্যাভ্যামষ্টতাপর্য্যাপ্তৌ সুঘটতা স্যাদিতি। তদেবং স্থিতে যা পুনরুত্তরবর্গপ্রথমা একা ভ্রূকুটীত্যাদি বর্ণিতা, সা পরমভাবসৌভাগ্যোপরিকাষ্ঠাপন্নত্বাচ্ছ্রীরাধৈব; 'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥' ইতি পাদ্মোক্তেঃ; 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মাৎস্য-স্কান্দাদিভ্যঃ। 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' ইতি বৃহদ্গৌতমীয়ে চ। 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু' ইতি ঋক্‌পরিশিষ্টে বর্ণিতা চ। সা তথৈব শ্রীজয়দেব-সহচরেণ মহারাজলক্ষ্মণসেন-মন্ত্রিবরেণো-মাপতিধরেণ। 'ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত,-জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিত-স্যাধ্বনি। গর্ব্বোদ্ভেদ-কৃতাবহেল-ললিতশ্রীভাজি রাধাননে, সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥' ইতি বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতৈরুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে। অতো গান্ধর্ব্বেতি যা শ্রীগোপালতাপন্যাং প্রসিদ্ধা, সাপি মুখ্যত্বলিঙ্গেনেয়মেবেতি মন্যন্তে। অস্যাঃ প্রহ্লাদসংহিতায়াং পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপেক্ষয়া বচনকৌশল্যান্মধ্যাত্বম্। অত্র চ কোপাবসরেঽপি লীলাবিশেষমাত্রব্যঞ্জিতপ্রাগল্‌ভ্যতয়া বাহুধারিণ্যাদ্যপেক্ষয়া

মধ্যাত্বমিতি চ সমানম্। অথ যা পরা 'অনিমিষৎ' ইত্যাদিনা তৎসখী বর্ণিতা, সা শ্রীললিতেত্যবগম্যতে, বাম্যপ্রাখর্য্যাভ্যাং সাম্যাৎ। সম্প্রতি নাতিবাম্যাদিকং তু নিজবরসখীনিশাত-দৃক্পাতঘাতজাত-তৎক্ষোভদর্শনেনাতি-সন্তোষাৎ। এষা চ রাধানুরাধা ইতি যা ভবিষ্যোত্তরপঠিতা, তদপরপর্য্যায়ৈব বা। তত্র চ, পাঠস্য নাম্নোশ্চ যুগ্মতাময়ত্বাবগতেরত্রাপি সমবর্গতা, প্রাপ্তসখীবৃন্দপ্রথমোক্তেমু‌র্খ্যতাপ্রাপ্তি-সাম্যাৎ। অথ 'তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ' ইত্যাদিবর্ণিতা তৎসখী তু প্রায়ঃ শ্রীবিশাখৈব, বাম্যমাদ'বাভ্যাং সাম্যাৎ। প্রহ্লাদসংহিতায়ামপি 'ন শীলম্' ইত্যাদিকং তদ্বাক্যং তাদৃশমেব। অথ যা প্রথমবর্গস্য প্রথমা, সা শ্রীচন্দ্রাবল্যেব, যতঃ শ্রীরাধয়া সহ প্রতি-যোগিতয়ৈতিহ্যমস্যা এব বিরাজতে। তথা চ শ্রীবিল্বমঙ্গলচরণাঃ—'রাধামোহনমন্দিরাদুপগতচন্দ্রাবলীমূচিবান্ রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী। কংস ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক দৃষ্টস্ত্বয়া, রাধা ক্কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরি পাতু বঃ॥' ইতি। অর্থসাম্যপ্রয়াদিয়ং ভাবস্যোত্তরখ্যাতা সোমাভৈব বা স্যাৎ, অথ 'যা তস্যা দ্বিতীয়া কাচিদ্দধার' ইত্যাদিনা শ্রীরাধাসুহৃদ্বর্ণিতা, সা শ্যামলা ভবেৎ, প্রহ্লাদসংহিতায়াং ললিতাদিগণে প্রবিশ্য হিতোপদেশদানেন তস্যাঃ সৌহৃদ্য-লক্ষণাবগতেঃ। সখীনাং সমদুঃখপ্রলাপিতা ভবতি, কিঞ্চিদ্ব্যন্তরিতসৈব তু হিতোপদেশদাতৃতা দৃশ্যত ইতি। ইয়মেব শ্রীমধ্বাচার্য্যৈর্ভাগবততাৎপর্য্যে দর্শিতা লীলাখ্যা ভবেৎ। অথ 'কাচিদঞ্জলিনা' ইতি, 'একা তদঙ্ঘ্রি'-ইতি বর্ণিতে যে চন্দ্রাবলীসখ্যৌ। তথা বিষ্ণুপুরাণে যাস্তটস্থা বর্ণিতাঃ, তাঃ ক্রমেণ শৈব্যা-পদ্মাভদ্রাঃ স্যুঃ। সেবকবদ্দৈন্যেন সঙ্গিগমিষয়া নাতিস্ফুটভাববিশেষত্বেন চ সাম্যাদিতি। 'মহানুভাবসংমত্যা যুক্তিপ্রায়ং ব্যলেখি যৎ। তত্র কৃষ্ণস্তদীয়াশ্চ মমানন্যগতের্গতিঃ॥ তা মদ্বর্ণ্যরহোলীলানাম্না সঙ্কোচমাপ্নুয়ুঃ। মুনিনৈবং হ্নুতাহ্বানাঃ ক্ষমন্তাং মম চাপলম্। জী' ৮॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ তং কাচিৎ ইত্যাদি**—কোনও গোপী কৃষ্ণকে নেত্র পথে হৃদয়ে নিয়ে এসে নেত্র মুদ্রিত করলেন—স্বচ্ছ আধার আয়নাদিতে যেমন বিম্ব সূর্যাদির পরমাসক্তি দেখা যায়, সেইরূপ এই গোপীহৃদয়ের প্রতি কৃষ্ণের পরম আসক্তি সূচিত হল এখানে। **নিমীল্য চ**—অতঃপর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে লজ্জায় চোখ বুঁজে **পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে**—ভাবের পরবশতায় পুলকাঙ্গী হয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ যেন আছেন এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকলেন—**যোগীব ইতি**—যোগীর মতো আনন্দ নিমগ্না হয়ে—ইহা অন্তস্ফূর্তিতে দৃষ্টান্ত। অথবা, 'যোগী' পদটি ক্রিয়া-বিশেষণ—যোগে যেরূপ হয় সেইরূপ নিমগ্না হলেন। এই গোপী লজ্জা-লক্ষণে 'মৃদ্বী'—[প্রখরতার অল্পতা কিন্তু একেবারে নেই যে, তা নয়—তাকে বলে 'মৃদ্বী'] আর পূর্বকারণে সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা ও বামা। এইরূপে এখানে সাত প্রকারের গোপীর কথা বলা হল। অষ্টম প্রকার গোপীর কথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হয়েছে—"কোনও গোপী গোবিন্দকে নিকটে আসতে দেখে পরমানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' গাইতে লাগলেন, আর কোন কথা মুখ দিয়ে বের হল না।" এই গোপী প্রখরা ও সরলা।

এ বিষয়ে এরূপ বিবেচনীয়—তাবৎ 'রতি' নামক ভাব দুই প্রকার। প্রথম প্রকার—'আমি কান্তের' এরূপ ভাবনায় কান্তের অধীনা দক্ষিণাদিময় [যিনি মানাতিশয়ে অসহা,

নায়কের প্রতি যুক্তিযুক্ত-বাদিনী এবং নায়কের সান্ত্বনা বাক্যে বশীভূত তিনিই দক্ষিণা] । দ্বিতীয় প্রকার—'কান্ত আমার' এরূপ ভাবনার আতিশয্যে কান্ত আমার অধীন এরূপ জ্ঞান-বিশিষ্ট ও [যিনি মান বিষয়ে সদা উত্তম করে থাকেন, মানশৈথিল্যে ক্রুদ্ধা, নায়কের অবশীভূতা এবং কঠোর-ভাষিণী, তিনিই বামা]। অতঃপর এইরূপ ভাবদ্বয়ের মিশ্রন হেতু তারতম্য বশতঃ বিবিধ ভাব হয়ে থাকে। অতঃপর এই নানাভাববতীদের মধ্যে সজাতীয় ভাববতীদের সখ্যতা হয়ে থাকে, তাঁদের মধ্যে পরস্পর রোচকভাব থাকা হেতু, আর বিজাতীয় ভাববতীদের প্রতিপক্ষতা হয়ে থাকে পরস্পর রোচক ভাব না থাকা হেতু। রোচক ভাব যৎসামান্য থাকলে সজাতীয় ভাববতীদের মধ্যে সৌহার্দ হয়ে থাকে। হিতাকাঙ্খী মাত্র হওয়া হেতু অতিমিশ্রতা বা অতিসূক্ষ্মতা থাকায়যাদের মধ্যে সজাতীয়াদি ভেদ-ভাব অতি স্পষ্ট নয় তারা উঁদাসীন হওয়া হেতু তটস্থা। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে নিজ নিজ ভাবমাত্রে অভিরুচিসম্পান্না গোপীদের মধ্যে সখ্যাদি ভাবের উৎপত্তিস্থান একমাত্র কৃষ্ণই, ইহাই উচিত। এখানে তদীয়তা-মদীয়তা, এই মুখ্যভাবদ্বয়ের মধ্যে পরপর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মদীয়তা ভাবই শ্রেষ্ঠ। 'কৃষ্ণ আমার' এই ভাবের মধ্যেই মমতার আধিক্য, আর এই মমতার আধিক্যেই গম্ভীর প্রেমপ্রবাহের আধিক্য হয়ে থাকে। অতঃপর এই প্রেমের পরিপাকরূপ 'বাম্য' ভাব জাত হয় গোপী-হৃদয়ে, এই বাম্যের অপর নাম কৌটিল্য-আভাস—"সাপের গতির মতো কুটিল অর্থাৎ আঁকা বাঁকা হল প্রেমের গতি।"—ভরত-ন্যায়। এই জন্যই কান্তও এই বাম্যভাবের বশ হয়ে থাকে। —এ বিষয়ে রুদ্র এরূপ বলছেন—"স্ত্রীদের বামতা, দুর্লভতা ও শাশুড়ি প্রভৃতির যা কিছু বাধা, তাই কামদেবের পরম অস্ত্র।" যা দেখা যায়—শ্রীহরিবংশে সত্যভামাতে—'রূপযৌবন সম্পান্না, সৌভাগ্যে গর্বিতা সত্যভামাদেবী শ্রীনারদের মুখে রুক্মিণী-দেবীর তাদৃশ সৌভাগ্যের কথা শুনেই ঈর্ষান্বিতা হলেন।" আরও "ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীদেবী কুটুম্বদের কর্ত্রী ছিলেন, আর সত্যভামাদেবী স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা এবং সৌভাগ্যে অধিকা ছিলেন।"

যেহেতু বামাদেরই প্রাধান্য, তাই প্রথমে ৪ ও ৫ শ্লোকের অর্ধ অর্ধ দিয়ে দক্ষিণা চার গোপীর কথা বলা হল। কিন্তু ৬, ৭, ৮ এক একটি পূর্ণ শ্লোকে তিন জন বামাগোপীর কথা বলা হল—এতে এই বামাদের প্রতি শ্রীশুকদেবের আদর বুঝা যাচ্ছে। আবার এই তিন শ্রেণীর বামার মধ্যে 'ভ্রূকুটিমাবাধ্য' (৬ শ্লোক) ইত্যাদি কথায় যাঁকে বর্ণন করা হয়েছে তিনিই শ্রেষ্ঠা ভাববৈশিষ্ট্য থাকা হেতু এঁর কথাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠা গোপীর তাদৃশ সর্ববিলক্ষণ ভাব কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁর পরিত্যাগেই অর্থাৎ বিরহেই উদয় হয়—সকল গোপীকে পরিত্যাগ করত সঙ্গে আনয়ন পূর্বক সৌভাগ্যদানে যাঁর সর্ববিলক্ষণতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্ আবিষ্কার করলেন, সেই তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা।

অতঃপর প্রথম চারজন দক্ষিণার মধ্যে ৪ শ্লোকের প্রথম চরণে যাঁর কথা বলা হল, তিনি জেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা—এই চার দক্ষিণার মধ্যে সর্বাগ্রে এঁর উল্লেখ থাকা হেতু, সকলকে অতিক্রম করত প্রথমে কান্তকে স্পর্শ করা হেতু এবং দক্ষিণা নায়িকাদের মধ্যে ইনি সুমধুর লীলাময়ী হওয়া হেতু। পরবর্তী (৬—৮) শ্লোকের শ্রেষ্ঠজাতীয়া শ্রীমতী রাধাদি নায়িকাদের থেকে এই দক্ষিণাদের বিজাতীয় ভাব, তাই এদের বলা হয় বিপক্ষীয়া-সখী।

অতঃপর এঁদের যূথ সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে—ব্রজগোপীদের মধ্যে কেঁউ শ্রীরাধার কেঁউ শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী। যাঁদের বামা রাধার সহিত ভাবের সমতা তাঁরা রাধার সখী আর যাঁদের দক্ষিণা চন্দ্রাবলীর সহিত সমতা তারা চন্দ্রাবলীর সখী—এইরূপে ব্রজগোপীরা দুই যুথে বিভক্ত—এখানে পরবর্তী (৬, ৭, ৮) শ্লোকে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬ শ্লোকস্থ প্রথম জন হলেন শ্রীমতী রাধা—এরই পরের (৭, ৮) শ্লোকে যথাক্রমে বলা হয়েছে, এই শ্রীরাধারই দুই সখী ললিতা ও বিশাখার কথা। ৪ শ্লোকস্থ প্রথমচরণে সর্বপ্রথম দক্ষিণা শ্রীচন্দ্রাবলীর কথা বলে তার অব্যবহিত পরেই যাঁর কথা বলা হল, তিনি ভাবসাম্যে রাধার গণ শ্যামা নামক সখী। ভাবের অসমতা হেতু ইনি চন্দ্রাবলীর গণের মধ্যে গণ্য হতে পারেন না, কাজেই এঁকে বাদ দিয়ে পরবর্তী ৫ শ্লোকে পরপর যে দুজনের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ভাবসাম্যে দক্ষিণা নায়িকা শ্রীচন্দ্রাবলীর গণ শৈব্যা ও পদ্মা। এঁদের মধ্যে সখীত্বে কারণ—ভাবের সমতা, আনুগত্য ও বাম-দক্ষিণে স্থিতি।

অতঃপর যাঁদের কথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, সেই অষ্টমী ভদ্রাদের তটস্থা বলে জানতে হবে, কারণ এঁরা অতি বিশেষ স্পষ্ট ভাববতী না হওয়ায় এঁদের বামা-দক্ষিণা গণদ্বয়ে প্রবেশ নেই এবং শ্রীশুকদেব এদের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি তাঁর শ্লোকে।

অতঃপর এই গোপীদের কি নাম, তাই বিচার করা হচ্ছে—ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সম্বাদে এঁদের নাম এরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! প্রধান প্রধান গোপীদের নাম শ্রবণ করুন—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধ্যাননিষ্ঠিকা (ধনিষ্ঠা), রাধা, অনুরাধা, সোমা ও আভা (বা সোমাভা), তারকা ও দশমী।" পাঠ কোথাও কোথাও 'বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা'। 'দশমী'ও একটি নাম, আর এই নাম ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুগত বলে সকলের শেষে এর পাঠ। অথবা, 'তারকা তথা দশমী' অর্থাৎ তারকারই আর একটি নাম দশমী। মনে হয় এখানকার এই 'গোপালী' পদ্মপুরাণোক্ত 'গায়ত্রীচরী' হবে।

স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকমাহাত্ম্যে মায়াসরোবর-প্রস্তাবের মধ্যে উদ্ধবের পুনরায় আগমন হলে প্রিয়কৃষ্ণ-প্রাপ্তিবৎ প্রিয়দূত-প্রাপ্তিতেও নিজনিজস্বভাবের অভিব্যক্তি হেতু

সেই সেই ভাবোক্তির সহিত অন্য আটটি গোপীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেই সেই উক্তি অত্যন্ত দুঃখময় হওয়া হেতু রাসের মত রসাবসরে উহা দ্রষ্টব্য নয়। তথাপি কদাচিৎ বিচারের ফাঁকে উহার অপেক্ষা করতেই হয়—অতএব এখানে অনন্যগতি হয়ে পড়ায় লিখতেই হচ্ছে, যথা—"শ্রীউদ্ধবের সেই কথা শুনে ললিতা ক্রোধে মোহ প্রাপ্ত হয়ে সজল নয়নে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে মিথ্যাবাদী-উন্মার্গগামী-শঠ-ক্রূর জনের প্রিয় উদ্ধব! তুমি বৃথা আমাদের সামনে তাঁর কথা তুলো না। ধিক্ আমাদিকে, ধিক্ পাপ সমাচার, ধিক্ সেই নিষ্ঠুর আশয় কৃষ্ণের। সে নিজ মূঢ় স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করত দ্বারকায় চলে গিয়েছে ॥ শ্রীশ্যামলা বললেন—কিন্তু হে সখীগণ, তোমরা পাপী মন্দভাগ্য অল্পপুণ্য সেই কৃষ্ণের কথা একদম বলবে না। অন্যকথা বল ॥ শ্রীধন্যা বললেন—দুষ্ট-জনের এই দূতকে কে এখানে নিয়ে এল? এই পাপ এখন সেই চথে চলে যাক্, যে পথে গেলে আর ফিরে আসা যায় না ॥ শ্রীবিশাখা বললেন—শীল-কুল-জন্ম-কর্ম যার জানা নেই, যে পুরুষার্থ বিষয়েও হীন, সেই ব্যক্তির সঙ্গ নিরর্থক ॥ শ্রীরাধা বললেন—পূতনা-বধ-বিষয়ে পাপ-ভয় হয়নি যার, হে সাধ্বীগণ! সেই তার স্ত্রীবধ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও শঙ্কা থাকবার কথা নয়। শ্রীশৈব্যা বললেন—হে মহাভাগ! সত্যকথা বলুন তো, যদূত্তম কৃষ্ণ নাগরীগণে পরিবৃত হয়ে কি করছেন, আমাদের কথা বলেন কি? শ্রীপদ্মা বললেন—হে উদ্ধব! বলুন তো মহাবাহু নাগরীজনবল্লভ কমললোচন কৃষ্ণ কবে এখানে ফিরে আসবেন? শ্রীভদ্রা বললেন—হা গোপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! হা গোপীজনবল্লভ! হা মহাবাহো! এই গোপীদের সংসার সাগর থেকে উদ্ধার কর।

অনেকে কিন্তু চন্দ্রাবলীকেই অষ্টসখীর মধ্যে গণনা করেন, ধন্যাকে নয়—কারণ চন্দ্রাবলীরই লোকে অতি প্রসিদ্ধি। এ সম্বন্ধে পূর্বে ভবিষ্যোত্তরে সখীদের দশ সংখ্যা বলা হয়েছে, আর এখানে বলা হল আট সংখ্যা, কাজেই সংখ্যার বৈষম্য হয়ে যাচ্ছে—অতএব দুইটি মত একার্থ প্রতিপাদক নয়। আবার স্কন্দপুরাণের অষ্টসখী মতের মধ্যে যে, পুনরায় দ্বিমত, তার ধন্যাপক্ষ হতে পারে না, কারণ ধন্যার সহিত একই পর্যায়ে অন্য সাতজনকে ধরলে ললিতাদি পাঁচজন বামা-প্রখরা-প্রায় স্বভাবের হয়ে পড়ে। চন্দ্রাবলী পক্ষে বিচার ঃ মূলের ৬ থেকে ৮ এই তিন শ্লোকে শ্রীরাধাদি তিনজন বামার কথা বলা হয়েছে—আর ৪-৫ শ্লোকে দক্ষিণা নায়িকাদের প্রধানা শ্রীচন্দ্রাবলীর কথা প্রথমে বলে ৫ শ্লোকে দুজন দক্ষিণার কথা বলায় এরাও তিনজন হলেন—এইরূপে বামা-দক্ষিণা মিলে ছয় সংখ্যা দাঁড়াল। এদের সহিত বামা শ্রীরাধার যূথগত ৪ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের শ্যামা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত তটস্থা ভদ্রাকে ধরে গণনায় অষ্টসখী অনায়াসে এসে যাচ্ছে। কাজেই চন্দ্রাবলী পক্ষই সঙ্গত।

সিদ্ধান্ত এরূপ দাঁড়ালে ৬ শ্লোকে পরবর্তী বামা যূথের প্রথমে যাঁর কথা ‘একা ভ্রুকুটি’ ইত্যাদি বাক্যে বলা হয়েছে তিনি পরসৌভাগ্যের চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হওয়া হেতু শ্রীরাধা। —“রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয় তেমনই প্রিয় তাঁর কুণ্ড। সর্বগোপীর মধ্যে তিনিই প্রধানা ও কৃষ্ণের প্রিয়তমা।”—পদ্মোক্ত। মাৎস্য-স্কান্দাদি পুরাণেও কথিত আছে “রাধা বৃন্দাবনে বনে”। বৃহৎগৌতমীয়ে বর্ণিত আছে—“দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী পরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিময়ী সম্মোহিনী পরমেশ্বরী।” ঋক্ পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে—“রাধার সহিত লীলাময় মাধব ও মাধবের সহিতই রাধা এই ভুবনে দীপ্তি পাচ্ছেন।” মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যিনি প্রধানমন্ত্রী, শ্রীজয়দেব-সহচর সেই উমাপতিধরও শ্রীরাধাকে এরূপ বর্ণন করেছেন—“পথিমধ্যে কোনও রমণীর ভ্রূলতার বলনীদ্বারা, কোনও রমণীর বিস্ফারিত নয়নপাতদ্বারা, কোনও রমণীর স্মিত-জ্যোৎস্না বিচ্ছুরণদ্বারা নিভৃতে সমাদৃত কংসদ্বেষি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গর্বোদ্ভেদ-কৃতাবহেল-ললিত শোভায় উজ্জ্বল রাধাননে সাতঙ্ক অনুনয়ের সহিত বারবার পতিত হতে থাকল।” শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বাক্য এরূপ আছে,—“আমার কনিষ্ঠ ভাই মহাভাগবত শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে এসব কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।” সুতরাং ‘গান্ধর্বা’ নামে যিনি গোপালতাপনীতে প্রসিদ্ধ তিনি মুখ্যতা লক্ষণে শ্রীরাধাই, ইহা মানতেই হবে। প্রহ্লাদসংহিতায় পূর্বে পূর্বে যেসব নায়িকার কথা বলা আছে, তার থেকে বচনকৌশলে এই শ্রীরাধার মধ্যাত্বই প্রকাশিত। শ্রীমদ্ভাগবতের এই ৬ শ্লোকেও কোপ-অবসরেও লীলাবিশেষমাত্রে যে প্রাগল্‌ভতা প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা পূর্বের বাহুধারিণী প্রভৃতি নায়িকাদের অপেক্ষা এঁর মধ্যাত্বই প্রমাণিত হচ্ছে। —এরূপে দেখা যাচ্ছে, উভয়স্থানে সিদ্ধান্ত সমান। —[যে যূথেশ্বরীতে প্রাখর্য ও মৃদুতা সমানভাবে আছে, যাঁর মধ্যে মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার ভাবাবলি মিশ্রিত আছে, তাঁকেই ‘মধ্যা’ বলা হয়]।

অতঃপর ৭ শ্লোকে ‘অপরানিমিষৎ’ ইত্যাদি বাক্যে রাধার যে সখীর কথা বলা হয়েছে. তিনি শ্রীললিতা— এরূপ বুঝা যাচ্ছে, প্রাখর্য ও মৃদুতা সমানভাবে প্রকাশ পাওয়ায়। এই শ্লোকে যে ললিতার অতি বাম্যাদি ভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না, তা নিজ মুখ্যা সখীর শাণিত দৃক্‌পাতে কৃষ্ণের ক্ষোভ দর্শণ হেতু চিত্তের সন্তোষ। এই ললিতাকে ভবিষ্যোত্তরে অনুরাধা, এরূপ অপর নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যোত্তরে রাধা ও অনুরাধা নাম দুটি ‘রাধানুরাধা’, এরূপে যুগলবন্দী করে বলাতে বুঝা যাচ্ছে, এঁরা দুজন সমবর্গের নায়িকা। এই সমবর্গতা প্রাপ্ত সখীদের মধ্যে এখানে প্রথমে যাঁর কথা বলা হয়েছে, সেই রাধাই মুখ্যা—শ্রীমদ্ভাগবতেও ৬ / ৭ শ্লোকে উক্ত রাধা-ললিতার মধ্যে শ্রীরাধাকেই মুখ্যা বলা হয়েছে—কাজেই এবিষয়ে শ্রীভাগবত ও ভবিষোত্তরের মতের তুল্যতা আছে।

অতঃপর ৮ শ্লোকে 'তংকাচিন্নেত্ররন্ধ্রেন' ইত্যাদি বাক্যে যাঁর কথা বলা হয়েছে, তিনি শ্রীরাধাসখী বিশাখা, কারণ বামাভাব ও মৃত্বতায় শ্রীরাধার সহিত মিল দেখা যাচ্ছে। প্রহ্লাদসংহিতার 'ন শীলং' ইত্যাদি বাক্যও এই শ্লোকবাক্য অনুরূপই।

অতঃপর ৪ শ্লোকে প্রথম দলের প্রথমে যার কথা বলা হয়েছে, তিনি চন্দ্রাবলীই হবেন, যেহেতু শ্রীরাধার সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁরই ঐতিহ্য রয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রীবিল্ব-মঙ্গলচরণের শ্লোক—"শ্রীকৃষ্ণ রাধার মোহনমন্দির থেকে চন্দ্রাবলীর মন্দিরে এসে তাঁকে বললেন—রাধে! তোমার মঙ্গল তো? কৃষ্ণের এই ভুল সম্বোধন শুনে চন্দ্রাবলী বললেন—হ্যাঁ। কংসের মঙ্গল। একথা শুনে কৃষ্ণ বললেন—ওহে বিমুগ্ধ হৃদয়ে! এখানে কংসকে কোথায় দেখলে? চন্দ্রাবলী এ কথার উত্তরে বললেন,—তুমিই বা এখানে রাধাকে কোথায় দেখলে? চন্দ্রাবলীর এই কথায় কৃষ্ণ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মৃত্বমধুর হাসতে হাসতে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মাধুর্যমূর্তি কৃষ্ণ আমাদিকে পালন করুন"। অর্থসাম্যে ইনি ভবিষ্যোত্তরে প্রসিদ্ধ সোমাভা।

অতঃপর ৪ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'কচিদ্দধার' ইত্যাদি বাক্যে যাঁর কথা বলা হয়েছে, তিনি শ্রীরাধাসুহৃৎ শ্যামা। এঁর এই সৌহৃদ্য-লক্ষণ জানা যায়, প্রহ্লাদসংহিতায় ললিতাদি-গণে প্রবেশ করে যে হিতোপদেশ দান করেছেন, তার থেকে। একইভাবে ভাবিত সখীগণ সমত্বঃখে ত্বঃখী হয়ে প্রলাপাচারী হয়, কিন্তু ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে তাঁদের হিতোপদেশদায়ী হতে দেখা যায়। গোপীদের এই নানা ভাবোদ্গার ভঙ্গীকে শ্রীমধ্বাচার্য তাঁর ভাগবত-তাৎপর্যে 'লীলা' বলেছেন।

অতঃপর ৫ শ্লোকে প্রথমচরণে 'কাচিদঞ্জলিনা' ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়চরণে 'একাতদঙ্ঘ্রি' ইত্যাদি বাক্যে যে ত্বজনের কথা বলা হল, তাঁরা চন্দ্রাবলীর সখী। তথা বিষ্ণুপুরাণে যাঁদিকে তটস্থা বলা হয়েছে, তাঁরা যথাক্রমে শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা—সেবকের ন্যায় দীনতার সহিত সঙ্গমেচ্ছা এবং অনতিস্ফুট ভাববিশেষে এঁদের 'তটস্থা' লক্ষণের সহিত মিল থাকা হেতু।

মহামুনি শ্রীশুকদেব অপহ্নুতি অলঙ্কারে শ্লোকগুলি বললেন গোপনীয় কথা আড়ালে রেখে। আমি সেই মহানুভবের সম্মতি অনুসারে যুক্তিমত সেই গোপনীয় রহোলীলা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করে বললাম; এতে আমি সঙ্কুচিত হচ্ছি—হে কৃষ্ণ, হে তদীয় প্রিয়াগণ! এই অনন্যগতি জনের আশ্রয় আপনারা কৃপা করে আমার চপলতা ক্ষমা করুন॥ জী° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা:** হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেতি ভাগ্যান্মিলিতোহয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্মাপসরত্বিতি চ বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। নিসীল্য চেতি পুনর্নেত্ররন্ধ্রৈনৈব নিঃসরেদিতি শঙ্কয়েতি ভাবঃ। পুলকাঙ্গীতি নির্ব্বিঘ্নসম্ভোগ-প্রাপ্তিবুদ্ধ্যা। উপগুহ্যাস্তে ইতি স্বকর্ত্তৃকোপগূহনং মহাবিরহোত্তরকালপ্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন ধৈর্য্যাপগমাৎ, তত্র

দৃষ্টলোকাভাবাল্লজ্জানুৎপত্তেশ্চ। তিস্র এবৈতাঃ কান্তপার্শ্বং প্রত্যগমনাদ্বামা অস্মানেবায়মাগম্য মিলতু নতু বয়মিমং গত্বা কদাচিদপি মিলাম ইতি মদীয়তাময়-মধুরস্নেহবত্ত্বাৎ সুসখ্যাঃ স্ববশীকৃতকান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। তত্র তিসৃষু মধ্যে প্রথমা সর্ব্বগোপীজনাধিকা যুথেশ্বরী, দ্বিতীয়া-তৃতীয়ে তস্যাঃ সখ্যৌ। এবং সপ্তানামাসাং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী দৃষ্ট্যৈব চন্দ্রাবলী শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা শ্রীরাধা ললিতা বিশাখা ইতি ক্রমেণ নামান্যবগতানি, অষ্টমী তু,—"কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ" ইতি। বিষ্ণুপুরাণদৃষ্টা ভদ্রানাম্নী জ্ঞেয়া। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃতস্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতা দ্বারকামাহাত্ম্যবিখ্যাতাভিখ্যা এতা অষ্টাবেব ত্রিশতকোটিগোপীষু মুখ্যা জ্ঞেয়াঃ। আসু তারতম্য জিজ্ঞাসা চেদুজ্জ্বলনীলমণির্দ্রষ্টব্যঃ। সর্ব্বমুখ্যা তু শ্রীরাধৈব,—যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ইতি। পাদ্মোক্তেঃ। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকাঃ পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বাকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে" ইতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেঃ। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইতি ঋক্ পরিশিষ্টোক্তেশ্চ জ্ঞেয়া। বি° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ হৃদিকৃত্বা**—হৃদয়ে নিয়ে,—এই কান্ত চঞ্চল, ভাগ্যবশে মিলেছে, আবার চলে যাবে, এরূপ বুদ্ধিতে হৃদয়ে ভরে নিলেন, এরূপ ভাব। **নিম্মিল্যচ**—পুনরায় নেত্র-রন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এ ভয়ে নেত্র নিমিলিত করলেন। **পুলকাঙ্গী**—রোমাঞ্চিত কলেবরা হলেন, নির্বিঘ্ন সম্ভোগপ্রাপ্তি বুদ্ধিতে। **উপগুহ্যাস্তে**—নিজকর্তৃক আলিঙ্গন অর্থাৎ নিজ বাহুতে জরিয়ে কৃষ্ণকে বুকে স্থাপনের ভঙ্গীতে বিরাজিত হলেন, দীর্ঘকালের বিরহ অবসানে তৃষ্ণাধিক্যে ধৈর্য্য চলে যাওয়া হেতু, আর সে স্থানে দেখে ফেলবার মতো কোনও লোকের অভাব থাকায় লজ্জার অনুদয় হেতু।

৬/৭/৮ শ্লোকে যে তিনজনের কথা বলা হল এঁরা কান্তপার্শ্বে না যাওয়ায় বুঝা যাচ্ছে এঁরা বামা। এদের মনোভাব—এ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নিকটে এসে মিলুক বা না-মিলুক, ওর কাছে গিয়ে আমরা কখনোই মিলব না। এরূপ মনোভাব থেকে বুঝা যায়, এই তিনজন মদীয়তাময় মধুস্নেহবতী হওয়ার দরুণ সুসখ্যা স্ববশীকৃত কান্তা নায়িকা। এই তিনজনের মধ্যে ৬ শ্লোকের প্রথম জন সর্বগোপীজন শ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী শ্রীমতী রাধা। ৭-৮শ্লোকস্থ দ্বিতীয় তৃতীয় জন এই শ্রীরাধার সখী। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অনুসারে ৪-৮শ্লোকস্থ এই ৭ জনের নাম ক্রমানুসারে এরূপ জানা যাচ্ছে, যথা চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা। ভদ্রা নামক অষ্টম সখীকে শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের এই শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে, যথা—"কোনও এক সখী গোবিন্দকে আসতে দেখে অতিশয় আনন্দিত হয়ে শুধুমাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এরূপ গাইতে লাগলেন, আর কিছু বলতে পারলেন না"। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ধৃত স্কান্দপুরাণে প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে বিখ্যাত এই আট জনই তিনশত কোটী গোপীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এদের মধ্যে তারতম্য জানতে ইচ্ছা হলে উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য। সর্বমুখ্যা তো শ্রীরাধাই। —"রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, সেইরূপ তাঁর কুণ্ডও প্রিয়। সর্বগোপীর মধ্যে তিনিই অদ্বিতীয়া—কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়"—পাদ্মের বচন।

৯। সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥

৯। **অন্বয়ঃ** জনাঃ (মুমুক্ষবো লোকাঃ) প্রাজ্ঞং (ঈশ্বরং ভগবদভক্তং বা) প্রাপ্য যদা (সংসার তাপং জহতি তদ্বৎ) কেশবালোকপরমোৎসবনিবৃতাঃ তা সর্ব্বাঃ বিরহজং তাপং জহুঃ।

৯। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে ৮জন মূখ্যার কথা বলবার পর এখন অন্যান্য গোপীদের কথা বলা হচ্ছে—

সংসারতাপে সন্তপ্ত জন যেমন পরমভাগবতকে প্রাপ্ত হয়ে তাপ পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে, সেইরূপ অন্যান্য গোপীগণ কেশবের ঈষৎ দর্শনে পরমানন্দে মত্ত হয়ে কৃষ্ণবিরহ-তাপ পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন।

—"শ্রীমতী রাধা দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী, কৃষ্ণময়ী, সর্বপূজ্যা পরমদেবতা, সর্বলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছাপূরণকারিণী, কৃষ্ণের মনোমোহিনী ও কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি—কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদা" —বৃহৎগৌতমীয় বচন। —"রাধার সহিত মাধব, আর মাধবের সহিত রাধা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন এই জগতে।" —ঋক্‌পরিশিষ্ট বচন। বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** নন্বন্যাসাং কা বার্ত্তা? তত্রাহ—সর্ব্বা ইতি। 'তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৪৮) ইত্যত্রৈবাত্র চ কেশাঃ সুন্দরাঃ সন্ত্যস্যেতি কেশবঃ, 'তাসাং আবিরভূৎ' ইত্যাদ্যুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়ো বঃ; কেশব-শব্দঃ পরমতেজোনিধানতাপরঃ। ততশ্চ তদানীং যথা তস্যান্তর্দ্ধানং, তাসাং তেজোঽন্তর্দ্ধাপনং, তথা সম্প্রতি আবির্ভাবেন তদাবির্ভাবঃ সঞ্জাত ইতি ভাবঃ। তস্যালোক এব পরমানন্দপ্রদত্বাৎ পরমোৎসবস্তেন নির্বৃতাঃ প্রাপ্তদুঃখনিবর্ত্তকসুখাঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—প্রাজ্ঞমিতি। সুষুপ্তাববিস্থায়া ইব পুনঃ পরিত্যাগশঙ্কায়া নিগূঢ়স্থিতেঃ; যদ্বা, প্রাজ্ঞঃ পরমভাগবতস্তং প্রাপ্য জনা যথেতি এবমপ্যারম্ভ এব দৃষ্টান্তো ন সম্যক্‌সিদ্ধৌ পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ। জী° ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** তিনশত কোটি গোপীর মধ্যে ৮ জন মুখ্যার কথা পূর্বপূর্ব শ্লোকে বলা হল, আচ্ছা এই ৮ জন বাদে অন্য যাঁরা রইলেন তাঁদের কি সমাচার? এরই উত্তরে সর্বা ইতি অন্য সকলে কেশবকে ঈষৎ দর্শন মাত্র পরমানন্দ মত্তা হলেন। **কেশবঃ**—এই 'কেশব' নামটি পূর্বে রাসের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে (শ্রী ভা° ১০।২৯।৪৮) একবার বলা হয়েছে, পরম দীপ্তিমান অর্থে, যথা "শ্রীরাধার মান ও অন্য গোপীদের সৌভাগ্যগর্বদেখে কেশব অন্তর্হিত হলেন"। ৯ শ্লোকে 'কেশব' শব্দটি প্রয়োগ হল, কেশসৌন্দর্যের আতিশয্যকে লক্ষ্য করে। —অধ্যায় আরম্ভে "তাসাং আবিরভূৎ" শ্লোকের অভিপ্রায় হল কৃষ্ণের ভুবন-ভোলানো রূপের কথা বলা—সেই অনুসারেই এই শ্লোকে কেশ-সৌন্দর্যের আতিশয্যের কথা বলতে গিয়েই প্রশংসায় (মতু) আতিশয্য অর্থীয় 'বঃ' শব্দের প্রয়োগে বলা হল 'কেশব'। আরও 'কেশব' শব্দটি পরম তেজের আধারতাপর; কাজেই

১০। তাভির্ব্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥

১০। **অন্বয়ঃ** তাত! (হে পরীক্ষিৎ!) পুরুষঃ (ঈশ্বর স যথা ভগবদ্রূপেণ) শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ স্বরূপশক্তিভিঃ বৃত এব অধিকং বিরোচতে ন তু ব্রহ্মরূপেণ, তাভিরাবৃত ইতিতথা) বিধূত শোকাভিঃ তাভিঃ (গোপীভিঃ) বৃত্তঃ (আবৃত্তঃ) ভগবান্ অচ্যুতঃ অধিকং ব্যরোচত (বিশেষেণ অশোভত)।

১০। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর গর্বমান ত্যাগান্তে তাঁরা সকলে একসঙ্গে কৃষ্ণের পিছু পিছু চললেন—গোপীপরিবেষ্টিত কৃষ্ণের অপূর্ব্ব শোভা হল, সেই কথা বলা হচ্ছে—

হে তাত পরীক্ষিৎ! ঈশ্বর যেমন ভগবৎরূপে স্বরূপশক্তি সমন্বিত হয়েই অধিক শোভা পায়, সেইরূপ কৃষ্ণ অসীম ও চ্যুতিরহিত হয়েও বিরহশোক বিমুক্তা গোপীগণে পরিবৃত হয়ে অধিক শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

পূর্বের (১০।২৯।৪৮) শ্লোকের 'কেশব' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কেশবের অন্তর্ধানে গোপীদের সম্মুখ থেকে তেজের অন্তর্ধান হল, সেইরূপ এখন তাঁর আবির্ভাবে তাঁদের মধ্যে তেজ সঞ্জাত হল, এরূপ বুঝতে হবে। কৃষ্ণের দর্শনই পরমানন্দ প্রদ হওয়া হেতু গোপীদের পরমোৎসব হল, এর দ্বারা **নির্বৃ তাঃ**—প্রাপ্ত হলেন দুঃখনিবর্তক অনন্ত সুখ এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল **প্রাজ্ঞম্ ইতি**—সংসার-সন্তপ্ত জনগণ যেমন 'প্রাজ্ঞম্' পরম ভাগবতকে লাভ করত সংসার-তাপ পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে, সেইরূপ নির্বৃতা অন্যান্য গোপীগণ। অথবা, যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতেও জীব সংসার-তাপ একবারে ত্যাগ করতে পারে না, ত্যাগ আরম্ভ হয় মাত্র, সেইরূপ এই গোপীগণ বিরহতাপ-ত্যাগ আরম্ভ করলেন মাত্র, একেবারে ত্যাগ করতে পারলেন না, কৃষ্ণ যদি পুনরায় পালিয়ে যায়, এই আশঙ্কায়। উভয়বিধ ব্যাখ্যাতেই তাপত্যাগের আরম্ভ-অংশেই দৃষ্টান্ত, সম্যক ত্যাগ সম্বন্ধে নয়। জী° ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং জনাঃ সংসারতপ্তাঃ। "গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্না যথাচ্যুতজনাগমে" ইতি প্রাবৃড়্বর্ণনোক্তেঃ। বি° ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** প্রাজ্ঞঃ—পরমভাগবত। জনাঃ—সংসারতপ্তজন। (শ্রীভা° ১০।২০।২০) শ্লোকে বর্ষাবর্ণনে বলা হয়েছে "বৈষ্ণব গৃহস্থগণ যেমন পরমভাগবতের আগমনে আনন্দে মত্ত হয়ে থাকে" প্রস্তুত শ্লোকের দৃষ্টান্ত এই (১০।২০।২০) শ্লোকের অনুরূপই—অর্থ এরূপ, যথা পরমভাগবত সমাগমে সংসার তপ্ত জনেরা যেমন আনন্দ মত্ত হয় সেইরূপ গোপীগণ কৃষ্ণ-সমাগমে হলেন। বি° ৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততো মদমানৌ পরিত্যজ্য সর্ব্বা মিলিত্বৈব তদনুগতা বভূবুস্তাভিঃ শ্রীভগবতোহপি পরমশোভাবির্ভাবো জাত ইত্যাহ—তাভিরিতি ত্রিকেণ। বিধূতেত্যত্র কারণবিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—'ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ। নিন্যেহনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধব॥' ইতি।

ভগবান্ সর্ব্বসম্পূর্ণোঽপি অচ্যুতঃ তত্র কথঞ্চিৎচ্যুতিরহিতোঽপি অধিকং পূর্বপূর্বতঃ প্রকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা তাভির্বিশেষেণারোচত, তাদৃশস্যাপি তাভিস্তাদৃশত্বে তদাবির্ভাববিশেষ এব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—পুরুষ ঈশ্বরঃ। স যথা ভগবদ্রূপেণ শক্তিভিঃ ঐশ্বর্য্যাদিময়-স্বরূপশক্তিভির্বৃতঃ এবাধিকং বিরোচতে, ন তু ব্রহ্মরূপেণ, তাভিরাবৃত ইতি তথা সোঽপি তাভিঃ প্রেমবিশেষময়-স্বরূপশক্তিভির্বৃত এবাধিকং ব্যরোচতেত্যর্থঃ, তাতেতি সম্বোধনং পরমানুকম্পায়াম্; 'তাতোঽনুকম্প্যে পিতরি' ইতি নানার্থাৎ পরমানুকম্প্যত্বাদেব রহস্যমিদং ত্বয়ি প্রকাশয়ামীতি ভাবঃ। জী° ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গর্ব মান পিরত্যাগ করে সকলে মিলিত হয়ে কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন—তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীভগবানেরও পরমশোভা আবির্ভাব হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাভিঃ ইতি তিনটি শ্লোক। **বিধুতশোকাভিঃ তাভিঃ**—বিরহতাপ মুক্ত তাঁদের দ্বারা—এই তাপমুক্তির কারণবিশেষ শ্রীপরাশর বলেছেন যথা—"কোনও গোপীকে প্রিয়-আলাপে, কোনও গোপীকে ভ্রূভঙ্গকটাক্ষে, আবার অন্য কাউকে করস্পর্শে বিরহতাপ মুক্ত করলেন।" **ভগবান্**—কৃষ্ণ সর্বসম্পূর্ণ অসীম, তাঁর আর বাড়বার জায়গা কোথায়, আবার **অচ্যুতঃ**—এর থেকে কখনও কোন প্রকারেই একবিন্দু চ্যুতিও হয় না, এরূপ হলেও **অধিকং**—পূর্বপূর্ব থেকে বেড়ে উঠলেন, উত্তমরূপে শোভা পেতে লাগলেন ব্রজদেবীদের সহিত মিলিত হয়ে [বাড়বার স্থান নেই তবুও বাড়লেন, ইহা এক আশ্চর্য্য]। তাদৃশ কৃষ্ণেরও ব্রজদেবীদের সঙ্গে মিলনে তাদৃশ শোভাধিক্য হয়, এই রাসলীলা কালে তার আবির্ভাবের বিশেষত্ব হেতুই—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত **পুরুষঃ ইত্যাদি**—ঈশ্বর যেমন ভগবৎরূপেই **শক্তিভিঃ**—ঐশ্বর্যাদিময় স্বরূপশক্তির সহিত মিলিত হয়েই অধিক শোভমান হয়, ব্রহ্মরূপে নয় সেইরূপ কৃষ্ণও 'তাভিঃ' প্রেমবিশেষময় স্বরূপশক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই অধিক শোভা পায় আবির্ভাব বিশেষেই। **তাত ইতি**—পরম অনুকম্পায় সম্বোধন। ('তাত' শব্দ পিতার প্রতি ও অনুকম্পাপাত্রের প্রতি ব্যাবহার হয়।) এখানে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করে শ্রীশুকদেব বলছেন, হে তাত! তুমি আমার অনুকম্পার পাত্র, তাই এই রহস্য তোমার নিকট প্রকাশ করে বলছি, এরূপ ভাব। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** শক্তিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিভিঃ। পুরুষো যথাঽধিকং বিরোচতে। তাসাং কৈবল্যে সতি তু নাত্যন্তং রোচতে এবমেব কৃষ্ণোঽপ্যাসাং খিন্নত্বে খিন্নো নাধিকং রোচতে। আসাং বিধুতশোকত্বেনাধিকরুচিমত্ত্বে সোঽপ্যধিকং রোচতে ইতি। পুরুষস্য যথা স্বেন্দ্রিয়সুখ এব সুখং স্বেন্দ্রিয়দুঃখে দুঃখং এবমেব কৃষ্ণস্যাপি তাসাং সুখদুঃখাভ্যামেব সুখদুঃখে ইতি গোপীবিষয়কপ্রেমবত্ত্বং তাসাং স্বস্বরূপভূতত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে যথা,—ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥ তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ॥ সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলায়াস্তু গোপীরূপা বরাননাঃ। একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ

১১। তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্পদম্॥

১২। শরচ্চন্দ্রাংশু সন্দোহধ্বস্তদোষা-তমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্॥

১১-১২। **অন্বয়ঃ** বিভুঃ (কৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায় কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) বিকসৎকুন্দমন্দার স্থরভ্যনিলষট্পদং শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবং (সুখতমং) কৃষ্ণায়াঃ (যমুনায়াঃ) হস্ত তরলাচিত কোমল বালুকম্ (হস্তৈরিব তরঙ্গৈঃ আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ) পুলিনং নির্বিশ্য ইতি পূর্বেনান্বয়ঃ।

১১-১২। **মূলানুবাদঃ** প্রস্ফুটিত কুন্দ-মন্দার কুসুমের গন্ধে সুবাসিত ধীর সমীরে শীতল, অলিকুলের গুঞ্জনে মুখর, রাতির অন্ধকার-বিনাশী শারদীয় চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণমালায় ঝলমল, যমুনার তরঙ্গকরে বিছান কোমল বালুকার আস্তরণে সুখদ যমুনাপুলিনে বিভু কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করত নিরতিশয় শোভা পেতে লাগলেন।

সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্" ইতি। "প্রমদা শতকোটীভিরাকুলিতে" ইত্যাগমোক্তেস্ত্রিংশৎকোট্যো গোপ্যস্তাসাং মধ্যে ষোড়শ-সহস্রাণি গোপ্যো মুখ্যাস্তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাস্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ অতি মুখ্যতমে তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্ব মুখ্যতমেতি ভক্তিশাস্ত্রনির্ণয়ঃ। বি০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ শক্তিভিঃ যথা পুরুষঃ**—মানুষ যেমন সর্বেন্দ্রিয়শক্তি-বিশিষ্ট থাকা কালেই অতিশয় শোভা পায়—ইন্দ্রিয়শক্তি হীন হয়ে পড়লে আর অতিশয় শোভা পায় না, সেইরূপ কৃষ্ণও গোপীদের দুঃখে দুঃখিত হন আর অধিক শোভা পান না। বিরহতাপ জুরালে গোপীগণ অধিক শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেন আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণও অধিক শোভায় শোভিত হন। মানুষের যেমন নিজইন্দ্রিয় সুখই সুখ, নিজইন্দ্রিয় দুঃখই দুঃখ, সেইরূপই কৃষ্ণেরও এই গোপীদের সুখ-দুঃখেই সুখদুঃখ। —এইরূপে কৃষ্ণের গোপী-বিষয়ক প্রেমবত্ত্বা ও গোপীদের নিজস্বরূপভূতত্ব জানান হল।

স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে এরূপ আছে, যথা—শ্রীরাসমণ্ডলে ষোল হাজার গোপী সমাগত হয়েছিলেন। তার মধ্যে হংসশ্রেষ্ঠের মতো বিরাজমান হলেন পরমাত্মা জনার্দন কৃষ্ণ। হে দেবী, এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তি বলে কীর্তিতা। এরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন চন্দ্র, আর গোপী ষোড়ষ কলা—এরূপ জানতে হবে। এই গোপীরূপী ষোড়শ কলায় সম্পূর্ণ মণ্ডল, আর এই ষোড়শ কলার ষোড়শ ভাগ ষোড়শ গোপীরূপা। এরা এক এক জনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সহস্র দেহ ধারণ করত পৃথক্ পৃথক্ হয়েছেন। তাই আগমে উক্ত হয়েছে—"কৃষ্ণ শতকোটি প্রমদাগণে পরিবৃত হয়ে রাসমণ্ডলে শোভা পেতে লাগলেন।" ইত্যাদি উক্তি অনুসারে তিনশত কোটি গোপীর সমাবেশে শ্রীরাসমণ্ডল, এর মধ্যে ষোড়শ

সহস্র গোপী মুখ্যা, এর মধ্যে সহস্র মুখ্যতরা, এরমধ্যে শ্রীরাধাদি এই অষ্ট মুখ্যতমা, আবার এই অষ্টের মধ্যে দুইজন শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী অতি মুখ্যতমা, আবার তার মধ্যেও শ্রীরাধা সর্ব-মুখ্যতমা,'' এরূপই ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণিত আছে। বি° ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বি-শব্দোক্তস্য রোচনে বৈশিষ্ট্যস্যোপকরণান্তরমপি দর্শয়তি—তা ইতি দ্বাভ্যাম্। সম্যক্ প্রত্যেকং সর্ব্বাসামেব হস্তধারণাদিনা আদায় রাসযোগ্যং পুলিনান্তরং গন্তুং পূর্ব্বপুলিনতো গৃহীত্বা নির্বিশ্য প্রবিশ্য মধ্যমধিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। বিভুর্ব্যাপক ইত্যেকস্যাপি সর্বাসাং যুগপৎ সামদানাদি-সমাবেশার্থম্। পুলিনস্য ভাবোদ্দীপনসামগ্র্যা রাসক্রীড়াযোগ্যতাং দর্শয়ংস্তদ্বিশিনষ্টি—বিকসদিতি সার্দ্ধেন। বায়োঃ শৈত্যসৌরভ্যে স্পষ্টে, মান্দ্যঞ্চ ষট্পদাস্পদত্বাৎ। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বের শ্লোকের 'ব্যরোচত' পদের 'বি' শব্দোক্ত শোভন-বৈশিষ্ট্যের অন্য উপকরণও দেখান হচ্ছে, তা ইতি দুইটি শ্লোকে। **সমাদায়—** (সম্যক্ + আদায়) গোপী সকলের প্রত্যেককে হস্তধারনাদি দ্বারা 'আদায়' রাসযোগ্য অন্য পুলিনে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করত **নির্বিশ্য—**সেই পুলিনে প্রবেশ করে অর্থাৎ মধ্যস্থলে বিরাজমান হয়ে (ব্যরোচত) শোভা পেতে লাগলেন। **বিভুঃ—**সর্বব্যাপক হলেন—এক হয়েও যুগপৎ সাম-দানাদি দ্বারা সকলগোপীর প্রতি মনোনিবেশের জন্য। এই যমুনাপুলিনের ভাব-উদ্দীপন-সামগ্রীদ্বারা রাসক্রীড়া যোগ্যতা দেখিয়ে উহার কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, বিকসৎ ইতি অর্ধ শ্লোকে। **সুরভ্যনিল—**বায়ুতে শৈত্য-সৌরভ্য গুণ যে আছে, তা স্পষ্ট। **ষট্‌পদম্—**ভ্রমরের বিদ্যমানতায় বুঝা যায়, বায়ু মন্দ মন্দ বইছিল। জী° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** শরদিতি—চন্দ্রাংশূনাং সুপ্রসন্নতা, সন্দোহেতি—চন্দ্রস্য পূর্ণতা, ধ্বস্তদোষেতি—দিনবৎ প্রকাশশ্চ সূচিতঃ। কৃষ্ণায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সনামত্বেন সবর্ণত্বেন চ সখ্যং প্রাপ্তায়াঃ, অতএব হস্তেতি। কিংবা বিচিত্র-শোভাদিনা তস্যাপি চিত্তাকর্ষকত্বেন তন্নাম্ন্যাঃ 'বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনম্' ইত্যাদিঃ। হস্তেতি—হস্তৈরিবাবচয়নেন স্থলীবৈষম্য-কঠিনাংশরাহিত্যাদিকং ধ্বনিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাঃ সমাদায়েতি তাভিঃ সহ তদেব পুলিনং নির্ব্বিশ্য মধ্যপ্রদেশং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। বিশেষণ ভবতীতি বিভুর্বভূব ইতি শেষঃ, নিজবৈভবং প্রকটয়ামাসে-ত্যর্থঃ, তচ্চ তদ্দর্শনেতি দ্বাভ্যাং বক্ষ্যতে, অন্যৎ সমানম্। জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ শরৎ—**এখানে এই পদের ধ্বনি চন্দ্রকিরণের সুপ্রসন্নতা। **সন্দোহ—**রাশি রাশি কিরণ—এই পদে চন্দ্রের পূর্ণতা ধ্বনিত হচ্ছে। **প্রস্ত-দোষাতম—**বিনষ্ট রাত্রি অন্ধকার, এই কথায় দিনবৎ আলোমালা সূচিত হচ্ছে। **কৃষ্ণায়াঃ—**কৃষ্ণা (যমুনা) নামে ও বর্ণে এক হওয়ায়—যমুনার সহিত কৃষ্ণের সখ্যতা, তাই হস্তরূপ তরঙ্গে রাসস্থলীতে কোমল বালুকা বিছিয়ে দিলো। কিম্বা বিচিত্র শোভাদিদ্বারা কৃষ্ণেরও চিত্ত-আকর্ষকরূপে কৃষ্ণা নামে পরিচিত যমুনা। এ বিষয়ে (শ্রীভাঃ ১০।১১।৩৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য—"বৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনা ও তৎপুলিন সমূহ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীতি লাভ করলেন"। আর

১৩। তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে।

১৩। **অন্বয় ঃ** তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ (তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতাঃ মনঃ পীড়াঃ যাসাং তাঃ (গোপ্য) যথা শ্রুতয়ঃ মনোরথান্তং (মনোরথস্য সমাপ্তিং) যযুঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈঃ স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) উত্তরীয়ৈঃ অত্মবান্ধবে (আত্মভ্যো-হপি বন্ধুঃ তস্মৈ আত্মকোটিপ্রেষ্ঠায়) আসনং অচীক্লৃপন্ (রচয়ামাসু)।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর পরমানন্দমত্তা গোপীদের প্রেমসেবা বলা হচ্ছে—যে লীলার দর্শনে মহা উপনিষদ্ সকলও উৎকণ্ঠিত হয়ে যথাসময়ে মনোভিলাষের সীমালাভ করেছিলেন, সেই লীলায় উৎসুক কৃষ্ণের দর্শনে আজ এই পুলিনে গোপীগণ মনোবাসনার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন—তাঁরা কুচকুঙ্কুম-চিহ্নিত নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা আত্মাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বসার আসন রচনা করলেন।

যা কিছু স্বামিপাদ বলেছেন—অথবা, **সমাদায়**—আদরে গোপীদের হাত ধরে তাদের সহিত পুলিনে **নির্বিশ্য**— 'নি' মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করে। **বিভুঃ—'বি'** বিশেষভাবে 'ভুঃ' বিরাজমান হলেন অর্থাৎ নিজ বৈভব প্রকাশ করে বিরাজমান হলেন।—**সেই কথাই পরবর্ত্তী 'তদ্দর্শন'** ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলা হয়েছে। আর ব্যাখ্যা স্বামিপাদের মতই। জী° ১২॥

১১-১২। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ তাঃ সম্যক্ হাস্য-হস্তগ্রহাদিনা আদায় নির্বিশ্য পুলিনং প্রবিশ্য চ ব্যরোচতেতি পূর্বণৈবান্বয়ঃ॥ পুলিনং বিশিনষ্টি সার্দ্ধেন। বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈর্মন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্পদা যস্মিংস্তৎ। বায়োঃ শৈত্যং পুলিনসম্বন্ধাৎ মান্দং ষট্পদাস্পদত্বাৎ শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈর্ধ্বস্তং দোষায়া রাত্রেস্তমো যত্র তৎ। শিবমত এব সুখদং যমুনায়া হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিংস্তৎ। বি° ১১-১২॥

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গোপীদিকে **সমাদায়**—'সম্যক্' হস্তধারণাদি দ্বারা গ্রহণ করত **নির্বিশ্য**—পুলিনে প্রবেশ করে 'ব্যরোচত' বিশেষভাবে শোভা পেতে লাগলেন। পুলিনের বর্ণন বিশেষভাবে করা হয়েছে ১½ শ্লোকে। বিকশিত কুন্দ-মন্দারের দ্বারা সুরভিত অনিল বইছে এই পলিনে। আর এই হেতু এখানে ভ্রমরকুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিন-সম্বন্ধ হেতু বায়ুতে শৈত্য, আর ভ্রমরকুলের আনাগোনায় বুঝা যাচ্ছে, বায়ু মন্দ প্রবাহমানা। বি° ১১॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় নৈশ-অন্ধকার দূরীভূত হওয়াতে **শিবম্**—ঐ পুলিন সুখদ হল। **হস্ততরলাচিত ইত্যাদি**—যমুনা তার হস্তরূপ তরঙ্গে সেখানে কোমল বালুকারাশি বিছিয়ে রেখেছিল। বি° ১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততোহতিহৃষ্টানাং প্রেমসেবামাহ—তদিতি। তস্য ক্রীড়াবিশেষোৎসুকস্য বিভোর্দর্শনেন য আহ্লাদস্তেন বিশেষতো ধৃতা নাশিতা হৃদ্রুজঃ সর্বাঃ আধয়ো যাসাম্, তথাবিধেন তেন সহ তত্রাগমনেন রাসক্রীড়াদিময়চিরস্থিতিনির্দ্ধারিতা, পূর্বাশঙ্কাপগমাৎ। ন কেবলং পরমদুঃখশান্তিরেব, অপি তু পরমসুখপ্রাপ্তিরপি জাতেত্যাহ—মনোরথস্য বাঞ্ছিতস্যান্তং পরাং কাষ্ঠাং যযুরিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শ্রুতয়ো যথেতি; শ্রুতয়োহপি তাদৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজ-নানাতাৎপর্য্যদৌঃস্থ্যং পরিত্যজন্তি। পরমতাৎপর্য্য-পর্য্যবসানঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীতি; তদুক্তমেকাদশে (১১।২০) স্বয়ং শ্রীভগবতা—'যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম ইত্যাদি; দ্বাদশে (১২।৬৯) শ্রীসূতেন—'স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ ইত্যাদি চ। তত্রাপ্যেষা পরমপ্রেমময়-রাসলীলেতি। শ্রুতয়োহপ্যত্রৈব কৃতার্থা জাতা ইত্যস্যাঃ লীলায়া মহিমাপি দর্শিতঃ। অতঃ সহোক্তি-নামা-লঙ্কারোহয়ং ব্যঞ্জিতঃ। ততশ্চঃ সুস্থিরচিত্তাঃ সত্যঃ আসনমচীক্৯পন্ বিচিত্রচারুপ্রকারেণ রচয়ামাসুঃ। কৈঃ? স্বৈঃ স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ সর্বাঙ্গীন-বস্ত্রস্যান্তর্গতৈঃ কুচপট্টিকাং বেতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ হৃদয়াবরণরূপৈঃ বিরহরোদনধারাপাতাৎ কুচকুঙ্কুমেনাঙ্কিতৈ রঞ্জিতৈরিত্যর্থঃ। নম্ন কথং লজ্জাশৈথিল্যমিব তাভিরঙ্গীকৃতং, স্বোপযুক্তৈঃ বস্ত্রৈরাসনং দত্তঞ্চ? তত্রাহ—আত্মেতি, আত্মনো বন্ধবে, আত্মীয়ত্বেন মিত্রত্বেন চ ভাবাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। আসনঞ্চেদং সর্বাসাং সূক্ষ্মবস্ত্রময়-বিস্তীর্ণমেকমেব বর্গশঃ পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্। জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর পরমানন্দ মত্তা গোপীদের প্রেমসেবা বলা হচ্ছে, **'তদ্দর্শনাহ্লাদ' ইত্যাদি**—ক্রীড়াবিশেষ-উৎসুক সেই কৃষ্ণের দর্শনে যে আহ্লাদ তাঁর দ্বারা **বিধূত—'বি'** বিশেষভাবে 'ধৃতা' বিনষ্ট হল **হৃদ্রুজঃ** সকল হৃদয়রোগ যাঁদের সেই গোপীগণ—তথাবিধ কৃষ্ণের সহিত এই যমুনাপুলিনে আগমনের দ্বারা নিশ্চয় করলেন কৃষ্ণসহ রাসক্রীড়াদিময় দীর্ঘ স্থিতি—কৃষ্ণ পুনরায় ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, পূর্বের সেই আশঙ্কা চলে যাওয়া হেতু। কেবল যে পরমদুঃখ-শান্তিই হল, তাই নয়, পরন্তু পরমসুখও প্রাপ্তি হল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **মনোরথান্তং**—মনোবাসনার সীমা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত **শ্রুতয় যথা**—যথা শ্রুতিসকল তাদৃশ লীলাবিশিষ্ট কৃষ্ণকে প্রকাশ করত নিজ নিজ নানাতাৎপর্যের স্থিরতার অভাব-দোষ পরিত্যাগ করেন এবং পরম তাৎপর্যের পর্যাবসান লাভ করেন। স্বয়ং ভগবানের উক্তি—"হে উদ্ধব! যে বাক্যে জগৎ-পবিত্রকর মৎসৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াত্মক লীলা, বা মংজন্মোপলক্ষিত বাল্যাদি লীলা বর্ণিত হয়নি, সেই বাক্য বেদলক্ষণা হলেও বিফল, পণ্ডিত ব্যক্তি তা গ্রহণ করেন না"। —(শ্রীভা° ১১।১১।২০)। —আরও শ্রীসূত গোঁসাই—"যিনি আত্মানন্দ পরিপূর্ণচিত্ত ও সেহেতু অন্যাভিলাষ রহিত হলেও শ্রীহরির রুচির লীলাবলীদ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত হয়ে জীবে দয়া বশতঃ পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ-প্রদীপ বিস্তার পূর্বক বলেছেন সেই নিখিল পাপ-নাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করছি।" —(শ্রীভাঃ ১২।১২।৬৯)। দৃষ্টান্তের দ্বারাও দেখান হল, কৃষ্ণলীলা বর্ণন সম্বন্ধেই শ্রুতির সার্থকতা। —এই লীলাবলীর মধ্যেও আবার এ-তা পরমপ্রেমময় রাসলীলা—শ্রুতিও এখানেই কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে, এইরূপে এই লীলার

মহিমাও দেখানো হল, এই দৃষ্টান্তে। অতএব এখানে সহোক্তি নামক অলঙ্কার সূচিত হল। অতঃপর সুস্থির চিত্ত হয়ে আসন **অচিক্লপন**—বিচিত্র সুন্দর ভাবে রচনা করলেন। কিসের দ্বারা রচনা করলেন? রচনা করলেন, **স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ** নিজ নিজ পরিহিত সর্বাঙ্গীন বস্ত্রের অন্তর্গত উত্তরীয় বা বক্ষমান অনুসারে বিরহরোদন-ধারাপাতে কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত বক্ষো-আবরণরূপা কুচপট্টিকাদ্বারা। আচ্ছা কি করে তাঁরা নিজেদের লজ্জা শৈথিল্যের মতো ভাব অঙ্গীকার করলেন, আর নিজেদের ব্যবহৃত বস্ত্রেরদ্বারা আসন রচনা করলেন। এরই উত্তরে **আত্মবন্ধবে**—নিজের বন্ধুর জন্য, আত্মীয়তা ও মিত্রতা থাকা হেতু ভাবাবেশে পারলেন। আর যা কিছু স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। সূক্ষ্মবস্ত্রময় বিস্তীর্ণ আসন রচিত হল গোপী-সকলের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ এক এক খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা, এরূপ বুঝতে হবে। জী° ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** তত্র তাসাং সখ্যসমুচিতাং প্রেমসেবামাহ,—তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনানন্দেন খণ্ডিত সর্ব্বমনোদুঃখা ব্রজসুন্দর্য্যঃ স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুচকঞ্চুকোপরিস্থৈরতিসূক্ষ্মবস্ত্রৈরাত্মবন্ধবে তস্মৈ আসনং তথা অচীক্লপন্নুপ-জহ্রুর্যথা শ্রুতয়ো মহোপনিষদোঽপি মনোরথানামন্তং পরমকাষ্ঠাং যযুঃ। যতোঽধিকোঽন্যো মনোরথো ন সম্ভবতি তং প্রাপুঃ। যদ্দৃষ্ট্বা বয়মপি ব্রজে গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহৈবং স্বকুচকুঙ্কুমস্তিমিত বস্ত্রার্পণাদিনা কদা বিলসাম ইত্যুৎকণ্ঠিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতয়ো গোপীত্বপ্রাপ্ত্যর্থং তদনুগতিব্যঞ্জকং তীব্রং তপশ্চক্রুরিতি বৃহদ্বামনীয়া কথা। "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ" ইতি তাসামুক্তিশ্চ। তত্র পূর্ব্বকল্পগতকৃষ্ণাবতারদর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধমনোরথা এতাঃ শ্রুতয়োঽগ্রিমকল্পে গোপ্যো ভবিষ্যন্তি শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। বি° ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** এই শ্লোকে গোপীদের প্রাণবন্ধু-সমুচিত প্রেমসেবা বলা হচ্ছে—'তৎ' সেই ভুবনমোহন কৃষ্ণের দর্শনানন্দে যাঁদের সকল মনোদুঃখ ধুয়ে মুছে গেল সেই ব্রজসুন্দরীগণ **স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ**—কুচকাঁচুলির উপরস্থ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা সেই প্রাণবন্ধুর জন্য এমন করে আসন বিছিয়ে সেবা করলেন যা দেখে **শ্রুতয়ো**—মহা উপনিষদও **মনোরথান্তং**—মনোভিলাষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন। অর্থাৎ যা দেখে মহা উপনিষদও উৎকণ্ঠিতা হলেন—'আমরাও কবে ব্রজে গোপী হয়ে স্বকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত বস্ত্র অর্পণাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করব'। অতএব শ্রুতিগণও গোপী-স্বরূপতা প্রাপ্তির জন্য গোপী-অনুগতি ব্যঞ্জক তীব্র তপস্যা করলেন তাহাতে দৃষ্টান্ত বৃহদ্বামনীয় কথা। শ্রুতিগণ নিজেরাও এরূপ বলেছেন, যথা—"ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীর তুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্যরূপ তীব্র বিষে হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর পাদপদ্মসুধা লাভ করেছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করত গোপী আনুগত্যে তাঁর পাদপদ্মসুধা পান করেছি।" —(শ্রী ভা° ১০।৮৭।২৩)।

এ সম্বন্ধে আরও কথা হচ্ছে, পূর্বকল্পগত কৃষ্ণ-অবতার দর্শন করে যে সকল শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারে উৎকণ্ঠিতা হলেন, তাঁরাই এই বর্ত্তমান কল্পে গোপী হলেন। আবার এই

১৪। তত্রোপবিষ্টো ভগবান, স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ সঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রিভুবনে যা শোভা তস্যাঃ একমেব আশ্রয়ভূতং) বপুঃ দধৎ (তাসামগ্রে প্রকটয়ন্) তত্রোপবিষ্টো [সন্] গোপীপরিষদগতঃ গোপীনা সভাগতঃ [তাভিঃ] অর্চিতশ্চ চকাস (শুশুভে)।

১৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীরুদ্রাদি যোগেশ্বরগণ যাঁর আসন একাগ্রচিত্তে ভাবনাতেই মাত্র হৃদয়-অভ্যন্তরে রচনা করে থাকেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য গুণসম্পন্ন সর্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ মহাবৈকুণ্ঠ পর্যন্ত ত্রিলোকের যাবতীয় বস্তুর শোভাদি-সম্পত্তির অনন্য-আশ্রয়স্বরূপ বপু প্রকাশ করত নিজে নিজেই গোপীসভাগত হয়ে তাঁদের পাতা আসনে উপবেশন করত তাঁদের কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

কল্পে যাঁরা কৃষ্ণসহ বিহারে উৎকণ্ঠীতা হলেন তারা পরবর্ত্তী কল্পে গোপী হয়ে জন্মাবেন গোকুলে—শ্রুতিগণ অনন্ত, তাই এরূপ বুঝতে হবে। বি০ ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সপ্রেমরসাম্বুধিবর্দ্ধনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি-ষড়্গুণসম্পন্নোঽপি তথা ঈশ্বরঃ নিত্যমপূর্ব্বাপূর্ব্বতৎপ্রকাশনসমর্থোঽপি তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিষ্টঃ সন্ চকাশ, তত্র তত্রাসম্ভবশোভাবির্ভাববান্ বভূব। অন্যত্র পুনরসৌ পরমদুর্ল্লভ এবেত্যাহ—যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাধিভিঃ শ্রীরুদ্রাদিভিরপি অন্তর্হৃদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতমাসনং যস্য তাদৃশোঽপি। অলুক্ সমাসঃ। অর্থাত্তৈরেব কল্পিতমিতি বা। তস্মাত্তাসাং সম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি ভাবঃ। তত্র চ বৈশিষ্ট্যমাহ—গোপীতি। যদ্বা, তাদৃশেন গোপীপরিষদ্গতত্বেনৈব যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসন ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, অর্চ্চিত আসন-তাম্বুলনর্ম্মসস্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ। কিং কুর্ব্বংশ্চকাশ ? ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধলোকে পরমব্যোমাখ্য-মহাবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তে যা লক্ষীস্তত্তদনন্ত-স্বাবির্ভাবপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ, তস্যা একম্, অনন্যং পদমাশ্রয়ভূতং বপুঃ প্রকাশং বিভ্রৎ তাসামগ্রে ধারায়ন্ প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদি॥ জী০ ১৪;

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ স**—প্রেমরসাম্বুধি-বর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্—ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন হয়েও তথা ঈশ্বর—নিত্য অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সেই সেই গুণ প্রকাশনে সমর্থ হয়েও সেই রাসস্থলীতে গোপীদের বিছানো সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে **চকাশ**—প্রতি স্থানে আশ্চর্য শোভার উদয় করিয়ে বিরাজমান হলেন। এ আর অন্যত্র কোথাও হবার নয়, পরম দুর্ল্লভ। —এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**যোগেশ্বর** ইত্যাদি— সিদ্ধসমাধি জনের দ্বারা এমন কি শ্রীরুদ্রাদির দ্বারাও একাগ্র চিত্তে ভাবনাতেই মাত্র হৃদয়-অভ্যন্তরে যাঁর আসন স্থাপিত হয়ে থাকে—সেই তিনি এতাদৃশ হয়েও গোপীসমাজে এখন যেচে পারিষদ হয়ে বসলেন। যোগেশ্বরদের

ক্ষেত্রে 'আসনপাতা' কল্পনামাত্রেই বা থেকে যায়, কিন্তু গোপীদের ক্ষেত্রে তো সাক্ষাৎভাবেই তিনি তাঁদের আসনে বসলেন— সুতরাং গোপীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধেরই মহিমা এখানে প্রখ্যাপিত হল। গোপীদের সেই বৈশিষ্ট্যই শ্লোকের পরবর্ত্তী দুই চরণে বলা হয়েছে। অথবা যমুনাপুলিনে কৃষ্ণ যে গোপীসমাজে সভা আলো করে বসেছেন, সেই সমাবেশটিই যোগেশ্বরগণ হৃদয়মধ্যে ভাবনায় আনায়ন করেন, এরূপ বুঝতে হবে। **অর্চিত**—আসন-তাম্বুল-পরিহাস-মৃদুমধুর হাসি-কটাক্ষাদি দ্বারা সম্মানিত। কিরূপভাবে শোভা পেতে লাগলেন? এরই উত্তরে, **ত্রৈলোক্য ইত্যাদি**—প্রাকৃত অধো-মধ্য-উর্ধ্বলোক থেকে পরমব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠ পর্যন্ত বস্তুসকলের নানা শোভাদি সম্পত্তি, তাদের এক - অনন্য **পদম্**—আশ্রয়ভূত বপু **দধৎ**—প্রকাশ করে গোপীদের সম্মুখে ধারণ অর্থাৎ প্রকাশ করে শোভা পেতে লাগলেন। এরূপ বলাও আছে, যথা—গোপীগণ কি অপূর্ব তপস্যাই-না করেছিলেন, যে দরুণ তাঁরা নিজ নয়নে এই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্ধ্ব স্বভাবসিদ্ধ যশ-শ্রী-ঐশ্বর্যের একমাত্র আধারস্বরূপ দুর্লভ নিত্যনূতন সৌন্দর্য দর্শন করে থাকেন। —(শ্রীভাঃ ১০।৪৪।১৪)। জী° ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা**ঃ তৎ প্রতি স্বযুথমেব পৃথক্ পৃথক্ উপর্যুপরিনিহিতবহুবস্ত্রাসনেষুতাভিঃ কল্পেষুপবিষ্ট। নন্থ, তাবৎসংখ্যেষ্বাসনেষু কথমেক উপবিষ্টস্তত্রাহ,—ঈশ্বরঃ। তত্তদলক্ষিতয়াত্ম প্রকাশবান্, তত্র হেতুঃ—ভগবান্ কামবান্ "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যে" ত্যমরঃ। তস্য তাবৎসু সর্ব্বেষ্বেব আসনেষু উপবেষ্টুং কামনামালক্ষ্য ঐশ্বর্য্যেব শক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা তাবন্তঃ প্রকাশাস্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, স হি যোগেশ্বরৈঃ শেষশঙ্করাদ্যৈরন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তরে এব কল্পিতং মনসৈবানীতত্বাৎ ত্রিজগদ্দুর্ল্লভমনুপহতমনর্ঘ্যমাসনং যস্য সঃ। এতাভিস্তু হৃদয়াদ্বহিরেব স্বগাত্রনির্ম্মাল্যবস্ত্রৈঃ স্বোপভুক্ত স্বগন্ধৈরাসনং কল্পিতং। যত্তত্রৈবোপবিষ্টশ্চকাশ দিদীপে। যঃ খলু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মরুদ্রাদি পরিষদা ক্ষীরোদাদিতীরে স্তুত্যাদিভির্গম্য এব মনসি প্রাদুর্ভবন্ পরোক্ষ এব ক্ষণমাত্রমেব ভবেৎ স এব গোপীপরিষদং স্বয়ং গতঃ, অচ্যুতশ্চিরকালমপি ব্যাপ্য চ্যুতিরহিতঃ! 'অর্চ্চিত' ইতি পাঠে তাম্বুলনর্ম্ম-স্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ, কিং কর্ত্তুং গতঃ? ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধো মধ্যোর্দ্ধলোকে যা লক্ষ্মীস্তত্তদনন্ত স্বাংশপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিস্তস্যা একমনন্যৎ পদমাশ্রয়ভূতং যদ্বপুস্তদপি দধৎ তাসাং গোপীনামঙ্গকান্তিস্মিত কটাক্ষাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্ণন্। যদ্বা, তত্রোপবিষ্ট এব তত্র তাদৃশোপবেশাদি বিশিষ্ট এব যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ। তৎক্ষণমারভ্য মহারুদ্রাদিভির্যোগেশ্বরৈর্গোপীপরিষন্মধ্যগতঃ তাদৃশোপবেশতাদৃশশোভাতত্তন্নর্ম্মসংলাপাদি বিশিষ্ট এব কৃষ্ণো ধ্যানেন স্বহৃদয়মানিন্যে ইত্যর্থঃ। বি ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ**ঃ সেই প্রতি স্বযূথেই গোপীদের দ্বারা রচিত পৃথক্ পৃথক্ উপর্যুপরি স্থাপিত বহুবস্ত্রের পুরু আসনে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট হলেন। আচ্ছা তাবৎ সংখ্যা আসনে সেই এক কৃষ্ণ কি করে বসলেন? এরই উত্তরে, **ঈশ্বরঃ**—সেই সেই স্থানে সকলের অলক্ষিতভাবে আত্মপ্রকাশবান্—এ বিষয়ে হেতু ভগবান্—কামবান্ ('ভগ' শব্দের অর্থ 'কাম' —অমর)। তাবৎ সকল আসনেই বসার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কামনা তার ঐশ্বর্য শক্তির লক্ষ্যে আসা

১৫। **সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং**
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে

১৫। **অন্বয়ঃ** ঈষৎকুপিতাঃ সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা [গোপ্যঃ] অনঙ্গদীপনং তম্ (শ্রীকৃং) সভাজয়িত্বা (সম্মান্য) অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য বভাষিরে (পৃষ্টবত্যঃ)।

১৫। **মূলানুবাদঃ** এখন প্রণয়স্বভাব বশতঃ গোপীদের যে কোপোৎপত্তি, তাই বলতে লাগলেন—সহাস্য লীলাকটাক্ষ-বিলসিত ভ্রূভঙ্গীতে কাম-উদ্দীপ্তকারী কৃষ্ণকে সমাদর দেখিয়ে তাঁর হাত-পা কোলে তুলে নিলেন গোপীগণ। অতঃপর হাত-পার স্পর্শসুখ অনুভবে দয়িতের নানা গুণের প্রশংসা করতে করতে ঈষৎ কুপিত হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

মাত্রই যোগমায়া দ্বারা তাবৎ প্রকাশ প্রকাশিত হল, সেখানে, এরূপ অর্থ। **যোগেশ্বরান্তর্হৃদি-কল্পিতাসনঃ**— শেষশঙ্করাদির দ্বারা হৃদয় অভ্যন্তরে 'কল্পিতং' মনে মনে সংগৃহিত হওয়া হেতুই ত্রিজগৎ-দুর্ল্ভ অক্ষয় আসন পাতা হয়ে যায় যাঁর সেই কৃষ্ণ। এরা তো হৃদয়ের বাইরেই নিজের গা-এর নির্ম্মাল্য, বস্ত্র ও নিজ উপভুক্ত সুগন্ধের দ্বারা আসন রচনা করলেন—তাই-তো সেই আসনে বসে দীপ্ত হয়ে উঠলেন। **গোপীপরিষদ্গতো**—যিনি স্বয়ং ভগবান্, যিনি ক্ষীরসমুদ্র তীরে ব্রহ্মরুদ্রাদি পারিষদগণের স্তুত্যাদিতে গম্যমাত্র হয়েছিলেন, তাঁদের হৃদয়-মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবেই ক্ষণমাত্র ছিলেন, সেই তিনি নিজেই যেচে গোপীদের পারিষদ হলেন এখন। 'অর্চিত' ও 'অচ্যুত' এইরূপ দুপ্রকার পাঠ আছে, **অর্চিত**— তাম্বুল-অর্পণ, পরিহাস, মধুর মৃদু হাসি এবং কটাক্ষপাত প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত। অচ্যুত— চিরকাল ধরে চ্যুতি রহিত। কি করতে পারিষদ হলেন ? **ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদংবপুর্দধৎ** 'ত্রৈলোক্য' প্রাকৃত-অপ্রাকৃত অধো-মধ্য-উর্ধ্বলোকে যে লক্ষ্মী সেই সেই অনন্ত স্বাংশ পর্যন্ত বস্তু সমূহের যে নানা শোভাদি সম্পত্তি তার **একম্ পদম্**—অনন্য আশ্রয়ভূত যে বপু তাই **দধৎ**—ধারণ করলেন সেই গোপীদের অঙ্গকান্তি-মধুর মৃদু হাসি-কটাক্ষাদি মাধুর্যসিন্ধু-অবগাহনে পোষিত হয়ে। অথবা, **তত্রোপবিষ্টো**—সেই পুলিনে তাদৃশ উপবেশনাদি করেন যিনি, সেই কৃষ্ণই **কল্পিতাসনঃ**— সেই ক্ষণ থেকে মহারুদ্রাদি যোগেশ্বরগণের দ্বারা ধ্যানে গোপী-সভার মধ্যগত তাদৃশ উপবেশন, তাদৃশ শোভা, সেই সেই পরিহাস-সংলাপাদি-বিশিষ্ট অবস্থায় অন্তঃহৃদয়ে আনীত হতে থাকলেন, এরূপ অর্থ। বি০ ১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা :** তত্র চ প্রণয়স্বভাবেন তাসাং নিগূঢ়াং কোপোৎপত্তিমাহ—সভাজয়িত্বা পূর্বোক্ত-প্রকারেণ সম্মান্য তং বভাষিরে পৃষ্টবত্যঃ, তা ইতি শেষঃ। কীদৃশ্যঃ সত্যঃ? তত্রাহ—ঈষৎ কুপিতাঃ। নন্থ তাদৃক্ সভাজিতবত্যশ্চেত্তর্হি কথমীষৎকোপস্থাপ্যবসরমর্হন্তি? তত্রাহ—অনঙ্গদীপনমিতি। তদ্দীপনকৃতে নানা-বিলাসমভিব্যঞ্জয়ন্তমিত্যর্থঃ। পূর্বং পরিত্যজ্য গতঃ, সম্প্রত্যসাবেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়স্বভাববিমর্শনেনেতি ভাবঃ। নন্থ কুচকুঙ্কুমাক্তবস্ত্রোপবেশতয়া স্বাসামেব তদনঙ্গদীপনত্বে প্রাগেব জাতে সতি তস্য তদ্দীপনত্বং দৃষ্ট্বা সন্তমপি কোপং ব্যক্তীকর্ত্তুং কথমর্হন্তি? তত্রাহ—অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য ইতি। তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শপূর্বকং নানাগুণপ্রশংসয়া সন্তোষ্যেত্যর্থঃ। তেন কোপস্ত গোপিতবত্য এবেতি ভাবঃ। তর্হি কোপ আসীদিতি কথং জ্ঞায়েত তত্রাহ—সহাসেতি, উপলক্ষণে তৃতীয়া, স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্যাদিতি মতিকৌটিল্যব্যঞ্জকেন তাদৃশ-ভ্রূবিলাসেন ব্যক্ততৎকোটিল্যা ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ তৎ কৌটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্যা ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিত্থা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ; তদুক্তম্—"অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে" ইতি। অবহিত্থেতি স্ত্রীলিঙ্গতা চ। তথা "হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ। ইতি ভাবত্রয়স্যাস্য বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে॥" ইতি চ। যথা—হেতুরত্র সতি কৌটিল্যমেব গোপ্যোঽসূয়াময়োঽমর্ষঃ। গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ, স চাত্র তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শ-সংস্তবাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষকৌটিল্যং সহাসাদিত্বঞ্চ মতিকৌটিল্যম্, অয়মপি তদেব প্রত্যায়য়তি; এবমত্রাপি যোগমায়াবৈভবমেব দর্শিতং, সর্ব্বাভির্যুগপত্তথা ব্যবহারাৎ। অঙ্ঘ্রিহস্তয়োরিতি দ্বিত্বং প্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া॥ জী ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ :** আরও সেখানে প্রণয়স্বভাব বশতঃ ঐ গোপীদের নিগূঢ় কোপোৎপত্তি বলা হচ্ছে **সভাজয়িত্বা** পূর্বশ্লোকোক্ত প্রকারে কৃষ্ণকে সমাদর করে **বভাষিরে—**বলতে লাগলেন তাঁরা। কিরূপ হয়ে? এরই উত্তরে, ঈষৎ কুপিতা হয়ে। আচ্ছা, কৃষ্ণ যদি এইরূপ বশীকৃতই হয়ে গেলেন, তবে আর কি করে ঈষৎ কোপেরও ফাঁক পেলেন গোপীরা? এরই উত্তরে, **মনঙ্গদীপনং—**কৃষ্ণ হলেন কাম উদ্দীপ্তকারী—অর্থাৎ গোপীদের কাম উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্য নানা বিলাসের প্রকাশ হয়ে থাকে তাঁর—পূর্বে এক প্রকারের বিলাসের প্রকাশ, গোপীদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, আর এখন আবার অন্য এক প্রকার বিলাস, গোপী সমাজে তাঁদের দেওয়া আসন স্বীকার করে বসে পড়লেন। — প্রণয়ের স্বভাবেই বিলাসের এই অধীরতা এরূপ ভাব। আচ্ছা, কুচকুঙ্কুমাক্ত বস্ত্রোপরি কৃষ্ণের উপবেশন হেতুই গোপীগণের নিজেদের সেই কামোদ্দীপন পূর্বেই জাত হয়েছিল, তাই যদি হয় তবে আর কৃষ্ণের কামোদ্দীপন স্বভাব দেখে কোপ হয়ে থাকলেও তাঁরা কি করে তা প্রকাশের যোগ্য মনে করলেন। এরই উত্তরে, **সংস্পর্শনেন ইত্যাদি—** কৃষ্ণের হস্ত ও চরণযুগল কোলে টেনে তুলে নিয়ে স্থাপন পূর্বক সেই স্পর্শ-সুখানুভব করে দয়িতের নানা গুণের প্রশংসা করতে লাগলেন। — তা হলে কোপ যে ছিল, তা জানা গেল কি করে? এরই উত্তরে, **সহাসলীলা ইত্যাদি—**সহাসলীলা, কটাক্ষ, বিভ্রমযুক্ত ভ্রূযুগলের দ্বারা কোপ প্রকাশ হয়ে পড়ল—এখানে 'ভ্রূবা' তৃতীয়া বিভক্তি উপলক্ষণে অর্থাৎ এর দ্বারা আরও অন্য কিছু ভাব ভঙ্গীকে বুঝানো হল। — আমাদের দয়িতের নিজের মুখের কথাতেই তার দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ুক—এইরূপ কুটিল ভাবের উদয় হল গোপীদের মনে তৎকালে,—এর থেকে

জাত হল, মতিকৌটিল্য ব্যঞ্জক তাদৃশ ভ্রূবিলাস—তৎপর তাঁদের কৌটিল্য প্রকাশ হয়ে পড়ল পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাঁদের প্রশ্ন-পরিপাটিতে ! — এইরূপে অবহিত্থা নামক সঞ্চারী ভাবের প্রকাশ হল। —এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি, কটাক্ষাদি অনুভাব সমূহের যে গোপন, তাকে বলে 'অবহিত্থা'। এই অবহিত্থায় তিনটি ভাবের সমাবেশ দেখা যায়, যথা—হেতু, গোপ্য ও গোপন। যে ভাবের বশে প্রকৃত ভাব গোপন করা হয় তাকে হেতু বলা হয়। যা গোপন করতে হবে তাকে বলে গোপ্য। যদ্দ্বারা গোপন করা হয় তাকে বলে গোপন। এই শ্লোকে কৌটিল্যই 'হেতু'। অসূয়া-অমর্ষ 'গোপ্য' এবং তাদৃশ প্রকারে করচরণাদি স্পর্শ ও স্তুতি দ্বারা যে সকল হর্ষকৌটিল্যের প্রত্যয় ও সহাসলীলা-কটাক্ষ দ্বারা যে সকল মতিকৌটিল্য ভাবের প্রত্যয় জন্মাচ্ছে, তাই গোপন। গোপীগণ সকলে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্পর্শাদি সব কিছু করলেন—এইরূপে এখানেও যোগমায়ার বৈভব দেখান হল। জাতি অপেক্ষায় কর-চরণ বলা হল, করযুগল ও চরণযুগল স্থানে। জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** ততশ্চ রিরংসবে তস্মৈ রতমদিৎসূনাং তাসাং চেষ্টিতমাহ,—সভাজয়িত্বেতি। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাঃ তয়া ভ্রুবা অনঙ্গদীপনং স্বীয় কামং দ্যোতয়ন্তং তাসাং বা কামোদ্দীপকং তং সভাজয়িত্বা তদুচিতৈরেব ভাবৈঃ সম্মান্য পূর্বং নঃ সংত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়কোপগোপনার্থম্। অঙ্কক্কতয়োস্তেনৈব তাসামঙ্কে ন্যস্তয়োস্তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য অহো তে করচরণানাং শৈত্যমপূর্ব্বং যৎসংস্পর্শে নৈবাস্মৎসন্তাপো নির্বাপণস্তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরে-বাসীতি ব্যাজস্তুত্যা স্তুত্বা ঈষৎকুপিতাস্তদ্দর্শনানন্দস্বভাবত এব বিনষ্টিভূতকোপস্য শেষভাগবত্য ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** অতঃপর সঙ্গমেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণকে রতিক্রিয়া-দানে অনিচ্ছুক গোপীদের চেষ্টা বলা হচ্ছে, **সভাজয়িত্বা ইতি—সহাসলীলেক্ষণ ইত্যাদি**— সহাসলীলা-কটাক্ষময় ভ্রূদ্বারা **অনঙ্গদীপনং**— নিজের বা গোপীদের কামোদ্দীপক কৃষ্ণকে **সভাজয়িত্বা**— তদুচিত ভাবের দ্বারাই গোপীগণ সম্মান করলেন। তৎপর 'পূর্বে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলে, আর এখন এসেছ সঙ্গমেচ্ছায়' এইরূপ প্রণয়কোপ গোপন করার জন্য **সংস্পর্শন ইত্যাদি**—কৃষ্ণের কর-চরণ কোলে তুলে নিয়ে স্তুতি করতে লাগলেন। **অঙ্ককৃতয়োঃ**— কৃষ্ণই গোপীদের কোলে তাঁর কর-চরণ স্থাপন করলেন, বা গোপীরা নিজেরাই কৃষ্ণের কোলে তাঁদের কর-চরণ স্থাপন করলেন। কৃষ্ণের কর-চরণের স্পর্শ সুখে গোপীরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন—অহো তোমার কর-চরণের শীতলতা অপূর্ব;, যার সংস্পর্শে আমাদের বিরহসন্তাপ জুড়িয়ে গেল, তাই সত্যই তুমি সন্তাপদুঃখ-অনভিজ্ঞ সদা সুখী চন্দ্রই, এইরূপে ব্যাজস্তুতি দ্বারা স্তব করবার পর ঈষৎ কুপিতা হলেন—অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন-আনন্দ স্বভাবেই তাঁদের কোপ চলে গেল বটে, কিন্তু রেখে গেল তার রেশটুকু মনের মধ্যে। মনের এই অবস্থাতে তারা বলতে লাগলেন। বি° ১৫॥

শ্রীগোপ্য উচুঃ।

১৬। ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** শ্রীগোপ্য উচুঃ—ভোঃ [কৃষ্ণ] একে ভজতঃ (প্রাণিনঃ) অনু (পশ্চাৎ তদ্ভজনানুসারেণ ইত্যর্থঃ) ভজন্তি, একে (জনাঃ) এতদ্বিপর্যয়ং (এতস্য পূর্ব্বোক্তস্য বিপরীতং অভজতোঽপি জনান্ ভজন্তীত্যর্থঃ), একে [জনাঃ] উভয়ান্ (ভজন্তঃ অভজতশ্চ) ন ভজন্তি, এতৎ (প্রশ্নত্রয়ং) সাধু [যথাস্যাত্তথা] ব্রূহি।

১৬। **মূলানুবাদঃ** (কথার মারপেঁচে ফেলে এমন আটকে দিবেন যেন নিজগোপীজন-ত্যাগ করে আর চলে যেতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যেই গোপীদের এই প্রশ্ন পরিপাটি) গোপীগণ জিজ্ঞাসা করলেন— (১) কেউ ভজনকারীকেই কেবল ভজন করে। (২) কেউ ভজন না-করা জনকেও ভজন করে। (৩) কেউ ভজন করা জন ও ভজন না-করা জন এই উভয়ের মধ্যে কাউকেই ভজে না। ওহে কৃষ্ণ! এই প্রশ্নত্রয়ের যথার্থ উত্তর দেও—এই সব জন কারা?

১৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা ঃ** অথ সেয়ং পরিপাটী স্বত্যাগ-পরিহারার্থমেব তাভিঃ কৃতেতি বোধয়ন্নাহ—গোপ্য উচুরিতি। তত্র চৈতদিতি উভয়ান্ ভজতশ্চাভজতশ্চ ন ভজন্তীত্যন্তং প্রশ্নত্রয়ম্, সাধু যথা স্যাত্তথা ব্রূহীত্যর্থঃ। তে তে কে? কিংবা তেষাং ফলং তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য কথয়েত্যর্থঃ। ভো ইতি সম্বোধনেনাবধাপয়ন্তি। স্বস্মিন্ দোষ-পর্য্যবস্যন-শঙ্কয়া তস্য মনোঽনভিনিবেশানুকরণাৎ। জী⁰ ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ ঃ** কথার মারপেঁচে ফেলে এমন আটকাবেন যেন আর নিজেদের ছেড়ে কৃষ্ণ চলে যেতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যেই গোপীদের এই প্রশ্ন-পরিপাটি—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপ্য উচুঃ। এতৎ—এই প্রশ্নত্রয়—যথা (১) কেউ ভজনকারীকেই কেবল ভজে। (২) কেউ ভজন না-করা জনকেও ভজে। (৩) কেউ ভজন-করা জন ও ভজন না-করা জন এই উভয়ের মধ্যে কাউকেই ভজে না। —এই প্রশ্নত্রয়ের **সাধু** যথার্থ উত্তর দেও—এই সব জন কারা? কিম্বা তাঁদের প্রাপ্য ফল কি? এ সবকিছুই বিবেচনা করে বল। **ভো**—ওহে কৃষ্ণ! এইরূপে সম্বোধন করে কৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন—কারণ তাঁরা লক্ষ্য করলেন নিজেতে দোষ-পর্য্যাবসান বা হয়ে যায়, এই অশঙ্কায় কৃষ্ণ যেন মনের অসাবধানতার ভাব দেখাচ্ছেন। জী⁰ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতং—অস্য যদয়ং প্রেমিমুকুটমণিরপ্যস্মানেবং দুরবস্থামলম্ভয়ত্তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃ। ভোঃ কৃষ্ণ, তবাস্মাসু প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমানা অপি বিচারতো ন ঘটন্তে। তত্র প্রীতিঃ সোপাধির্নিরুপাধি র্বা? নাদ্যা সোপাধিপ্রীতিমান্ কিল স্বকামসম্পাদক-জনাননুরঞ্জয়ত্যেব নতু বিরঞ্জয়তি। ত্বন্তস্মান্ স্ববিরহাগ্নাবধাক্ষীরেব বধার্থম্। নাপি পরা, নিশি ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্ত্যাগাদস্মৎকষ্টদ্রষ্টুরপি তব ক্লমানুৎপত্তেশ্চ। নাপ্যৌদাসীন্যমস্মৎসুখদুঃখসাধকত্বদর্শনাৎ। নাপি দ্রোহঃ, স কিং শাশ্বত্বিকঃ প্রাতিকুল্যনিবন্ধনো বা। নাদ্যঃ, তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অস্মাসু তৎপ্রাতিকূল্যাভাবাৎ।

কিন্ত্বাশ্বস্তপরিচারকজিঘাংসালক্ষণোবিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তস্যৈবোদাহরণীভবতা ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্ফুটং ন বাচ্যং, কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গ্যা তথা কিঞ্চন প্রষ্টব্যং যথায়মেব যথার্থতয়া তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি সহৃদয়ত্বাত্তুল্যমনোগতবিমর্শাস্তা। ভো মহাপ্রাজ্ঞ, কৃষ্ণ, একামস্মাকমর্থপ্রহেলিকাং ব্যাচক্ষ্বেত্যাহুঃ,—ভজতো জনান্ অনুলক্ষ্যীকৃত্যৈব ভজন্তি। একে জনাঃ সাপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র সাপেক্ষ্যবস্তুলাভে সতি নাপি ভজন্তীতি সোপাধিপ্রীতিরায়াতা। এতদ্বিপর্য্যয়ং যথা স্যাত্তথা ভজন্তি একেঽভজতোঽপি ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র স্বাপেক্ষ্যফলান্তরানুদ্দেশাৎ ভজনত্যাগতো বা ইতি নিরুপাধিপ্রীতিরায়াতা, অন্যে নোভয়ান্ ভজন্তীতি সাপেক্ষমপি নিরপেক্ষমপি নৈব ভজন্তীত্যৌদাসীন্যমায়াতম্। দ্বেষো দ্রোহশ্চাপ্যভজনং ভবেদিতি তাবপ্যায়তাবিত্যত এতদ্বিবরণে এবমেব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদধিকমপি ব্যক্তীকরিষ্যতে ভগবতা। এতন্নো ব্রূহীত্যেতে খলু কে এতদ্ভজনমভজনং বা কিং তদ্‌ব্রূহীত্যর্থঃ। এতে চ এতচ্চ এতদিতি "নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যতরস্যা" মিত্যেকশেষৈকত্বে। সাধু যথার্থমেব ব্রূহি বৈয়ধিকরণ্যং মুঞ্চন্নিত্যর্থঃ। বি° ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** প্রস্তুত বিষয়ে গোপীগণ প্রত্যেকে আপন আপন মনে বিচার করতে লাগলেন। যদি এ প্রেমিমুকুটমণি হয়েও আমাদিকে এরূপ দুরবস্থায় ফেলেছিলো, তা হলে একে এরূপ জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন— ওহে কৃষ্ণ! আমাদের প্রতি তোমার কি প্রীতি, কি ঔদাসীন্য, কি দ্রোহভাব। এই পক্ষত্রয়ের সম্ভাবনা থাকলেও বিচারে কোনটাই টেকে না। আবার তোমার এই প্রীতি সোপাধি কি নিরুপাধি। সোপাধি হতে পারে না, কারণ সোপাধি প্রীতিমান্ জন নিজের কাম-সম্পাদক জনদের মনোরঞ্জন করে থাকে, দুঃখ দান করে না। তুমিতো আমাদিকে বিরহাগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলে বধের জন্য। তোমার প্রীতি নিরুপাধিও নয়—কারণ গভীর রাত্রিতে ঘোরবন-মধ্যে আমাদিকে ত্যাগ হেতু আমাদের কষ্ট দেখতে তোমার মনে গ্লানিবোধ জন্মেনি। এতেই একটা কিছু উপাধি অর্থাৎ উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আমাদের প্রতি তুমি যে উদাসীন, তাও না—এ বুঝা যায়, আমাদের সম্বন্ধে তোমার ক্রিয়াকলাপ সুখ দুঃখের সাধন দেখে। আমাদের প্রতি তোমার দ্রোহভাবও নেই— সে নিত্যদ্রোহই হোক, বা অন্যের প্রতিকূলতা নিবন্ধই হোক। — প্রথমটি নয়, কারণ নিত্যদ্রোহ তো দেখা যায় না; আর দ্বিতীয়টিও নয়, কারণ আমাদের মধ্যে সেই প্রাতিকূল্যও নেই। কিন্তু বিশ্বস্ত দাসী হননেচ্ছারূপ বিলক্ষণ কোনও দ্রোহ, যা জগতে আছে, তার উদাহরণস্বরূপ তুমি-ইত্যাদি কথা আমাদের স্বমুখে স্পষ্ট বলা উচিত নয়, কিন্তু হেঁয়ালির ভঙ্গীতে সেইরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন হবে, যাতে যথার্থরূপে তার উত্তর দিতে গিয়ে কৃষ্ণ নিজেই 'বিশ্বস্ত দাসী হননেচ্ছা' প্রভৃতি অর্থ-প্রকাশক উত্তরই দিয়ে দিবে। গোপীরা একমনা হওয়া হেতু তাঁদের মনোগত পরামর্শও তুল্যই হল। এই তুল্যমনা গোপীগণ বলতে লাগলেন —"ওহে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ, আমাদের এই হেঁয়ালির অর্থ বিচার করে বলতো দেখি— **ভজতোহনুভজন্ত্যেক**—একশ্রেণীর লোক আছে, যারা নিজের ভজনকারীকেই কেবল

শ্রীভগবানুবাচ ।

১৭। মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥

১৭। **অন্বয় ঃ** [হে] সখ্যঃ ! যে (জনাঃ) মিথঃ (পরস্পরং, উপকার প্রত্যুপকার অপেক্ষয়া) ভজন্তি তে (জনাঃ) স্বার্থৈকান্তোত্মমাঃ (স্বার্থে এব 'একান্তঃ' তন্মাত্রনিষ্ঠ উত্মমঃ যেষাং (ত) হি নিশ্চিতং) স্বাত্মানাং হি তৎ (মিথোভজনং) নান্যথা (অন্যথা ন স্যাৎ) তত্র (তেষু) সৌহৃদং (প্রেম) ধর্মঃ ন [অস্তি ইতি শেষ]।

১৭। **মূলানুবাদ ঃ** (গোপীদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তিনটি শ্লোকে উত্তর দিচ্ছেন, এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তর—)

হে সখীগণ ! উপকার প্রত্যুপকারের অপেক্ষায় যারা পরস্পর ভজন করে থাকে, তাদের উত্থম একমাত্র স্বার্থ-সিদ্ধিতে। একথা নিশ্চয় যে, তারা নিজ আত্মাকেই ভজন করে থাকে। সুতরাং এরূপ ভজনে সৌহার্দ্যও নেই, ধর্মও নেই। এই পরস্পর ভজন ভিন্ন প্রকার হয় না।

ভজন করে। এদের ভজন অপেক্ষাযুক্ত। যে বস্তুর অপেক্ষায় এরা ভজন করে, সেই বস্তু না পেলেই আর ভজন করে না—এখানে প্রীতি সোপাধিক। এক **এতৎবিপর্যয়ম্**— অন্য একশ্রেণীর লোক আছে, যারা এর বিপরীত অর্থাৎ অন্য একশ্রেণীর লোক ভজন না-করা জনকেও ভজন করে অর্থাৎ নিরপেক্ষ-ভাবে ভজন করে। এখানে নিজের জন্য কোনও অন্য ফলের উদ্দেশ্য না থাকায়, বা ভজন অপেক্ষা না থাকায় ইহা নিরুপাধি প্রীতি। **নোভয়াংশ্চ**— অন্য একশ্রেণীর লোক আছে যারা কাউকেই ভজে না—তাকে কেউ ভজুক বা না ভজুক—সাপেক্ষ কি নিরপেক্ষ কোন প্রশ্ন নেই— এ উদাসীনতা। ঈর্ষা ও শত্রুতা দুই-ই এই 'অভজা' শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে, কজেই পৃথক্ ভাবে এখানে এদের উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণের উত্তরের মধ্যে এইরূপ কিছু কিছু, এমনকি অধিকও ব্যক্ত হবে। **এতন্নোব্রূহি**—এই যাঁদের কথা বলা হল এরা কারা? এই ভজন অভজনই বা কি? তা আমাদিকে বল। **সাধু**—অসঙ্গত ভাব পরিত্যাগ করত যথার্থ বল। বি° ১৬॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** স্বার্থোঽত্র স্বীয়ং দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ ফলম্। 'ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্' (শ্রীভা ১১।২।৬) ইতি ন্যায়েন যজ্ঞাদিসন্তোষিতাভির্দেবতাদিভিরপি গোমহিষ্যাদিভির্দুগ্ধাদিক-মিব স্বর্গাদিকং দীয়ত ইতি, তস্মিন্নেকান্তস্তন্মাত্রনিষ্ঠ উত্মমো যেষাং তে। 'ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ' ইতি প্রসিদ্ধমপি তদ্দ্বয়ং বক্ষ্যমাণরীত্যা সাপবাদমেব মন্যামহে ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্য স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থত্বেঽপ্যর্থ কামাভ্যাং পরিবর্ত্তনায় বিনিয়োগাপাতাৎ সৌহৃদস্য চ কৈতবময়ত্বাদিতি ভাবঃ। হি নিশ্চয়ে। অন্যথা উক্তাদন্যপ্রকারেণ তন্মিথো ভজনং ন স্যাৎ। যদ্বা, তত্র মিথ্যাত্বং নাস্তীত্যর্থঃ ; তত্র হেতুঃ—সখ্য ইতি, সখ্যৈনৈব কথনাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্রাত্ম-নোঽপি তাসু তাদৃশভজনশঙ্কাং সহজসখ্যোল্লেখেন পরিহরন্ সম্বোধয়তি—হে সখ্য ইতি। অন্যৈস্তৈঃ। অত্রাতো ন সুখমিত্যর্থবলাদ্ব্যাখ্যাতং, যত্তপি তত্রাপি দৃষ্টসুখং ঘটেত, তথাপি সৌহৃদরাহিত্যেনোত্তমানাং সুখবুদ্ধির্ন জায়ত ইতি ভাবঃ। কিন্তু পাঠোঽয়ং কল্পিত ইব লক্ষ্যতে। উত্তরত্রৈতৎপ্রতিযোগিবাক্যেঽপি নাপেক্ষিতব্য ইতি। স্বার্থার্থমিতি

পাঠোঽপি চিৎসুখাদীনাং বহূনাং সম্মতঃ । তত্র তদ্ভজনমন্যথা প্রতীয়মানমপি স্বপ্রয়োজনার্থমেবেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ : স্বার্থৈকান্তোদ্যমা—** এখানে 'স্বার্থ' দ্বিবিধ —দৃষ্ট ফল, ধন সম্পত্তি যা চোখে দেখা যায় ও অদৃষ্ট ফল, স্বর্গাদি যা চোখে দেখা যায় না। —"দেবতাদিগকে যে যেরূপ আরাধনা করে দেবতাদিও তাদিকে সেইরূপ আরাধনা করে থাকেন।" (শ্রী ভাঃ ১১।২।৬)—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যানুসারে কর্মমার্গে যজ্ঞাদি দ্বারা সম্যক্ প্রীত দেবতাগণ সাধককে জাগতিক ধনসম্পদ, স্বর্গ প্রভৃতি দিয়ে থাকে, যেমন না-কি গো-মহিষাদি তাঁদের পালনকারীকে দুগ্ধাদি দান করে থাকে। যারা উপকার প্রত্যুপকারের আশায় ভজন করে তারা ফলমাত্র নিষ্ঠ উদ্যমী পুরুষ —এখানে সৌহার্দ ও নেই ধর্মও নেই— এই বাক্য দুটি স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসাসূচক হলেও এখানে স্বার্থ প্রণোদিত হওয়ায় নিন্দনীয়ই হয়ে পড়েছে, 'ধর্ম' স্বতন্ত্র ভাবে পুরষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে পরিগণিত হলেও এখানে উক্ত সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র অর্থ-কামাদির জন্য হওয়ায়, আর সৌহার্দ কপটাদিময় হওয়ায় নিন্দনীয় হয়ে পড়েছে, এরূপ ভাব। **হি**—নিশ্চয়ে। **নান্যথা**—পরস্পর ভজনের কথা এই যেরূপ বলা হল, তার থেকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ অকপটে নিঃস্বার্থ ভাবে হতে পারে না। এই যা বলা হল, তার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। তার হেতু। **সখ্য ঃ**— হে সখিগণ, তোমরা যে আমার সখী, সখীর সঙ্গে কথায় মিথ্যার আশ্রয় কেউ নেয় না। অথবা, এখানে গোপীদের প্রতি আমার নিজেরও তাদৃশ ভজনই না-কি, এরূপ আশঙ্কা পরিহারের জন্য সহজ বন্ধুত্বের উল্লেখে সম্বোধন করলেন—হে সেখ্য ইতি। আর যা কিছু স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামিপাদের টীকায় বলা হল, 'সৌহার্দ না থাকায় সুখও নেই' —অর্থ বলে এরূপ ব্যাখ্যা যদিও করা হল, তা হলেও ধনাদি প্রাপ্তিতে দৃষ্ট সুখ তো হয়ই—তথাপি সৌহার্দ না থাকায় উত্তম প্রকৃতি জনদের সুখবৃদ্ধি হয় না, এরূপ ভাব। স্বামিপাদের টীকার 'স্বাত্মানং' পাঠ কল্পিত বলেই মনে হয়। কেন-না পরে এর সমকক্ষ বাক্যেও গণনীয় নয়। পাঠ দুই প্রকার—'স্বাত্মানাং ও স্বার্থার্থং। স্বার্থর্থং পাঠ চিৎসুখাদি বহুজনের সম্মত। এই শ্লোকে, যে ভজনের কথা বলা হল, তা বিপরীত অর্থাৎ অন্যের জন্য মনে হলেও স্বপ্রয়োজনের জন্যই হয়ে থাকে জী০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব** টীকা ঃ বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ,—মিথ ইতি। উপকারপ্রত্যুপকারাপেক্ষয়া যে মিথো ভজন্তি তে স্বার্থে দৃষ্টাদৃষ্ট স্বীয়ফলার্থ এব একান্ত উদ্যমো যেষাং তে হি নিশ্চিতং স্বাত্মানমেব ভজন্তি নান্যং তন্মিথোভজনং নান্যথা অন্যথা ন স্যাৎ। অতস্তে স্বার্থপরাঃ সোপাধিপ্রীতিমন্তঃ কামিন এবেত্যর্থঃ। তত্র তেষু সৌহৃদং প্রেম নাস্তি। ধর্ম্ম ইত্যুত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা নিরপবাদো ধর্ম্মশ্চ ন। "স্বাত্মার্থ"-মিতি পাঠে তদিত্যস্য বিশেষণমেতৎ ॥ বি০ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গোপীদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন— মিথো ইতি। উপকার প্রত্যুপকারের অপেক্ষায় যারা মিথো—পরস্পর ভজন করে তারা **স্বার্থে**—

১৮। ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

১৮। **অন্বয়ঃ** [হে] সুমধ্যমা! পিতরৌ যথা [পুত্রান্ ভজতং তথা] যে জনাঃ অভজতঃ [জনান্] ভজন্তি [তে] বৈ করুণাঃ (কারুণিকাঃ) অত্র (অভজৎভজনে) নিরপবাদঃ (নির্ব্বাধঃ) ধর্ম সৌহৃত্যঞ্চ [অস্তি]।

১৮। **মূলানুবাদঃ** দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—

হে সুন্দরীগণ! ভজন করে না এমন জনদেরও যাঁরা ভজন করে, তাঁরা দুই প্রকার—প্রহ্লাদাদি কৃপালু জন ও পিতা-মাতা। এই উভেয়েতেই ধর্ম ও প্রেম অক্ষয়।

স্বীয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্যই একান্ত উদ্যম করে থাকে—**হি**—এ কথা নিশ্চয় যে এরা **স্বাত্মানং**—নিজ আত্মাকেই ভজন করে থাকে। অন্য কাউকে নয়। তৎ—পরস্পর ভজন যেহেতু অন্যপ্রকার হয় না, তাই এই ভজনকারীরা স্বার্থপর এবং সোপাধিক প্রীতিমন্ত কামী। এইসব ভজনকারিদের মধ্যে **সৌহৃদং**—প্রেম নেই। **ধর্ম্মঃ**—পরের শ্লোকার্থ দৃষ্টে নিরঙ্কুশ ধর্ম্মও নেই। পাঠভেদ 'স্বার্থার্থম্'। এই পাঠে এই পদটি 'তৎ' পদের বিশেষণ। বি০ ১৭॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা**ঃ বৈ প্রসিদ্ধৌ, যত্তেত্যুভয়েষামুদাহরণার্থং পিতরৌ চ ইতি চকারোঽধ্যাহার্য্যঃ, নিরপবাদো বিপ্রতিপত্তিরহিত ইত্যর্থঃ। সৌহৃদঞ্চ নিরপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি সর্ব্ব-সল্লক্ষণোপলক্ষণত্বেন তাদৃশ গুণত্বং যুষ্মাসু ভাত্যেবেতি ভবত্য এব তত্র সাক্ষিণ্য ইতি ভাবঃ! ইদঞ্চ তাসামাত্ম-ভজনার্থং চাতুর্য্যম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পূর্ব্বং সোপাধিভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি সৌহৃদ-ধর্ম্ময়োঃ সাপবাদত্বমুক্ত্বা সম্প্রতি নিরুপাধি-ভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি তয়োর্নিরপবাদত্বমাহ—তত্রাপ্যুদাহরণীকৃতানাং করুণানাং পিত্রোরপ্যবিশেষমাহ—ভজন্ত্যভজত ইতি। করুণেষু সৌহৃদস্যাপি স্পষ্টত্বাৎ, পিত্রোঃ পুত্রাদিপালনস্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম-সহায়ত্বাদ্ধর্ম্মস্যাপি সামান্যতঃ প্রাপ্তেঃ। জী০ ১৮।

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **বৈ**—প্রসিদ্ধিতে। **যথা**—যথা করুণগণ ও যথা পিতা-মাতা, এইরূপে উভয়েরই' উদাহরণার্থ 'পিতরৌ' পদের সহিত 'চ' কার আরোপ করা হল। **ধর্ম্মঃ নিরপবাদ** অক্ষয় ধর্ম। **সৌহৃদঞ্চ**—সৌহার্দ ও অক্ষয়। **হে সুমধ্যমা**—হে সুন্দরীগণ, এখানে 'সুন্দরী' পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে, কাজেই এই গোপীগণ যে সর্বগুণে গুণান্বিত তাই বুঝানো হল। সর্বগুণের মধ্যে 'ভজন না-করা জনকেও ভজন করারূপ' গুণটি তোমাদিগেতে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাচ্ছে অর্থাৎ তোমরাই এই গুণের সাক্ষী, এরূপ ভাব। এও কৃষ্ণের এক চাতুরী, গোপীদের দিয়ে নিজের ভজন করাবার জন্য। শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা হে সুন্দরীগণ, যারা অভজনকারীকে ভজন করে, তারা দ্বিবিধ—করুণ ও স্নিগ্ধ। এতে যথাক্রমে ধর্ম ও কাম হয়ে থাকে। অথবা, পূর্বে স্বার্থসিদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত ভজনকারী উদ্দীষ্ট হয়েছে এবং সেখানে যে, সৌহার্দ ও ধর্ম নেই, তাও বলা হয়েছে। অতঃপর এখানে নিরুপাধি অর্থাৎ স্বার্থশূন্য ভজনকারীর কথা উদ্দীষ্ট হচ্ছে এবং সেখানে যে সংশয় রহিত ধর্ম, তাও বলা হচ্ছে এবং সেখানে যে,

১৯। ভজতোঽপি নবৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** কেচিত্তু ভজতঃ অপি জনান্ ন ভজন্তি কুতঃ অভজতঃ [তে তু চতুর্বিধাঃ অভিধীয়ন্তে তে কে? ইত্যাহ] আত্মারামা আপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ হি (ইতি প্রসিদ্ধমস্তি)।

১৯। **মূলানুবাদঃ** তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—

কেউ কেউ ভজনকারীকেও ভজন করে না, অভজনকারীর কথা আর বলবার কি আছে? এরা চার প্রকার, যথা আত্মারাম, পূর্ণকাম, অকৃতজ্ঞ এবং গুরুদ্রুহ অর্থাৎ নির্হেতুক দ্রোহকারী।

উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেই করুণদের ও পিতা-মাতার মধ্যে যে বিশেষ নেই, তাও বলা হয়েছে, যথা—ভজন্ত্যভজত ইতি। করুণদের মধ্যে সৌহার্দের ভাবও স্পষ্ট দেখা যায়। পিতা-মাতার যে পুত্রাদি পালন, তা গার্হস্থ্য ধর্মের সহায় হওয়া হেতু ধর্মও সামান্যভাবে হয়ে থাকে। জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—অভজতো যে ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। তে নিঃসম্বন্ধ-সসম্বন্ধ-ভেদাদ্দ্বিবিধাঃ। করুণা যথা পিতরৌ যথেতি। তত্র করুণাঃ শুদ্ধভক্তাস্তেষ্বেব প্রহ্লাদাদিষু নিরুপাধিকরুণস্যোদয়দর্শনাদিতি। দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যাৎ উভয়েঽপি প্রত্যুপকারানপেক্ষিণস্তদ্দুঃখসুখাভ্যাং দুঃখসুখবন্তো ভজনং প্রাণান্তেঽপি ন ত্যজন্তি পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠাঃ। উত্তরে অবরাঃ। অত্র এষুউভয়েষ্বেব ধর্ম্মো নিরপবাদঃ ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যাদনশ্বরঃ সৌহৃদং প্রেম চ নিরপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি। শ্লেষেণ শোভনঃ মধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং তাঃ। বিগীতোদাহরণত্বাদাদ্যন্তৌ প্রশ্নৌ বিগীতাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, শোভনং মধ্যমমুত্তরং যাস্বেব, মধ্যমস্য প্রত্যুত্তরস্যাস্য ভবত্য এবোদাহরণানীত্যর্থঃ। বি° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে—**ভজন্ত্যভজতো** যে—ভজন করে না, এমন জনদেরও যারা ভজন করে—অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে যারা ভজন করে তারা সম্বন্ধশূন্য ও সম্বন্ধযুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা কৃপালুজন ও পিতা-মাতা। এর মধ্যে কৃপালু হলেন শুদ্ধভক্ত—এই শুদ্ধভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদাদিতে নিরুপাধি কৃপার উদয় দেখা যায়। দুইটি দৃষ্টান্ত হওয়া হেতু উভয়েই প্রত্যুপকারের অপেক্ষা রাখে না—সেই ভজন না-করা জনের সুখ-দুঃখেও প্রহ্লাদাদি শুদ্ধভক্তের ও পিতা-মাতার সুখ-দুঃখ হয়ে থাকে—কিন্তু প্রাণান্তেও তাদের ভজন ত্যাগ করেন না। —এর মধ্যে প্রহ্লাদাদি শ্রেষ্ঠ, আর পিতা-মাতা কনিষ্ঠ। এই উভয়েতেই ধর্ম নিরপবাদঃ— ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় অক্ষয়, সৌহৃদং—প্রেমও অক্ষয়। **সুমধ্যমাঃ**— হে সুন্দরীগণ। অর্থান্তর—তোমাদের শোভন প্রশ্ন মধ্যখানেই স্থাপন করা হয়েছে। আমার উত্তরে নিন্দিত উদাহরণ হেতু বুঝাই যাচ্ছে, প্রথম ও শেষের প্রশ্ন দুটি নিন্দিত। অথবা এই শোভন মধ্যের উত্তর যাদের প্রতি প্রযোজ্য তারা-তো সেই তোমরাই অর্থাৎ এই মধ্যের প্রত্যুত্তরের উদাহরণ স্বরূপ তোমরাই। বি° ১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকা ঃ** বৈ এব, নৈব ভজন্তি, হি প্রসিদ্ধৌ, এবমকৃতজ্ঞানামজ্ঞত্বেনাভজনমভিপ্রেতং, জ্ঞাত্বাপি যে ন ভজন্তি, তে তু অশেষদোষযুক্তা ইত্যাহ—গুর্ব্বিতি, গুরূপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। প্রাণদণ্ডোচিত-বিপ্রাদেরিব তাদৃশস্যোপেক্ষা এব দ্রোহ ইতি। অত্র তু পদার্থে তাৎপর্য্যং নাস্তি, কিন্তু গৌণ্যা বৃত্ত্যা কাঠিন্য এবেতি শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকোটিগততা-মননেঽপি দোষান্তরং শঙ্কনীয়মিতি। কৃতোপকারোপেক্ষকা গম্যন্তে ; তেন চ তেষামর্থধর্ম্মসৌহৃদ-দয়াপেক্ষারাহিত্যং ব্যজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী⁰ ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ⁰ তো⁰ টীকানুবাদ ঃ** বৈ 'এব' নিশ্চয়ার্থে। **নৈবভজন্তি**—ভজন করে না। **হি**—এ প্রসিদ্ধই আছে। **অকৃতজ্ঞা**—এই পদের অভিপ্রায় এরা অজ্ঞতা নিবন্ধন ভজন করে না, এদের দোষ কম ; কিন্তু জেনেও যারা ভজন করে না, তারা অশেষ দোষযুক্ত—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গুরুদ্রুহঃ**—গুরুকে উপেক্ষাকারী। —যার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত, এরূপ বিপ্রকেও উপেক্ষা করলে যেমন দ্রোহ করা হয়, সেইরূপ গুরুর অর্থাৎ উপকারীজনকে উপেক্ষাও দ্রোহ। এখানে 'গুরুদ্রোহা' শব্দটির যথাদৃষ্ট অর্থে বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কিন্তু গোণীবৃত্তিদ্বারা উপকারীকৃত উপকার-উপেক্ষককে বুঝা যায়। এর দ্বারা আরও বুঝা যায়, এদের অর্থ-ধর্ম-সৌহার্দ ও দয়ার অপেক্ষা রাহিত্য। জী⁰ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** তৃতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—ভজতোঽপীতি। তে যথোত্তরন্যূনাশ্চতুর্ব্বিধাঃ। আত্মারামাঃ অবহির্দৃশ একে। অন্যে আপ্তকামাঃ বহির্দশিত্বেঽপি স্বত এব পূর্ণকামত্বেন ন পরত্বো ভোগেচ্ছবঃ। অপরে অকৃতজ্ঞাঃ পরতো ভোগেচ্ছুত্বেঽপি পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন জানন্তি। অন্যে গুরুদ্রুহঃ পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন মন্যন্তাং প্রত্যুত তেভ্যো গুরু অধিকং দ্রুহ্যন্তি তে নির্হেতুক দ্রোহিণঃ। সহেতুক-দ্রোহিণস্বল্পদ্রুহঃ কৈমুত্যপ্রাপ্তত্বেন তদন্তর্ভূতা এব। তথা পালকত্বাৎ গুরবশ্চ তে দ্রুহশ্চেতি গুরুদ্রুহো, বিশ্বস্ত-ঘাতিনশ্চেতি ত্রিবিধদ্রোহোঽপ্যভজনমেব। ততশ্চ প্রথমপ্রশ্নোত্তরস্যোদাহরণমেকমেব। দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরস্য দ্বে, তৃতীয়প্রশ্নোস্যোত্তরস্য ষড়িত্যেবং নব। বি⁰ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গোপীদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন, 'ভজতো অপি' ইত্যাদি। কেউ কেউ ভজনকারীকেও ভজন করে না, অভজনকারীর কথা আর বলবার কি আছে? এরা আত্মারাম ইত্যাদি চারপ্রকার, পরপর ন্যূন। প্রথম **আত্মারামাঃ**—বাহ্যদৃষ্টিশূন্য, নিজ আত্মাতেই রমণশীল। দ্বিতীয় **আপ্তকামাঃ**—বাহ্যদৃষ্টি থাকলেও এরা স্বতঃই পূর্ণকাম, পরের থেকে ভোগেচ্ছা থাকে না। তৃতীয় **অকৃতজ্ঞ**—অন্যের থেকে ভোগপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকলেও পরের কৃত উপকারাদি সম্বন্ধে বোধশূন্য। চতুর্থ—**গুরুদ্রুহঃ**—পরের কৃত উপকারাদি তো মানেই না, উপরন্তু তাদিগে 'গুরু' অধিক দ্রোহ করে, এরা হল নির্হৈতুক দ্রোহকারী। সহেতুক দ্রোহকারিদের দ্রোহ অল্প ; তা হলেও কৈমুত্য প্রাপ্ত বলে গুরুদ্রোহের অন্তর্ভূক্তই। তথা পালক বলে যিনি 'গুরু' তাতে যে দ্রোহ, তা গুরুদ্রোহ, আর বিশ্বাসঘাতকতা এক গুরুদ্রোহ। এই ত্রিবিধ গুরুদ্রোহীই অভজনকারী। এই প্রকার প্রথম প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ একটি 'স্বার্থপরজন'।

২০। নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনোঽলব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥

২০। **অন্বয়ঃ** (হে) সখ্যঃ! অহন্তু অমীষাং (মাং ভজতাং জন্তূনাং) অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে (নিরন্তর ধ্যানানাং বৃত্তি যস্মাৎ তস্মৈ) ভজতঃ অপি জন্তূন্ ন ভজামি (এতদ্দৃষ্টান্তমাহ) যথা অধনঃ (নির্ধন পুমান্) লব্ধধনে (প্রাপ্তধনে) বিনষ্টে (সতি) তচ্চিন্তয়া নিভৃতঃ (ব্যাপ্ত সন্) অন্যৎ (ক্ষুৎপিপসাদ্যপি) ন বেদ (ন জানাতি)।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** (কৃষ্ণ যদি বলেন, আমি আত্মারামাদি চার শ্রেণীর মধ্যে কোনটাতেই পড়ি না, এরূপ কথার আশঙ্কায় গোপীরা যেন প্রশ্ন করলেন, তা হলে তুমি কোন শ্রেণীতে পড়, এরই উত্তরে কৃষ্ণ অন্য এক শ্রেণীর অবতারণা করছেন—)

হে সখীগণ! ধ্যানের নৈরন্তর্য যার ফলে লাভ হয় সেই প্রেমপরিপাক-বৈশিষ্ট্য সম্পাদনের জন্য ভজনকারী জনদেরও আমি ভজি না, যেমন নির্ধন পুরুষ লব্ধধন হারিয়ে গেলে সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে অন্য কিছুই জানে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ দুইটি (প্রহ্লাদাদি ভক্ত ও পিতা-মাতা)। এবং তৃতীয় প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ ছয়টি (আত্মারাম ইত্যাদি)। সর্বমোট নয়টি উদাহরণ। বি° ১৯॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবং তাসাং মতে তদাদিভিঃ সহ বিচিত্রক্রীড়য়া রমমাণস্য তস্যাত্মারামত্বাদিদ্বয়ং ন ঘটত এব, বিরহার্ত্তিপ্রদত্বেন, ন চ পূর্ব্বোক্তে সাপেক্ষনিরপেক্ষভজনে তাদৃশোত্তরাদিচাতুর্য্যেণ বিজ্ঞতাভিব্যক্তেন কৃত্বা চাকৃতজ্ঞত্বং, ততো গুরুধ্রুক্ত্বং নির্ব্বিশেষং কাঠিন্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যভিপ্রেত্য তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র চরমেতি পূর্ব্বং অকৃতজ্ঞতামাত্রমাপাদয়িতুমপৃচ্ছন্নধুনা তু ততোঽপি দোষবৈশিষ্ট্যপর্য্যবসানেন সন্তুষ্টা জাতা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যাতম্—অক্ষিনিকোচৈরিতি। অথবা কাঠিন্যাপাদনার্থ এবায়ং প্রশ্নোত্তম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অথাভজনেঽপি মম সর্ব্বেভ্যো ভজনকৃদ্ভ্যঃ উত্তমভজনত্বং, কিমুত ভজন ইত্যাহ—নেতি, তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে। আত্মারামাদিচাতুর্ব্বিধ্যরহিতোঽপ্যহং ভজতোঽপি জনান্ ন ভজামি; 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" ইত্যাদি-মদুক্তিভিস্তন্নিকটে স্থিতমপি স্বং তেভ্যো ন দর্শয়ামীত্যর্থঃ। নঞঃ সর্ব্বাদৌ প্রয়োগঃ, স্ববাক্যেনৈয স্বস্য যন্ত্রণাপত্ত্যা পরমবৈয়গ্র্যাৎ। হে সখ্য ইতি আত্মারামত্বাদিরাহিত্যমেব সাধিতম্। জন্তুনিত্যবিশেষাৎ সর্ব্বত্রৈবেদৃশো মম ব্যবহারো, ন তু ভবতীষ্বেবেতি নাত্মনি মমোদাসীন্যং শঙ্কনীয়মিতি ভাবঃ। কথং ন ভজসি? তত্রাহ—অমীষামিতি অনুবৃত্তীনাং নিরন্তরধ্যানানাং বৃত্তির্যস্মাত্তস্মৈ সন্তত প্রেমপ্রকর্ষায়েত্যর্থঃ। নন্বস্মাকং ত্বয্যনুবৃত্তিবৃত্তিঃ সদা বর্ত্তত এবেতি চেৎ, সত্যং, তথাপি বৈশিষ্ট্যার্থমিতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। বিশেষতো নষ্টে হারিত ইতি বৈয়গ্র্যবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব তচ্চিন্তয়া নিতরাং ভৃতো ব্যাপ্তঃ। তদেবং রূপগুণাদিনা সর্ব্ববশিত্বাৎ সর্ব্বার্থপূর্ণত্বেন প্রেমমাত্রসাপেক্ষত্বেন চ প্রত্যুপকারানপেক্ষতয়া সাম্যেঽপি করুণপিতৄনপ্যতিক্রম্য স্বস্য হিতৈষিত্বং দর্শিতং, স্বাদেয়-স্ববশীকার-সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি-স্বপ্রেমদানাৎ। তথা প্রিয়প্রেমরসা-স্বাদাধিক্যং চ বোধিতং, সন্তত-তদ্বর্দ্ধনলালসাৎ তদর্থং তদ্বিরহ-দুঃখসহনাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এরূপ হলে ব্রজদেবীদের মতে তাঁদের ও অন্যান্যদের সহিত বিচিত্রবিহারে রমমান কৃষ্ণের আত্মারাম-আপ্তকাম এই প্রথম দুইটি ভাব সম্ভব নয়। বিরহ-আর্তি প্রদাতা হওয়া হেতু পূর্বশ্লোকোক্ত সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ কোনরূপ ভজনকারীই যে তিনি নন, তা বুঝা যায়—আরও উত্তর দানের চাতুর্যে তার বিজ্ঞতাই অভিব্যক্ত হয়েছে, কাজেই তিনি যে 'অকৃতজ্ঞ' অর্থাৎ অন্যের কৃত উপকার বুঝতে পারেন না, তাও নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল গিয়ে ঐ শেষের 'গুরুদ্রোহে' অর্থাৎ নির্বিশেষ কাঠিন্যে—এই অভিপ্রায়েই শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। —শ্রীস্বামিপাদ তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন—প্রথমে ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের 'অজ্ঞতামাত্র' স্থাপনের ইচ্ছায় প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন, এখনতো তার থেকেও বেশী দোষবৈশিষ্ট্যেই গিয়ে দাঁড়াল তার নিজের উত্তরেই, কাজেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পরস্পর চোখ টেপাটেপি করে হাসতে লাগলেন। অথবা, কৃষ্ণের কাঠিন্য স্থাপনেচ্ছাতেই গোপীগণ প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন—এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন।

অতঃপর অভজনেও সকল ভজনকারী থেকে আমার দ্বারা উত্তম ভজন হয়ে যায়, ভজন করলে যে হয়, তা আর বলবার কি আছে? —এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ন ইতি। **তু**—ভিন্ন উপক্রমে অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে। আত্মারামাদি চতুর্বিধ দোষরহিত হয়েও আমি ভজনকারীকেও ভজি না! —"আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগিদের হৃদয়েও না। "হে নারদ আমি থাকি সেইখানে যেখানে আমার ভক্ত শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন করছে।" —আমার এই উক্তি অনুসারে ভক্তদের নিকটে থাকলেও তাদের কিন্তু আমি দেখা দেই না। **নাহং**—শ্লোকের আরম্ভই 'না' শব্দ দিয়ে—তার কারণ অতঃপর যা বলবেন, সেই কথার ধ্বনিতে গোপীদিকে না-ভজার কথাটাই আসবে, তাই ঐ কঠিন কথা মনে উদয় হতেই যন্ত্রনার কাতরতায় কথার খেই হারিয়ে গেল, অসংলগ্ন ভাবে প্রথমেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'নাহং'। **হে সখ্য**—'সখি' বলে সম্বোধন করে গোপীদের জানিয়ে দেওয়া হল আমি 'আত্মারাম' ইত্যাদি নই, আমি হলাম তোমাদের রমণ। **জন্তূন্**—জীব মাত্রকেই, এইরূপে অবিশেষ ভাবে বলাতে এই পদের ভাব হল, সর্বত্রই আমার ঈদৃশ ব্যবহার, কেবল যে তোমাদের প্রতি, তা নয়—তোমাদের প্রতি যে আমার উদাসীনতা আছে, এরূপ আশঙ্কা করবার কিছু নেই। তবে ভজনা কেন? **অমীষাং নুবৃত্তি-বৃত্তয়ে**—জীবমাত্রের ধ্যানের অবিচ্ছেদের জন্য ভজি না—'অনুবৃত্তি' নিরন্তর ধ্যানপ্রবাহের বৃত্তি যার ফলে লাভ হয় সেই 'বৃত্তয়ে' বৃত্তির জন্য অর্থাৎ প্রেমপ্রকর্ষ লাভ করাবার জন্য ভজি না—প্রেমপরিপাক অবস্থাতেই ধ্যানের নৈরন্তর্য লাভ হয়। যদি বল, তোমাতে আমাদের ধ্যানের নৈরন্তর্য তো সদাই বর্ত্তমান। এর উত্তরে, হ্যাঁ সেকথা ঠিকই, তথাপি এই প্রেম পরিপাকের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিচিত্রতা সম্পাদনের জন্য ভজি না। এই কথাটাই সদৃষ্টান্ত বলা

হচ্ছে—যথা ইতি। নির্ধন পুরুষের লব্ধধন হারিয়ে গেলে যেমন সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে অন্য কিছুই জানে না সেইরূপ। এখানে 'বিনষ্ট' পদের প্রয়োগে বৈয়গ্রবিশেষ দেখানো হল। **নিভৃত**—'নি' = নিতরাং অর্থাৎ অত্যন্ত 'ভৃত' ব্যাপ্ত অর্থাৎ মগ্ন হয়ে যায় চিন্তায়।

অতঃপর এইরূপে নামরূপগুণাদির শক্তিতে সর্ববশী হওয়া হেতু এবং সর্বার্থপূর্ণ বলে প্রেমমাত্র সাপেক্ষ হওয়া হেতু কৃষ্ণের প্রত্যুপকারের অপেক্ষা নেই, তাই সর্বত্র তার উদাসীনতা, সমভাব। এরূপ হলেও এখানে প্রহ্লাদাদি কৃপালু জন ও পিতামাতাকে অতিক্রম করত নিজস্ব হিতৈষিতা দেখালেন—নিজ অদেয়, নিজকে বশকারক, সর্বপুরুষার্থশিরোমণি নিজের প্রেম দান করে। আরও এখানে প্রিয়প্রেমরসে তাঁর আস্বাদন-আধিক্য জানালেন, এই রসে তাঁর নিরন্তর বর্ধন-লালসা দেখিয়ে ও সেজন্য গোপীবিরহ-জনিত দুঃখ-সহন দেখিয়ে। জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকা :** অত্র প্রথম-দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু ত্বং ন বর্ত্তসে। তৃতীয় প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু মধ্যে কতম ইতি চেৎ শৃণুত ভো? মন্মুখেনৈব মৎপরাজয়ং শুশ্রূষবো? মিথঃ স্মিতবিলসিতকটাক্ষ-নটনচাতুরীধুরীণাঃ সখ্যঃ, শৃণুত নারায়ণত্বেনাত্মারামাঃ পূর্ণকামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্রত্বাদনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ। গোপবালকত্বেনানধীতনীতি-শাস্ত্রত্বাদকৃতজ্ঞো ভবন্নপি নারায়ণত্বেনৈব সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কৃতজ্ঞশ্চ, সবিলাসাদিভির্মুহুঃ প্রণীতানামপি যুষ্মাকং সকৃন্মাত্রত্যাগেন দ্রোহাদগুরুধ্রুগপি ভবন্ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান্ন গুরুধ্রুক্ চ। তর্হি নিশ্চয়েন কো ভবতি ভবানিতি চেত্তত্রাহ,—নাহন্ত্বিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে। জন্তূন্ জীবমাত্রাণি ভজতোঽপ্যহং ন ভজামি তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদস্তত্রাহ,—অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তির্মদ্ভজনং তস্যা বৃত্তয়ে জীবিকায়ৈ। হে অবলাঃ, মদভিপ্রায়ং জ্ঞাতুমসমর্থাঃ। হন্ত হন্ত যমেবোদ্যমং করোমি স স এব বিফলীভবতি তস্মান্ময্যপরাধিন্যনুগ্রহলেশোঽপি কৃষ্ণস্য নাস্তি ধিঙ্মামিতি প্রতিক্ষণং নির্ব্বেদদৈন্যাদিবৃদ্ধ্যা কামক্রোধাদ্যনুপগমৈর্ভক্তিঃ প্রদীপ্তীভবত্যজাতপ্রেম্নাং, জাতপ্রেম্নান্তু অনুবৃত্তির্মদাসক্তিস্তস্যা জীবিকার্থং ন ভজামি দর্শনং দত্বাপ্যন্তর্দধামি তত এবানুবৃত্তিরাসক্তিঃ প্রবৃদ্ধীভবতি। তত্র জাতপ্রেমস্বেব দৃষ্টান্তঃ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ। অতো মাং ভজতাং মদনুবৃত্তিরেব বাঞ্ছিতা, তস্যা আধিক্যেন সম্পাদনাদহন্তান্ প্রকটমভজন্নপ্যপ্রকটমধিকমেব ভজামীত্যহমপি বস্তুতঃ করুন এব। দ্বিতীর প্রশ্নস্যোদাহরণীভূতো যথা ভবত্য ইত্যতো মম স্বদর্শনদানাদানে এব ভজনাভজনে ন ব্যাখ্যেয়ে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ" মিতি বস্তু প্রতিজ্ঞায়া অন্যথাভাবানর্হাদিতি ভাবঃ। বি° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ :** গোপীগণ যদি বলেন, আমাদের প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তরের উদাহরণ স্বার্থপর, করুণ ও পিতামাতার মধ্যে তুমি নও। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদাহরণ আত্মারামাদির মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীতে পড়, তাই একবার বল দেখি? এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—ওহে আমার মুখেই আমার পরাজয় শ্রবণেচ্ছু গোপীগণ! ওহে পরস্পর হাস্যবিলাসযুক্ত কটাক্ষের নটনচাতুরীচুড়ামণি সখিগণ! শোন, আমি নারায়ণরূপে 'আত্মারাম' ও পূর্ণকাম' হয়েও নন্দপুত্ররূপে না-আত্মারাম না পূর্ণকাম। আমি গোপবালকরূপে

২১। এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়া ॥

২১। **অন্বয়ঃ** [হে] প্রিয়া! হে অবলাঃ! মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ স্বানাং (মদর্থে ত্যক্ত লোকঃ বেদঃ জ্ঞাতয়শ্চ যাভিঃ তাসাং) (যুষ্মাকম্) ময়ি অনুবৃর্ত্তয়ে (নিরন্তর ধ্যানায়) অপরোক্ষং (অদর্শনং যথা স্যাৎ তথা) ভজতা (যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা) ময়া তিরোহিতং (অন্তর্ধানেন স্থিতং) তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাং) অসূয়িতুং (দোষারোপেণ দ্রষ্টুং) মাহথ (যূয়ং ন যোগ্যাঃ স্থঃ)।

২১। **মূলানুবাদ :** (গোপীদের প্রতি যে আজ এই জনসাধারণভাবে ব্যবহার, তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন কৃষ্ণ—)

হে অবলাগণ! তোমরা আমার বেণুধ্বনি শ্রবণে লোক-বেদ-ধন-জন সবকিছু পরিত্যাগ করে অনুরাগে ছুটে এসেছ, অহো সেই তোমাদের থেকেও অন্তর্ধান করে থাকলাম, চুপি চুপি প্রেমালাপ শ্রবণরত হয়ে আমি। এ অনুচিতই হয়েছে। তা হলেও আমি তোমাদের প্রিয়, তোমাদের পক্ষে এই প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা উচিত হবে না।

নীতিশাস্ত্র না পড়া হেতু অকৃতজ্ঞ হয়েও নারায়ণরূপে সর্বজ্ঞ হওয়া হেতু কৃতজ্ঞ। বিহারাদি দ্বারা বার বার সন্তুষ্ট তোমাদিকে মাত্র একবার ত্যাগরূপ দ্রোহেই গুরুদ্রোহী হলেও পুনরায় নিজ দর্শনানন্দ দান হেতু গুরুদ্রোহী নই। তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি কোন শ্রেণীর, বল দেখি—গোপীদের এরূপ প্রশ্নের উত্তরেই কৃষ্ণ বলছেন—নাহন্তু ইতি—'তু' ভিন্ন উপক্রমে অর্থাৎ অন্য এক শ্রেণীর অবতারণা করা হচ্ছে। আমার ভজনপরায়ণ হলেও জীবমাত্রকেই আমি ভজন করি না— কৃষ্ণের এরূপ কথার উত্তরে গোপীগণ যদি বলেন, এ আর পূর্ব থেকে কি ভিন্ন কথা হল? এরই উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—**অমীষামানুবৃত্তি বৃত্তয়ে**—এই ভজনপরায়ণদের যে আমার নামকীর্ত্তনাদি ভজন, তার 'বৃত্তয়ে' বৃত্তির জন্য, অর্থাৎ ভজনের জীবিকার প্রয়োজনে আমি তাদের ভজন করি না। **হে অবলাগণ**—অর্থাৎ আমার কথা বুঝতে অসমর্থা গোপীগণ! শোন—"আমার দেখা না পেয়ে ভজনপরায়ণদের চিত্তে এরূপ দৈন্যের উদয় হয়, যথা—হায় হায় আমি যা কিছুই উদ্যম প্রকাশ করিনা কেন, সব কিছুই বিফলতা প্রাপ্ত হচ্ছে, তাই বুঝতে পারছি, অপরাধী আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহলেশও নেই, আমাকে ধিক্ ধিক্, এরূপে প্রতিক্ষণ দৈন্যাদিবৃদ্ধি হেতু কামক্রোধাদির অনুপস্থিতিতে ভক্তি প্রদীপ্ত হয়ে উঠে—এই পর্যন্ত অজাত-প্রেমজনের অনুবৃত্তি বলা হল। জাতপ্রেম জনের অনুবৃত্তি কিন্তু ভিন্নরূপ, যথা— জাতপ্রেম জনের আমাতে যে আসক্তি, তার জীবিকার প্রয়োজনে ভজি না অর্থাৎ দর্শন দিয়েও অন্তর্ধান করে যাই, এতে 'অনুবৃত্তি' আসক্তি উচ্ছলিত হয়ে

উঠে। এই শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত তা জাতপ্রেম জনদের সম্বন্ধেই। যথা নির্ধনব্যক্তির প্রাপ্তধন হারালে সেই ধনের চিন্তাতেই **নিভৃতঃ**— পূর্ণ, শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্নদশাপ্রাপ্ত। **অন্যৎ—**ক্ষুৎ-পিপাসাদির বোধও থাকে না, সেইরূপ দশা জাতপ্রেম জনেরা প্রাপ্ত। —অতএব আমার ভজনকারী জনদের আমার প্রতি 'অনুবৃত্তি' আসক্তিই বাঞ্ছিত। এই আসক্তিকে অধিক অধিক বাড়িয়ে তোলার জন্য আমি তাঁদিকে প্রকাশ্যে ভজন না করলেও অপ্রকাশ্যে অর্থাৎ আড়ালে থেকে অধিক ভাবেই ভজন করি—কাজেই আমি বস্তুত করুণই, যেমন তোমরাই দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থাৎ 'অভজা জনকে কে ভজে' এই প্রশ্নের উদাহরণস্বরূপ। অতএব দর্শন-দানেই আমার দ্বারা ভজন হয়, আর দর্শন না দিলে ভজন হয় না, এরূপ ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ তা হলে ''আমাকে যে যে ভাবে ভজন করে, আমি তাদিকে সেইভাবে ভজন করি।' আমার এই প্রতিজ্ঞার অন্যায়াচরণ হয়ে যায়। বি° ২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অস্ত্যেব চ ভবতীনাং নিকট স্থিতবানস্মীত্যাহ—এবং দুহন্ত্যোঽভিষযুঃ, কাশ্চিদিত্যাদিপ্রকারেণ মদর্থেত্যাদি। হে অবলা ইতি তত্তৎপরিত্যাগে দুষ্করত্বং সূচয়তি। মাসূয়িতুমিত্যত্র হেতুবিশেষমপ্যাহ—প্রিয়ং প্রিয়া ইতি। হি নির্দ্ধারণে। যদ্বা, এবং যথাধন ইত্যাদিপ্রকারেণ বো যুষ্মাকং ময্যনুবৃত্তিবৃত্তয়ে এব ময়া তিরোহিতম্। 'পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২৫) ইত্যাদি-ভবদ্বাক্যানুসারেণাগ্রতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতৈব ভবদ্দৃষ্টিমাত্রাগোচরীবভূব ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বতা? পরোক্ষং ভজতা প্রেমালাপাদিকমনুমোদমানেন। তথানুগ্রহে হেতুঃ—মদর্থেতি। অন্যৈঃ। যদ্বা, মাদ্বয়ং নিষেধে, তথাপি প্রিয়ং মল্লক্ষণং মাসূয়িতুং মার্হথ, অপি তু ময়া দত্তদুঃখা যূয়মহৈর্থবেত্যর্থঃ। কুতঃ, প্রিয়ং প্রিয়াঃ। প্রিয়স্য প্রিয়াসু তথা কর্ত্তৃমযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতচ্চানুনয়চাতুর্য্যম্। জী° ২১॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** আজও তোমাদের নিকটেই আমি ছিলাম—এই আশয়ে বলা হচ্ছে,' 'এবং' ইতি। 'এবং' এই প্রকারে অর্থাৎ ''কেউ কেউ গাই দুইতে দুইতে তা ছেড়ে দিয়ে'' ইত্যাদি প্রকারে আমার জন্য লোকাপেক্ষা বেদধর্ম আত্মীয়স্বজন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছ। **হে অবলাঃ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল—দুর্বলের পক্ষে সেই সব ছেড়ে আসা দুষ্কর, তাও এসেছ। **মাসূয়িতুং**—আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া করা উচিত নয়, এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে—**প্রিয়ং প্রিয়াঃ**—আমরা একমাত্র অনাবিল প্রীতির টানে বদ্ধ, তোমাদিগেতে-আমাতে প্রিয়-প্রিয়া সম্বন্ধ। **হি**—নিশ্চয়ে? অথবা, **এবং**—এই প্রকারে অর্থাৎ ''যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি লব্ধধন হারিয়ে নিরন্তর সেই চিন্তায় ডুবে থাকে।'' ইত্যাদি প্রকারে তোমাদিগের 'অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে' অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আমি তিরোহিত হয়েছিলাম। —''স্পষ্টই এই সব পদচিহ্ন সকল মহাত্মা নন্দসূনুর।'' —(শ্রীভাঃ ১০।৩০।২৫) ইত্যাদি তোমাদের বাক্য অনুসারে আমি তোমাদের দৃষ্টিমাত্রেরই অগোচরীভূত ছিলাম। এ অবস্থায় থেকে করছিলে কি? এর উত্তরে তোমাদের নয়নের আড়ালে থেকে তোমাদের প্রেমালাপাদি আস্বাদনে

আনন্দলাভ করছিলাম। এরূপ অনুগ্রহের হেতু কি? এ বিষয়ে হেতু হল, **মদর্থে**:— আমার জন্য লোকাপেক্ষা প্রভৃতি ছেড়ে চলে আসা। আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। অথবা, নিষেধে দুটি 'মা' আছে শেষ চরণে। এখানে অর্থ—সবকিছু ছেড়ে এলে ঠিকই, তথাপি **প্রিয়**—ধীরললিত নায়ক আমাকে **মাসূয়িতুং মা+অর্হথ— অসূয়া** করতে না-পার তা নয়; পরন্তু 'অর্হথ' আমার দেওয়া দুঃখে পড়ে তোমরা তা করতেই পার, এরূপ অর্থ। কেন? প্রিয়ং প্রিয়াঃ— কারণ প্রিয়াদের প্রতি তো প্রিয়ের সেরূপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। জী০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকা**ঃ নন্থ, জন্তূন্ স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্নো জাতপ্রেম্নশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্তস্মাস্বপি তথৈব ত্বদ্ব্যবহরণাদ্বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ্ধ প্রিয়পদপয়োজপাংশুপরমাণবঃ সখ্যো যুষ্মাসু যদন্যসাধারণ্যেনাত্ম ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ,—এবং। যদ্বা, যথা তথৈবৈবমিত্যময়োক্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মদর্থে উজ্‌ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ। স্বান্যাত্মাত্মীয়ধনজ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি বস্তদ্বদনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণামন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ পরোক্ষমদর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো বা ভক্তা এবং সম্ভবেয়ুর্ন হেতাবতা অপ্যনুবৃত্তেরপরাবৃদ্ধিরস্তি, নহি পরমাণুপরমমহতোর্হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্যেতে। তস্মাদন্য প্রেমিভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিকপ্রতাপমহোৎকর্ষ-জিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মান্মা মাং প্রতি অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং নার্হথ। তত্র প্রিয়মিতি প্রিয়া ইতি চ হেতুঃ। প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীত্যর্থঃ। বি০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ**ঃ **পূর্বপক্ষ**ঃ আচ্ছা অজাতপ্রেম ও জাতপ্রেম নিজ ভক্ত জনদের যদি এই প্রকার আড়াল-ভজন কর তবে তো ন্যায্যই হয়, কিন্তু আমাদের প্রতিও তোমার একই প্রকার ব্যবহারে আমরাও সাধারণ জীবের মধ্যেই গণ্য হয়ে পড়লাম যে—গোপীদের এইরূপ অনুতাপ-ব্যঞ্জক কথার আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বললেন—হে আমার কোটি-প্রাণপ্রিয়, পদ্মপরাগপরমাণুস্বরূপ গোপীগণ! তোমাদের প্রতি আমি যে আজ জনসাধারণ-ভাবে ব্যবহার করলাম, আমার সেই দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবং ইতি। **এবং**—অথবা, এই প্রকারে অর্থাৎ 'কেউ গাই দুইতে দুইতে তা ছেড়ে দিয়ে' ইত্যাদি প্রকারে **মদর্থে ইত্যাদি**—আমার নিমিত্ত লোক ও বেদ ত্যাগ করে এসেছ, এতে ন্যায্য-অন্যায্যের অপেক্ষা না করায় লোকধর্ম ত্যাগ হল, আর ধর্মাধর্মের অপেক্ষা না করায় 'বেদ' ত্যাগ হল। যাঁরা 'স্বানাং' আত্মীয়, ধন ও জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে এসেছে তাঁদের প্রতি স্নেহ ত্যাগেই তাদের ত্যাগ হয়েছে। যাঁরা অনুরাগের তাড়নায় সবকিছু ত্যাগ করে এল, সেই **বঃ**— তোমাদের **অনুবৃত্তয়ে**— অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য অন্য সাধারণ ভজনীয়াদের মতোই **অপরোক্ষম্**-আড়ালে থেকে **ভজতা**—প্রেমালাপ শ্রবণরত আমি অহো অন্তর্ধান করে থাকলাম। এইরূপ কাকু উক্তি করলেন কৃষ্ণ—এই

২২। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

২২। **অন্বয়ঃ** অহং বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং আয়ুষাপি চিরকালেনাপি) নিরবদ্যসংযুজাং (নির্দোষা সঙ্গমো যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং যুষ্মান্ প্রতি) স্বসাধুকৃত্যং (স্বৈনৈব সাধু যৎ কৃত্যং তৎ) ন পারয়ে (কর্তুং ন শক্নোমি) যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জর- গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ (নিঃশেষং ছিত্ত্বা) মা (মাং) অভজন্ (তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মাকং) সাধুনা (সাধুত্বেনৈব) তৎ (যুষ্মৎ সাধুকৃত্যং) প্রতিযাতু (প্রত্যুপকৃতং ভবতু)।

২২। **মূলানুবাদঃ** আমার মনে নিরন্তর যে কথার উদয় হচ্ছে, তা বলছি শোন—

তোমাদের সহিত আমার যে মিলন তা নির্দোষ। কারণ ছেদন-অযোগ্য স্নেহবন্ধন-শৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করে পরম অনুরাগে তোমরা আমাতে আত্মনিবেদন করেছ। তোমাদের এই কার্য প্রকৃতিগত ভাবেই সাধু। দেব পরিমাণ আয়ু পেলেও এর প্রত্যুপকার করা আমার সাধ্যাতীত। অতএব তোমাদের সাধুত্বের দ্বারাই তোমাদের কৃত সাধুত্ব প্রত্যুপকৃত হউক।

উক্তির ধ্বনি হল, অহো এ আমি অতীব অনুচিত কার্যই করে ফেলেছি। প্রাচীন, অর্বাচীন কিম্বা ভাবীকালে তোমাদের মতো এরূপ ভক্ত সম্ভবে না, এতাদৃশ অনুরাগের হ্রাসবৃদ্ধিও নেই—পরমাণু ও পরমবৃহৎ এর হ্রাসবৃদ্ধি কেউ প্রত্যাশা করতে পারে না। —কাজেই অন্য প্রেমি-ভক্তের প্রতি তোমাদের প্রেমবিরহের প্রতাপ-মহোৎকর্ষ জানাবার অভিলাষময়ী আমার এই অবিমৃশ্যকারিতা ক্ষমা কর, এরূপ ভাব। **মাসূয়িতুং**—ব্যাপরটা যখন এইরূপ কাজেই মা' আমার প্রতি 'অসূয়িতুং' দোষারোপের সহিত দৃষ্টি উচিত নয়—এখানে হেতু **প্রিয়ম্**—আমি যে তোমাদের প্রিয়—প্রিয়ের দোষ প্রিয়া কখনও ধরে না, এরূপ অর্থ। বি০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে, কর্ত্তুং ন শক্নোমি। যদ্বা, বো যুষ্মাকং যৎ স্বীয়মসাধারণং সাধুকৃত্যং, তদহং ন পারয়ে, তৎসদৃশপ্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যত্বমেব দর্শয়তি—নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সম্যঙ্মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদি স্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাম্। কিঞ্চ, যা ইতি দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিকপারলৌকিক-সুখকরলোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ্য যা মামভজন্, পরমানুরাগেণ মষ্যাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। অতো মমান্যত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্ন পারয় ইত্যর্থঃ। অত্রোত্তরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যৈব যা ইতি প্রযুজ্যতে, পশ্চাদেব চ তেন যোজ্যতে। অতঃ প্রথমপুরুষত্বম্; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তে-নায়ুষাপীত্যর্থঃ। শৃঙ্খলামিতি ক্বচিদেকবচনান্তঃ পাঠঃ। দুর্জ্জরা গেহস্ত শৃঙ্খলা নিত্য-গোপালনাদি-দৃঢ়কৃত্যনিবন্ধাৎ

সর্ব্ববন্ধুজনানুবৃত্তিবন্ধাংশ্চ সংবৃশ্চ্য যা ভবতীরহং মাভজন্, ন সেবিতবানস্মি। শৃঙ্খলামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। দুর্জ্জরেতি বিশেষেণ শৃঙ্খলারূপকেণ নিজশক্ত্যাপি অচ্ছেদ্যত্বং, সং-শব্দেন চাসক্তি-কিঞ্চিত্ত্যাগেঽপি বহিরত্যাগাসামর্থ্যম্। যুষ্মদ্-বদাত্মার্পণেন সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যপূর্ব্বক-ভজনস্যাভাবেন চ প্রত্যুপকারাশক্তেঃ॥ জী০ ২২ ॥

নিজশেষরসাশেষপ্রদানেন সদানুগম্। মাং পুষ্টং পাতি যস্তুষ্টঃ স্বামিনং যামি তং গতিম্ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পন্যাং দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ ব**—'যুষ্মান্' তোমাদের প্রতি **স্বসাধুকৃত্যং**—স্বকীয় প্রত্যুপকার কর্ম **ন পারয়ে**—করে উঠতে পারছি না। অথবা, **ব**—'যুষ্মাকম্' তোমাদের নিজের দ্বারা কৃত যে অসাধারণ সাধুকৃত্য, তা আমি 'ন পারয়ে' করতে সমর্থ নই অর্থাৎ তৎসদৃশ প্রত্যুপকারে আমি সমর্থ নই। সেই সাধুকৃত্য কি, তাই দেখান হচ্ছে—**নিরবদ্য সংযুজাং**—'নিরবদ্য' কামময়রূপে প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ নির্মল প্রেমবিশেষ বলে নির্দোষ 'সংযুক্'= 'সংযোগ' অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ে চিত্তের 'সং' সম্যক্ একাগ্রতা এবং নিজ নিজ পতি প্রভৃতির স্পর্শ অভাবে নির্দোষ 'সংযুক্=সঙ্গম' যাঁদের। **যা ইতি যা দুর্জ্জরাঃ**—কুলবধূ বলে ছেদনের পক্ষে কঠিন সেই **গেহশৃঙ্খলা**—গৃহসম্বন্ধী-শৃঙ্খল ঐহিক-পারলৌকিক-সুখকর লোকধর্মমর্যাদাও **সংবৃশ্চ্য**—পরিত্যাগ করে তোমরা **মা ভজন্**—'মা' আমাকে ভজন করেছ অর্থাৎ পরমানুরাগে আমাতে আত্মনিবেদন করেছ, কিন্তু আমার প্রেম অন্যত্রও প্রযুক্ত হওয়া হেতু 'না পারয়ে' প্রত্যুপকারে সমর্থ হচ্ছি না। অন্য যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ বলেছেন—শ্রীস্বামিপাদ 'বিবুধায়ুষাপি' পদের অর্থ এরূপ করলেন—'দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েও'—এর অর্থান্তর এরূপ হতে পারে—'বিবুধ' 'বুধ' গণনাভিজ্ঞগণও 'বি' বিগত হন যা থেকে অর্থাৎ যে সাধু কৃত্য গণনা করতে না পেরে গণনাভিজ্ঞগণও পিছিয়ে আসেন অনন্ত আয়ু লাভ করেও। পাঠ কোথাও কোথাও একবচনান্ত 'শৃঙ্খলাম্' আছে। **দুর্জরা**—যা ছেদন করা যায় না এরূপ শৃঙ্খল—গোপালনাদি নিত্যকৃত্যরূপ দৃঢ়বন্ধন ও সর্ববন্ধুজনের সেবারূপ বন্ধন সম্যক্রূপে ত্যাগ করে তোমরা যে আমার সেবা করেছ। 'গেহের' সঙ্গে 'শৃঙ্খল' শব্দের উপমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, নিজ শক্তি প্রয়োগেও গেহ সম্বন্ধ ছেদন করা যায় না, আর 'সংবৃশ্চ্য' পদের 'সং' অর্থাৎ 'সম্যক' শব্দে বুঝানো হয়েছে গেহের আসক্তি কিঞ্চিৎ ত্যাগেও বাইরে কার্যতঃ গেহসম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—এমন যে অচ্ছেদ্য গেহশৃঙ্খল তাও তোমরা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আমার ভজন করেছ। তোমাদের মতো আত্মসমর্পণ দ্বারা সর্বনিরপেক্ষতা অবলম্বন পূর্বক ভজনের অভাব হেতু আমার প্রত্যুপকার-সামর্থ্য নেই। টীকাকারের বিজ্ঞপ্তি—যিনি তুষ্ট হয়ে সদা অনুগত আমাকে নিজ অশেষরসের শেষভাগ প্রদানে পুষ্ট করে পালন করছেন সেই স্বামিপাদের শরণাগত হচ্ছি আমি। জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** মন্মসি সন্ততং যদুদ্ভবতি তৎ শৃণুতেত্যাহ,—নেতি। নিরবদ্যা কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বৈনৈব সাধু যৎ কৃত্যং নতু সাধুত্বাপাদকেন

কেনচিদ্বস্তুসম্পর্কেণ সাধ্বিত্যর্থঃ। তৎ ন পারয়ে প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নোমি বিবুধায়ুষাপি দেবানামায়ুঃ প্রাপ্যাপীত্যর্থঃ। কৃত্যমিত্যেকবচনেন যুষ্মাকং ক্ষণিকমপি কৃত্যমিত্যর্থঃ। যা মা মামভজন্ সংবৃশ্চ্য দুর্জ্জরা অপি পতি-শ্বশ্রূ-পিতৃ-ভ্রাত্রাদিস্নেহবন্ধশৃঙ্খলাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বৈব। শ্লেষেণ অপক্কযোগিন ইব সংবৃশ্চ্যাপি তাঃ শৃঙ্খলামাপুনৈর্বা ভজন্নিত্যর্থঃ। অহন্তু পিত্রোর্ভ্রাতরি স্বেষু বন্ধুষ্বপি স্নিহ্যামি চ যুষ্মান্ ভজামি চেতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি। স্বপ্রতিজ্ঞাতোঽপি চ্যুত ইতি মম প্রতিক্রিয়ায়া অসম্ভবঃ। ব্যজ্যমানোঽয়মর্থঃ শ্লেষেণাপি লভ্যতে। স যথা সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্ অহং মাঅভজং পরসবর্ণেন নকার-তুকারয়োঃ সংযোগঃ। তওস্মাদ্বঃ সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং। বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতম্। পরমেশ্বরত্বাদেব সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণত্বেঽপি দোষ-গন্ধমাত্ররাহিত্যেঽপ্যস্মৎপ্রেমরসবিজ্ঞত্বেঽপ্যস্মান্ প্রেমবত্ত্বেনোৎকর্ষয়িতুমস্মদৃণীভবিতুমেবাস্মৎকর্ম্ম কোঽয়মস্য ত্যাগস্তদিমং পরাবুভূষুং বিজিগীষবো বয়মেবাধন্যা এবং ভবিতুমপারয়ন্ত্যোঽনেন ফলতঃ প্রেম্না জিতা এবাভূমেতি। বি⁰ ২২॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। দশমে দ্ব্যধিকত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

২২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** আমার মনে নিরন্তর যে কথার উদয় হচ্ছে, তা বলছি শোন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, না পারয়েঽহং। **নিরবদ্য** সংযুজাং—আমার সহিত তোমাদের যে সম্বন্ধ, তা কাম-কর্ম-লোক-ধর্ম-শাস্ত্র অপেক্ষারহিত হওয়ায় নিরুপাধি মিলন যাঁদের সেই **বঃ**—তোমাদের **স্বসাধুকৃত্যং**—প্রকৃতগত ভাবেই সাধু সাধুত্ব সম্পাদক কোনও প্রকার বস্তুর সম্পর্ক গুণে যে, সাধু হয়েছে, তা নয়; কাজেই আমি দেবগণের আয়ু প্রাপ্ত হলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার করতে সমর্থ নই। —'কৃত্যম্' একটি কৃত্য, এখানে একবচন প্রয়োগের অর্থ, তোমাদের কৃত্য যদি ক্ষণিকের জন্যও হয়, তা হলেও তা শোধ করতে অসমর্থ। **যা**—যে তোমরা **মা**—আমাকে **মা+অভজন্**—ভজন করেছ, **দুর্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ**—ছেদন অযোগ্য পতি-শাশুড়ী-বাপ-ভাই প্রভৃতির স্নেহবন্ধনরূপ শৃঙ্খল **সংবৃশ্চ**—নিঃশেষে ছেদন করে। অর্থান্তরে—অপক্ক যোগীর মতো স্নেহবন্ধন নিঃশেষে ছেদন করেও পুনরায় সেই শৃঙ্খল-বদ্ধ হয়ে 'মা ভজন' ভজন করনি। আমি কিন্তু পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু সকলের প্রতি স্নেহ সম্বন্ধ রেখেই তোমাদের ভজন করেছি "যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভজন করে, আমি তাদিকে সেরূপ ভাবেই ভজন করি" আমার এই প্রতিজ্ঞা থেকেও আমি চ্যুত হলাম তোমাদের ক্ষেত্রে—আমি পিতামাতা প্রভৃতির স্নেহ ত্যাগ করে তোমাদিকে ভজন করি না, তোমরা কিন্তু কর—সুতরাং আমার দ্বারা প্রত্যুপকার অসম্ভব। কাজেই **সাধুনা**—তোমাদের সাধুকৃত্যের দ্বারাই **প্রতিযাতু**—তোমাদের সেই সাধুকৃত্য পরিশোধিত হউক। তোমাদের সৌশীল্য গুণেই আমি অঋণী হলাম এ তো কথার কথা, বস্তুতঃ পক্ষে তোমাদের কাছে আমি ঋণীই রয়ে গেলাম, এরূপ ভাব। অতঃপর ব্রজগোপীগণ পত্যেকেই নিজ নিজ মনে বিচার করতে লাগলেন—

পরমেশ্বর বলে কৃষ্ণ সর্বগুণপরিপূর্ণ হলেও দোষগন্ধমাত্ররহিত হলেও আমাদের প্রেমরসবিজ্ঞ হলেও প্রেমবত্বায় আমাদিগের উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য আমাদের নিকট ঋণী হওয়ার জন্য আমাদের সেবাতৎপর কৃষ্ণের এই ত্যাগ ; সুতরাং নিজপরাজয় স্থাপনে ইচ্ছুক একে হেঁয়ালি দ্বারা পরাজয় করতে ইচ্ছুক আমরাই অধন্যা। কৃষ্ণ আমাদের যেরূপ উৎকর্ষ স্থাপনে ইচ্ছুক সেরূপ আমরা হতে পারব না, কাজেই এর প্রেমের দ্বারাই ফলত আমরা পরাজিত হলাম। বি° ২২ ॥

শ্রীরাসনৃত্যমত্তা শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।